সম্প্রীতি

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

২০২৪

শহীদ স্মরণে

সম্প্রীতি

২০২৪

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

সম্প্রীতি, ২০২৪

Sampriti

ISSN : 22783792

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

উপদেষ্টা	:	ড. অয়ন্তিকা ঘোষ (অধ্যক্ষ)
সম্পাদক	:	ড. বীথিকা সাহানা, ড. অম্লান দেব
সম্পাদক মন্ডলী	:	ড. অন্বেষা সেনগুপ্ত , শ্রী প্রিন্স বিশ্বাস , ড. মধুপর্ণা চক্রবর্তী , ড.মনীষা , শ্রীমতি পৃথা চট্টোপাধ্যায় , শ্রীমতি সোমা চক্রবর্তী , শ্রী বিকাশ মন্ডল
গ্রন্থ সত্ব	:	নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
প্রকাশক	:	অধ্যাপক ড. অয়ন্তিকা ঘোষ (অধ্যক্ষ, নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়)
প্রচ্ছদ	:	অনন্যা হালদার ঋক হালদার স্নেহা দাস রুবি মজুমদার তুষার পাত্র কোয়েল সর্দার বিক্রান্ত গুপ্ত অঙ্কিতা সর্দার দিপান্বিতা দাস

সম্পাদকীয়

'সম্প্রীতি' ২০২৪ প্রকাশিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয় ও প্রসঙ্গকে ধারণ করে থাকা এই পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের কাজে যুক্ত থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত। নতুন শিক্ষাক্রম তথা সিলেবাস ও ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে সড়গড় হয়ে উঠছি আমরা। কিন্তু পত্রিকার স্বাদ বদল হয়নি। ছাত্রছাত্রীরা যেমন গল্প- কবিতা- গদ্যে ভরিয়েছে এই সংখ্যা, তেমনি উল্লেখযোগ্য মননশীল প্রবন্ধ নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যক্ষ ড. অয়ন্তিকা ঘোষকে, যার উৎসাহ- পরামর্শ আমাদের পাথেয়। কৃতজ্ঞতা জানাই কলেজের সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের। সম্পাদক মন্ডলীর প্রত্যেকের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ সম্ভবই হতো না। নববালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'সম্প্রীতি' সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিক। 'সম্প্রীতি' থাকুক মানচিত্র জুড়ে। 'সম্প্রীতি'র মন্ত্র থাকুক হৃদয়ে।

ড. বীথিকা সাহানা
ড. অম্লান দেব

অধ্যক্ষের কলমে

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক ও সর্বতোমুখী প্রসারে নিবেদিত। বিগত ৩৯ বছর ধরে অবিরত পথ চলা তার।১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই লেক মার্কেটে 'চারুচন্দ্র সান্ধ্য কলেজ' নামে এর জন্ম। স্থানিক রূপান্তরে প্রথমে কসবায় চিত্তরঞ্জন বয়েজ স্কুলের ভবনে, পরে ২৭ই বোসপুকুর রোড, কলকাতা ৭০০০৪২ এ এর নির্মাণ ৯ অক্টোবর ২০০২ সালে। তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন ডঃ চিত্তব্রত চক্রবর্তী ।২০০৩এর ২৩ নভেম্বর অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন ডঃ সুকমল দত্ত। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০০৫ সালের পয়লা এপ্রিল ঘটে নামান্তর এবং সূচনা হয় ভবিষ্যৎ বিকাশের। নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় দিবা বিভাগে শুরু করে পথ চলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা সংসদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আইনী স্বীকৃতি নিয়ে ২০১৩ সালে স্নাতকোত্তর শাখা খোলা হয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং বাণিজ্যে। মাত্র দুটি সাম্মানিক বিষয়ে পঠন-পাঠন থেকে নয়টি বিষয়ের অবতারণা, ভবনকে পাঁচটি তলে নির্মাণ, গ্রন্থাগারকে সুসজ্জিত করে আধুনিকীকরণের পথে এগিয়ে দেওয়া,অডিটোরিয়াম ও বৃহৎ জিম নির্মাণ আমার পূর্বতন অধ্যক্ষের অবদান। তিনি অবসর নেন ২০২৩ এর ৩০ এপ্রিল। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দুদিনের জন্য দায়িত্ব নিয়েছিলেন পরিচালন সমিতির অন্যতম শিক্ষক প্রতিনিধি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর মহ. আবদুস সাত্তার। ২০২৩ সালের ২রা মে বিকেলে, ২২ বছরের শিক্ষকতা জীবনের পর অধ্যক্ষ হিসেবে আমার যোগদান এখানে। শিক্ষাক্ষেত্রেও পাঠক্রম এবং পদ্ধতিগত বিবর্তনের সময় এটি। **CBCS** এবং CCF -এর সূচনা। ৩৫ জন শিক্ষক এবং ১৫ জন শিক্ষা সহায়ক কর্মী আমার সঙ্গী। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৫০০। তাদের আরো বিকাশে প্রয়োজন অবিরত আধুনিকীকরণ,নতুন ভাবনার আলোক বিচ্ছুরণ। ২০২৩ সালের ১৫ই জুলাই ৩৮ তম জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকা। এবার তার দ্বিতীয় প্রকাশ। এই এক বছরে কি বা করতে পারলাম! আজ ISO তকমায় ভূষিত আমাদের প্রতিষ্ঠান, NIRF নিবন্ধীকরণ সমাপ্ত, নতুন একটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরী নির্মিত হয়েছে, সোলার প্যানেল বসেছে, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং হয়েছে, গ্রন্থাগারকে আজ সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা গেছে, সেটি সম্পূর্ণ অটোমেটেড, RFID-র সঙ্গে WEB OPAC–KOHA–QR Code analysis হয়ে তা নলেজ রিসোর্স সেন্টারে পরিণত। নতুন তিনটি বিষয়ে IDC পঠন পাঠন শুরু হয়েছে- সাংবাদিকতা ও গণ জ্ঞাপন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও মানবাধিকার।কলেজের সার্বিক সংবাদ মুখপত্র The Campus Compass এর সূচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকৃত সংস্থা WBREDA যেমন দায়িত্ব নিয়েছে প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশবান্ধব করতে তেমনি WEBEL দায়িত্ব নিয়েছে এর উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহের। ২টি কক্ষে বসেছে উন্নত ডিজিটাল বোর্ড; LMS ও GSuite পরিষেবা বৃদ্ধি করেছে দূর সঞ্চারী পঠন পাঠন। Add-on-course এবং certificate course চালু করা গেছে 'এবার আমিও Radio Jocky'এবং 'Freelancing' এ। মোট ৩০ টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়েছে Mou। তার মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক। ঘটেছে শিক্ষার প্রসার, বেড়েছে ভাবনার আদান-প্রদান, অভিজ্ঞতার বন্টনে সমৃদ্ধ হয়েছে প্রতিষ্ঠান। চারজন শিক্ষক গবেষণা করে পিএইচডি উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। বহু শিক্ষক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে তাদের গবেষণা পত্র পাঠ করেছেন। NSSএর সাফল্যকে একই ধারায় প্রবহমান রেখে দুজন নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন চলিষ্ণু কর্মকাণ্ডে। গণদর্পণ সংস্থার কুড়িটি সহায় সম্বলহীন শিশুকে অধিগ্রহণ করেছে NSS। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক নব দম্পতির নতুন জীবনের পথ চলাতেও সঙ্গী আজ NSS। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি বর্ধন করে নিজেকে আরও জীবন ঘনিষ্ঠ, সমাজ ঘনিষ্ঠ করেছে।খুব

সম্প্রীতি

দ্রুত শুরু হবে NCC শাখা। দুটি ব্যাটেলিয়ান খতিয়ে দেখে গেছেন সবকিছু। একজন নতুন শিক্ষক মনোনীত হয়েছেন NCC Officer হিসেবে। আমরা সরকারিভাবে ছাড়পত্র পাওয়ার অপেক্ষায়। পাঠক্রমের নতুন গঠন পদ্ধতিতে বেড়েছে কর্মপ্রবণতা। IT এবং Spoken English বিষয়ে হয়েছে ইন্টার্নশিপ। ছাত্রছাত্রীরা হাতে-কলমে শিখে নানান শিল্প সামগ্রী বানাচ্ছে যা ভবিষ্যতে পণ্য হিসেবে বাজারজাত হবে। নারীর অগ্রাধিকারের মর্যাদা প্রদান, সবুজ পরিবেশ, আর জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একতার বাঁধনে আবিষ্ট আমরা। যথোপযুক্ত একটি পরিচালন সমিতি ও পরিচালন সমিতির মাননীয় সভাপতি জনাব জাভেদ আহমেদের অভিভাবকত্বে সহজ ও সচ্ছন্দ হয়েছে আমাদের পথ চলা। তৃতীয়বারের মতো NAAC স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষমান আমরা। পত্রিকার নাম 'সম্প্রীতি' বহন করুক আমাদের নীরব বার্তা। স্বপ্ন মিশুক শান্তিহীন পথ চলায়। নিঃশব্দে জেগে থাকুক আরো লক্ষ পদক্ষেপ। বিশ্বাসে জাগুক ভরসা। লেখা শেষ করতে চাই মহাবিদ্যালয়ের নতুন মন্ত্র সঙ্গীতটি সকলকে জানিয়ে। বিশেষ কৃতজ্ঞতা কবি শিবাশিস মুখোপাধ্যায়কে এবং সুরকার দোহার ও ঋতচেতা গোস্বামীকে। 'সম্প্রীতি' পত্রিকা হোক সকলের স্বাধীন মনের মুকুর।

" আমাদের এই শিক্ষা সদনে জীবনের সঞ্চয়
নব বালিগঞ্জ এ মহাবিদ্যালয়
পড়াশোনা করি পরীক্ষা দিই শিখি জীবনের মানে
এখানে আমরা সবাই মিলেছি শ্রদ্ধায় সম্মানে
সকলকে নিয়ে বাঁচতে শেখায় সকলেরই হয় জয়
নব বালিগঞ্জ এ মহাবিদ্যালয়
বাংলার নানা কোণ থেকে এসে ওল্টাই বই-খাতা
এই অঙ্গনে ঠাঁই পেতে দিল দক্ষিণ কলকাতা
খেলাধুলা গান কম্পিউটার রঙিন বর্ণময়
নব বালিগঞ্জ এ মহাবিদ্যালয়
শিক্ষায় যত বিভাগ রয়েছে বাণিজ্য থেকে কলা
স্নাতক পেরিয়ে স্নাতকোত্তরে আরও বড় পথ চলা
এই পথরেখা ছাপ রাখে মনে, হয় চির অক্ষয়
নব বালিগঞ্জ এ মহাবিদ্যালয়"

ড. অয়ন্তিকা ঘোষ
অধ্যক্ষ

সূচিপত্র

লোডশেডিং ৯
— আকাশ ব্যানার্জী

"Madonnas with Child": A Study of Motherhood and Mothering in Chitra Banerjee Divakaruni's Sister of My Heart ১১
— Dr. Anwesha Sengupta

গোধূলি আলাপ ২০
— দেবব্রত গুছাইত

Electron Phonon Interaction in Different Lattice Models ২৩
— Debojyoti Dan

National Education Policy-2020: Issues and Challenges ৩৬
— Iswar Tudu

প্রেম সবার হয় যেন, প্রেমবিলাসবির্বত কী এবং কেন ৪২
— কৌস্তভ যোদ্দার

'জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির ফলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা' ৪৮
— মধুমিতা খান, প্রিন্স বিশ্বাস

কলেজের স্মৃতি ৫৪
— মনীষ মন্ডল

অর্কিড ৫৭
— মৌমিতা কর্মকার

ভূতান্বেষী বরদা ৬০
— নীলাব্জ মুখার্জী

পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর উপায় ৬২
— প্রিন্স বিশ্বাস

R. K. Narayan's Malgudi: A Fictitious Town located in Colonial History ৬৪
Pritha Chatterjee

গতি ৬৮
ঝুম বৃষ্টি
রাখী সাহা

কালো সিঁদুর ৬৯
রাণু অধিকারী

অন্তিম প্রার্থনা ৭০
রীতম পাল

কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ৭১
সাইদা খাতুন

William Faulkner's Light in August A Discourse on Racial Anxiety in the American South ৭৪
Dr. Sayantina Dutta

A Study on reservation policy for economically weaker sections of India with special reference to socio economic sections ৮০
Soma Chakraborty

অন্তর মহল ৮৩
সোমা মুখার্জী

কে উঁকি দেয় ওই ৮৫
সুস্মিতা বাহাদুর

নবযুগ ৮৬
উষ্ণতম রাত্রি
তাবাস্সুম খানম সরকার

কথা রেখো ৮৭
সুচরিতা দত্ত

প্রতিশোধের রাত ৮৮
তানিয়া দাস

লোডশেডিং

আকাশ ব্যানার্জী
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

কোচিং ক্লাসের সময় সার্থক ঘন ঘন ফোনের দিকে নজর দিচ্ছে, অদিতি ম্যাসেজ করলো-কি না। ক্লাস শেষে সার্থক ধৈর্য হারিয়ে ফোন করলো ''এই কখন আসবি রে, আমার তো দুপুর ১২টার ট্রেন আছে।

আরে আমি আসব, ঠিক সময় চলে আসব, তুই শুধু স্টেশনে দাঁড়াস এই বলে ফোনটা কেটে দেয় অদিতি।

আর একসপ্তাহ পর রবীন্দ্রজয়ন্তী। কলেজের কমন রুমে নাটকের রিহার্সাল হবে, ঠিক দুপুর ২টো থেকে। নাটকে নায়কের চরিত্রে দ্বিতীয় বর্ষের সার্থক ও নায়িকার চরিত্রে দ্বিতীয় বর্ষের অদিতি। দুজনই বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রী। ওরা নিজেদের বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করছে। সার্থক ভালো নাটক করে, অদিতিও খুব সুন্দর নাচ করে। সার্থক একটু বেপরোয়া, সে বন্ধুদের সঙ্গে হই-হুল্লোর আড্ডাতে মেতে থাকে। কিন্তু ছেলেটা বড্ড বেশি পাকা। এই জন্যই ক্লাসে খুব একটা পাত্তা দিতনা অদিতি। অপর দিকে অদিতি খুব শান্ত। কলেছে এমনিতেই সে কোনো ঝামেলাই জড়াতে চায়না, যদিও প্রথম প্রথম ইউনিয়নের দাদারা বেশ জ্বালাতন করত। তবে সে সব পাত্তা না দিয়েই চলতো। ক্লাস রুম, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি—বলা চলে বেশির ভাগ সময় লাইব্রেরীতেই কাটে তার। কিন্তু অদিতি প্রতিবাদ করচে জানে। অদিতির এই শান্ত স্বভাবনা অথচ প্রতিবাদী সত্তাটা আকর্ষন করেছে সার্থককে। অদিতির হাজার কষ্ট হলেও সে নিজের মধ্যে চেপে রাখে। এই দুজন দুজনের ভালোলাগাটাকে গোপনে চেপে রেখেছে।

অনুষ্ঠানের বেশির ভাগ দায়িত্বে ছিলো সার্থক, অদিতি, রাহল, সুমন, লাবন্য ও আরো বেশ কয়েকজন। তবে এদের মধ্যে সার্থক, অদিতি, লাবন্য পুরো অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করছে। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলো লাবণ্য। এছাড়া এদিক ওদিক সামলাচ্ছে সার্থক ও তার বন্ধুরা, হঠাৎ করে সার্থকের চোখ যায় অদিতির দিকে হলুদ শাড়িতে অপূর্ব লাগছে তাকে সার্থক তো চোখ ফেরাতেই পারছেনা।

সব অনুষ্ঠান ঠিকঠাকই চলছে, গেস্টদের আপ্যায়ন এমনকি পারফর্মারদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় সে দিকটা সার্থক দেখছে। অনুষ্ঠানে সার্থক ও অদিতির দুর্দান্ত জুটিতে নাটকটি অসাধারণ উপস্থাপনা ছিলো—বলাই যায় দিনের সেরা ছিলো। নাটক শেষ অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায় এর মধ্যে সঞ্চালক লাবন্য মাইক্রোফোন কাঁপিয়ে ঘোষনা করে ওঠে অদিতি সেনের নাম। ব্যাস এই একটা নাম সার্থককে স্তব্ধ করে দিলো। সেই মুহূর্তে সার্থক মুগ্ধ হয়ে অদিতির নাচ দেখছিলো। সে যখন নৃত্যে ছন্দে নুপূর ধ্বনি তুললো তখন সার্থকের হৃদয়েও ভালোবাসার ছন্দ বেজে উঠলো, ওর মনে পড়ে গেলো কলেজে অদিতির সঙ্গে প্রথম আলাপ হওয়া দিনের কথা। এই একমাসের মধ্যে কখন যে মেয়েটিকে মন দিয়ে

ফেলেছিলাম। এসব ভাবতে ভাবতে অদিতির নাচ শেষ হয়ে গেল, আর অনুষ্ঠানও। তারপর যে ঘটনা ঘটলো তার জন্য বোধহয় দুজনের কেউই প্রস্তুত ছিলনা।

অদিতি গ্রিনরুমে পোশাক পরিবর্তন করছিলো। এমন সময় লোডশেডিং হয়ে যায়। ওদিকে অদিতির নাচ শেষে ছিলো বলে নাচ শেষ হতেই সবাই বেরিয়ে গিয়েছিলো। গ্রিনরুমে অদিতি একা থাকায় অন্ধকারে চিৎকার করে ওঠে, আর সেই সময় সার্থক মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে ঢোকে। সার্থক অদিতির ভয় কমানোর জন্য জাপটে ধরে বলে—'এই তো আমি আমি আছি, ভয় কিসের তোর?' দুজনেরই শ্বাস একে অপরকেই স্পর্শ করছে। ধীরে ধীরে সার্থক এগিয়ে যায় কাঁপতে থাকা অদিতির ওষ্ঠ দ্বয়ের দিকে।

হঠাৎই ছন্দপতন ঘটে। সার্থকের মনে হয় সে এটা ঠিক করছে না। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের গতিতে ছিটকে যায় অদিতির কাছ থেকে। অদিতিও এর কারন বুঝতে পারেনা। এরই মধ্যে কারেন্ট চলে আসে। দুজন দুজনের দিকে তাকায়। হয়তো সবটা আজ বলে দেবে একে ওপরের চোখে চোখ রেখে দুজনেরই চোখে স্পট বেশ সবটা। কিন্তু সেই সময়টাও দরকার। প্রতিটা সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। ধীরে ধীরে এগোনোটাই উচিত। এসব ভাবতে ভাবতে...

অদিতির কাছে গিয়ে তার এলোমেলো চুল ঠিক করে দেয়, অদিতি কোনো কথা না বলে মুচকি হেসে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এত কথা বলি থাকে, চিনি আমি চিনি তাকে

চোখে চোখে কথোপকথন,

তুই হাসলি যখন,

তোরই হলো এ এমন

তুই ছুঁলি যখন

তোরই হলো এমন...

"Madonnas with Child": A Study of Motherhood and Mothering in Chitra Banerjee Divakaruni's *Sister of My Heart*

Dr. Anwesha Sengupta
Faculty, Department of English

Women mother. In our society, as in most societies, women not only bear children; they also take primary responsibility for infant care, spend more time with infants and children than do men, and sustain primary emotional ties with infants. When biological mothers do not parent, other women, rather than men, virtually always take their place. Though fathers and other men spend varying amounts of time with infants and children, the father is rarely a child's primary parent. (Chodorow 3)

> To "father" a child suggests above all to beget, to provide the sperm which fertilizes the ovum. To "mother" a child implies a continuing presence, lasting at least nine months, more often for years. Motherhood is earned, first through an intense physical and psychic rite of passage—pregnancy and childbirth—then through learning to nature, which does not come by instinct. (Rich 12)

The two extracts, one from Nancy Chodorow's seminal text *The Reproduction of Mothering* (1978) and the other from Adrienne Rich's pioneering book *Of Women Born: Motherhood as Experience and Institution* (1976) drive home the subtle difference between 'motherhood' and 'mothering'; the former, a biological phenomenon of womanhood and the latter, a socio-cultural expectation that is imposed on a woman and an emotional role that she cannot escape from performing. Mothering is a role that not only lies in the conception and delivery of the child; it implies nurturing the infant with unconditional love and care. The sociologists posit that women are born with the emotional instinct to mother, with or without reproducing children, as Anita Ilta Garey opines in *Encyclopedia of Gender and Society* (2009) that this caregiving lies in "women's biology, instincts and drives" (584). Motherhood, therefore, is more than the inextricable placental link between the womb and the foetus, it is the sustenance of 'primary emotional ties' with the children; it is the selfless and altruistic love that transcends all relationships. Motherhood is an 'institution' when it pertains to "patriarchally controlled structure of norms, laws, economic organization and the power that oppressed women" (Garey 583) and it is an 'experience' when it defines the "relationship of a woman to her reproductive self and to her children" (Garey 583). The father, the other parent, as Rich delineates, is the sperm-giver and ovum-fertilizer and therefore takes part in only the 'physical' 'rite of passage'. Not being a 'primary parent', the father is often disassociated from such glorification that is associated with mothering, even if he loves, cares and sacrifices as much as the mother ought to do and does. Nurturing and caregiving, two essential activities that identify femininity/womanhood, are believed to be the fundamental instincts that constitute mothering, and therefore any woman, who has not even given birth, can also 'mother' with these two activities; being involved in childrearing and helping the child grow up without begetting can still give one the sanctity of 'motherhood'. The father's role shifts to the

periphery as far as the responsibility of establishing 'primary emotional ties' with the child is concerned. Garey further points out that according to many researchers "motherhood and fatherhood are asymmetrical terms, and 'to mother' a child is not equivalent of 'to father'" (583).

Chitra Banerjee Divakaruni's second novel *Sister of My Heart* (1999) ostensibly is the tale of the unfaltering sororal love between the two cousins living in an old, dilapidated building in urbanized Calcutta, in a Chatterjee family that is strikingly matriarchal. These two cousins, Sudha (alias Basudha) and Anju (alias Anjali) live with the three widows—Sudha's mother Nalini, Anju's mother Gouri and the aunt Abha Pishi. Divakaruni tells the stories of Anju and Sudha alternately narrated by the sisters themselves, tracing from their childhood to their lives after marriage, when Sudha shifts to Bardhaman and Anju relocates in America. What strikes a chord in the readers' hearts is the celebration of sisterhood, a love that triumphs all spatial, temporal and situational barriers. While this enduring love between Sudha and Anju is emphasized, even a cursory reading of the text makes the reader aware of the curious presence of motherhood and mothering. The first section of the novel titled "The Princess in the Palace of Snakes" upholds the agonies and ecstasies of the two (biological) mothers Gouri and Nalini and the foster-mother Pishi struggling to bring up the two daughters without the paternal presence and amidst financial challenges. The second section titled "The Queen of Swords" traces the post-marital lives of the two sisters—Sudha in India being victimised for not begetting a male heir, and Anju, initially not-so-happy on realizing her pregnancy and later undergoing a heartbreaking miscarriage at the moment when she began to love her unborn baby. The theme of motherhood and mothering thus pervades both the sections. Divakaruni deals with the issue of motherhood realistically, showing that the nuances of motherhood are, more often than not, determined by society and culture. Garey reflects: "Motherhood is not only gendered but is also an experience that varies by race/ethnicity, class and sexuality. These categories of analysis should therefore be at the centre of any analysis of motherhood" (584). What can be added to these factors that determine the 'analysis of motherhood' is also the socio-cultural setting. Anju dwells in a westernized culture, far from a family-setting of members with a mindset regulated by patriarchal norms and therefore she is free from the stifling and humiliating tortures that Sudha in Bardhaman faces. Suryawanshi Pravin Dadaji in *Immigrant Feminine Experience in the Works of Chitra Banerjee Divakaruni* (2013) acutely upholds the cultural difference as a determinant of analyzing motherhood:

> In Indian context. . . undue importance is given to motherhood, which is considered as the foremost duty for woman. . . .Being male dominated country, giving birth to a male child establishes her in family, and secures her future. Five childless years affect the lives of Anju and Sudha differently because they are in different socio-cultural environments. It does not cause any trouble to Anju who lives in America. But for Sudha, the span of five childless years is enough to cause troubles, as her mother-in-law is desirous to have the grandson as early as possible. (175-176)

Even after conception, Sudha is pressurized to abort as the baby is detected as a girl. Garey's discourse that "motherhood has been considered the essential element of womanhood" and "women who do not bear children have been culturally defined as incomplete or failed woman" (583) is more culture specific than universal and Sudha's predicament is a testimony to this culture-specified difference.

The activities of nurturing and caregiving, the time and toils given to childrearing that are associated

with 'mothering' are pertinent to Pishi, who becoming a widow at the age of eighteen, never bore a child. The sustenance of 'primary emotional ties' that Chodorow attaches to 'mothering' is exemplified by Pishi. The 'infant care' that is a natural concomitant of feminine instinct that propels woman to mother gets manifested not only in cooking delectable dishes with affection, but also giving all her time to the children. Pishi is the woman who satiates their hunger for stories, inculcating in both the children an immense curiosity in listening to and braiding stories that would later give support to Anju and Sudha in times of emotional upheaval. Nalini, in spite of begetting the child, fails to radiate the maternal love that Sudha's heart craves for. The subtle difference between 'motherhood' and 'mothering' is thus reflected in the action of bearing and rearing the child. Sudha is hurt to learn from Pishi that Nalini was not happy on the news of her conceiving Sudha. A marvelous beautiful lady with an enviable physique, Nalini had dreaded the loss of her beauty with the expansion of her belly. Motherhood became a detested burden imposed on her, and as her bodyline thickened she "felt that her one chance at life was over" (41). Divakaruni, without judging whether Nalini is a 'good mother' or 'bad mother', rather ushers her readers to a woman who is projected as a victim of patriarchy that eulogizes motherhood overlooking the difficulties that motherhood entails. Pishi, with no biological child to claim her own, does not consider herself as a failure as a woman and all her love is channelized towards the prosperity and psychophysical growth of Anju and Sudha. Without her mothering, the two girls would have always felt a void. Arpana Nath in *Mother and Daughters: A Study of Selected Fiction by Indian Women Novelists* (2010) draws the difference between 'motherhood' and 'mothering':

> Motherhood, according to Rich, is the patriarchal institution where the subordination of the woman as mother in compulsory heterosexual relationships in the precondition of the fulfillment of the mother role. Mothering, on the other hand, refers to those experiences of mothers that are female defined and can be a source of power. It comes from the mother's own understanding of the best possible integration of psychic, emotional and physical care of the requirements of the child but it does not call for the effacement of the mother herself. (73-74)

The 'integration of psychic, emotional and physical care of the requirements of the child(ren)' was always ensured by Pishi. This intense motherly care from Pishi is reverberated later when Sudha, threatened to abort the girl-child in her womb, severs her ties with her in-laws and comes to stay in the Chatterjee house. The biological mother is too insensitive to allow a married, pregnant woman to stay away from her husband's house, but Pishi gives her the support that she needs. What can be more akin to mother-love than this unflinching support, this act of defying all detrimental patriarchal norms that stifle the free spirit of the foster-child? When Sudha chooses to protect her unborn child at the cost of walking out of the marriage, Nalini reprimands her but Pishi supports her decision. She is kind enough to extend her mother-love for another would-be mother, never bearing a child herself she paradoxically perceives the inextricable bond that germinates between the mother and the child from the embryonic stage. When Nalini advises Sudha to "grit her teeth and put up with it, and try for another pregnancy" (265), Pishi is sensible enough to realize the pregnant woman's inner turmoil, and that no social stricture comes before the protective instinct of a (would-be) mother. When Sudha's husband Ramesh's divorce papers arrive for Sudha to sign, Nalini is melodramatic and shames her child; to her Sudha's prestige, maternal instinct and feelings are less important than her social status; the biological mother here, herself a victim of patriarchy, is preserver of

the same. Sudha recalls:

> I take off my wedding bracelets later that day, wipe off the sindur powder in spite of my mother's lamentations.
>
> 'Oh Goddess Durga! What will people say?' she cries. 'A pregnant woman without sindur on her forehead! What shameful names will they call your child?' (268)

Pishi supports Sudha amidst Nalini's diatribes. She not only does stay firm like a protecting shield for a would-be mother, she is modern enough to perceive that motherhood lies in fierce love, not in an institutionalized social prestige. Sudha narrates:

> Surprisingly it is my usually diffident Pishi who comes to my rescue. 'Why should we care anymore what people say?. . .I spit on this society which says it's fine to kill a baby girl in her mother's womb, but wrong for the mother to run away to save her child.' She is standing now, her chest heaving, her face flushed. I have never seen her this impassioned, and nor, by their expressions, have my mother or Gouri Ma (268)

One does not need to be a biological mother to pour mother-love; 'mothering', if it involves empathy, understanding and fierce protectiveness and seething anger to see the society hurting the child, Pishi and Gouri are more motherly than Nalini, who has given birth to Sudha but cannot look at motherhood more than a 'patriarchal institution' that should subordinate woman in 'compulsory heterosexual relationships' as Nath has pointed out based on Rich's research. She makes her daughter's motherhood a 'patriarchal institution' when she suggests that Sudha must abort the female foetus and try to conceive a male child.

Anju's mother Gouri, although not biological mother to Sudha, is more sensitive to Sudha's predicament. She understands that Sudha is 'old enough to make her own decision' (266) and that they must support her. Both Gouri and Pishi are exemplaries of Divakaruni's ideal of 'mothering'. In a write up "Time to Heal the Soul"1, on the occasion of Mother's Day in the newspaper *Deccan Herald,* Divakaruni posits the idiosyncrasies of ideal mothering:

> I wish for us (mothers) the ability to take care of our children and support them in best possible way, and to let them soar away on their own when the time is right.
>
> I wish for us the bustle of the day that tells us how necessary we are to the people around us, especially our children, and the quietness of evening to curl up with a book that makes our imagination take wing. Mothers need time for themselves too, to heal the soul so that we be strong for tomorrow. I wish for us to be secure in our own selves no matter what society might say, in our confidence in the sacred and challenging role of motherhood that we have taken on. . . (*n. pag*)

Nalini is flabbergasted to hear that Sudha prefers divorce and single motherhood to subservience or termination of pregnancy. Nalini fails to 'support' her child 'in the best possible way' and feels insecure and unconfident and too much restricted by 'what society might say' and thus less adept in the 'challenging role of motherhood'. The agonies and ecstasies of motherhood are discernible in the foster-mother than the biological mother.

Gouri is more akin to Divakaruni's ideals of mothering than Nalini. She has let her 'imagination take wing'. Instead of letting herself be entrapped in the house amidst domestic chores, she tries to support the family financially after Nalini's and her simultaneous widowhood by running a book stall. If parenting lies in being best examples for children more than tutoring them with dos and don'ts, Gouri parents by being an example of a mother who has healed and inspires the children to heal. While Nalini's widowhood made her nagging and querulous, Gouri gives time to herself, becomes stronger and self sufficient and inspires the girls to be so. The best support that a mother ought to give is help the child 'soar away' as Divakaruni conjectures. This is possible when the mother is optimistic and encouraging. It is the vistas of knowledge unraveled by Gouri's books that usher Anju into a world of literature, help her 'imagination take wing'. The 'mothering' that Sudha receives from the biological mother limits her imagination to being a mother and a wife initially, it is with the two other mothers, Pishi's and Gouri's inspirations that Sudha cherishes the dream of pursuing career in boutique and designing outfits.

No matter how intensely Gouri wants Anju and Sudha to 'soar away', her cardiac problems compel her to search for Anju's husband. Nalini searches for Sudha's husband once the girl shows signs of having a clandestine relationship with Ashok. She is neither selfish nor weighed down by 'what society might say'. Both Sudha and Anju respect her decision. B. Sushma in *"Towards Individualism: Sister of My Heart"* (2017) asserts: "Gouri is an understanding mother who assures her that even if Anju is married, she would continue her education. She would choose a spouse who would encourage her aspirations in life". (113) It is needless to say that Gouri wants Sudha's husband to be supportive about Sudha's dreams too. This understanding of Gouri not only implies the presence of 'primary emotional ties' between her and the girls but also her encouragement to 'soar away on their own when the time is right' as is the prerequisite of good mothering.

Sudha often finds her mother Nalini to be venomous; she detests the continuous monitoring of her mother over the movements of the girls. Nalini's overwhelming fury on discovering that Sudha and Anju had gone for a Bollywood movie bunking school fills Sudha with bitterness. Yet, at no point does Divakaruni seem judgmental about Nalini, nor does she imply her as an inefficient mother. She is a woman battling all alone; a no-relation to the Chatterjees and therefore not a legal inheritor, she rears Sudha without much financial stability or a partner's companionship. As a victim of circumstances and herself carrying the burden of social ignominy for eloping with her husband Gopal, Nalini can gauge the consequences if Sudha crosses the social restrictions. B. Sushma again notes:

> A mother overtly becomes conscious of her daughter's behaviour and attitude at every stage and thus regulates her in certain issues. A daughter's well-being is of utmost importance. The main aim of a mother is to see that her daughter earns a good name in her in-laws' place. It becomes a difficult task for the single mother to bring her up compensating the absence of father. If the mother showers her love and doesn't enforce restrictions, it is tough for her to control her daughter's moves. Thus she becomes more strict. (126-127)

Paradoxically herself a widowed 'single mother', Nalini fails to understand that another divorced 'single mother' would be no less powerful and equipped to battle against social offences for the sake of protection of the child. She is more worried about Sudha's loss of 'a good name' than her protective instinct for the

child. Yet that does not necessitate her failure as a mother. Divakaruni is rather empathetic towards Nalini. Sudha too is filled with affection and gratitude towards her mother, when she perceives that under that frowning and unhappy demeanour, Nalini carries the task of unshared responsibility of parenting and a life of unfulfilled dreams:

> To my mother, her life must have seemed like a trick of the moonlight. One moment her arms were filled with silvery promises. The next she was widowed and penniless. . . .And now even her daughter, the one person, surely, the mother should be able to depend on, the one person she had done it all for, was spreading her wings, called away by other songs. (85-86)

Sudha realizes that she needs her wings to embrace her mother's wishes now, 'soaring away' can be for some time later.

The focus on motherhood and mothering, in the second section of the novel, shifts from Nalini, Gouri and Pishi to Sudha's and Anju's mothers-in-law and later to Sudha and Anju themselves as they conceive. While Anju is married to Sunil in a patriarchal family, Sudha is married to a man mothered by a widow, and both have their respective idiosyncrasies. Anju's father-in-law is obnoxiously stern, particular about woman's honour and careful about family-prestige. This prompts Sudha to change her decision of eloping with her lover Ashok, lest her lapse might bring doom to Anju's prospective marriage. Anju is petrified to see that her mother-in-law is subject to spousal violence, and that the lady's helplessness made her mothering weak enough to keep Sunil passive. Researchers like Ellen Fish, Mandy Mckenzie and Helen MacDonald in *'Bad Mothers and Invisible Fathers': Parenting in the Context of Domestic Violence* (2009) ascertain:

> Domestic violence adds another difficult dimension to women's role as mothers and to social evaluations of how they perform in that role. Indeed, negative perceptions of women's mothering can be most influential at the very times when such women need support—as when a partner is violent towards her. . . . Driven by desire to dominate his partner, an abusive man can use the institution of motherhood against a woman by exploiting the physical and social demands placed on her role as a mother, for example, by controlling decisions around, creating dependency through pregnancy, controlling the domestic environment and engaging in mother-blaming. (7-8)

Sudha is married to Ramesh Sanyal in a Bardhaman house that is strikingly matriarchal. Soon it is revealed that Mrs. Sanyal considers Sudha not as a daughter-in-law, but as a potential begetter of a male heir. Thus, femininity reduces Sudha into a womb-personified, in Anju's words "nothing more than a baby machine" (213). Mrs. Sanyal's assumption reechoes Garey's words: "Motherhood has been considered the essential element of womanhood, and women who do not bear children have been culturally defined as incomplete or failed woman" (583). The news of pregnancy of Aunt Tarini's daughter-in-law aggravates Mrs. Sanyal's anger. The matriarch with a patriarchal mindset becomes more threatening to Sudha's womanhood than the patriarch. Arpana Nath in the chapter "Mothers as Matriarchs" opines: "The matriarch, however, is not always a benign presence. This can be seen in mother-daughter relationships but the antagonism is perhaps best manifested in the mother-in-law/daughter-in-law relationship. Mothers try

to hold on to their sons to retain control over the family members" (148). The power-loving Mrs. Sanyal tries to deprive Sudha from her husband's companionship, and seethes with fury when the obstetrician suggests that Sudha being anatomically fit to be a mother, Ramesh's reproductive health must be diagnosed. The onus of sterility is again on woman.

Sudha not only has to undergo humiliating gynaecological tests, her desperate mother-in-law takes her to Shashti temple as if the Goddess' blessing can cure Sudha's 'infertility'. The collective agony of childless women devotees unsettles Sudha and she feels that irrespective of their stations in life, all married childless women are reduced to "a sameness in this sisterhood of deprivation" (235). This is a part of Indian culture, as Maithreyi Krishnaraj observes:

> Because of the social value put on motherhood, apart from the intrinsic happiness that the birth of a child might bring, a childless married woman faces not only rejection by family and community, but also she feels a sense of non-fulfillment and regards herself as failure. We know how innumerable prayers and vows, visits to temples are undertaken to get a child. (xvi)

Sudha becomes pregnant when Ramesh's medication begins; initially she is showered with excessive care as the mother-in-law expects a male heir from her. Suggested by Anju who has also become pregnant simultaneously, Sudha undergoes amniocentesis to assure the health of the embryo and to the disgust of Mrs Sanyal, she is found to carry a female baby. The mother-in-law arranges for immediate abortion, as she believes the first child of the family must be a boy. Thus a mother puts another woman's motherhood at peril. In many cultures, as Krishnaraj surmises, medical technologies are misused for sex detection of the embryo and leads to forced female foeticide (Krishnaraj xvi). Krishnaraj's research postulates that a man often remarries, blaming that his former wife had failed to "perpetuate male lineage" (xvi). Giving divorce to Sudha, Ramesh remarries, succumbing to his mother's demand for a grandson.

When Anju in America becomes pregnant, she initially feels dejected not because she detests motherhood but because she fears she will not be able to juggle her career and the responsibilities of motherhood simultaneously. She feels guilty when Sunil blames her for not been cautious enough regarding contraception. This perhaps suggests not Anju's carelessness but her lack of control over her body and inevitability of motherhood. Beauvoir in The Second Sex posits:

> This (pregnancy) is often a source of conflict and resentment between lovers or married partners. . . He grudges her too-fertile womb, she dreads these living germs he risks leaving in her. And for both of them there is consternation when, in spite of precautions, she finds herself 'caught' (537).

Anju's 'mother-love' is reiterated when overcoming initial despondency, she is overwhelmed with the joys of motherhood: "I allow myself to imagine my baby—he or she must be no larger than a grape—clinging tenaciously, cleverly, to my insides" (241). It is this same 'mother-love' that prompts her to advise Sudha to run away immediately to Calcutta to save the life of her unborn daughter from untimely murder. Anju even talks to her unborn child (detected as a boy) and starts working to arrange for money to bring Sudha and her daughter to America.

Anju imagines her and Sudha's children as marvelous creations of their mothers' affections. What can this be called but maternal love when she says to herself:

> Every afternoon I'll take my son over to play with her daughter, so the two of them can grow up together, as dear to each other as we were. We'll give them matching names: Prem, god of love, and Dayita, beloved.
>
> Prem and Dayita, I whisper aloud. Prem and Dayita, children who'll be loved like no child has ever been loved before. (276)

Unexplainable pain therefore shatters Anju's maternal dreams when she miscarries, she feels a void in her heart with the emptiness in her womb. The reader, however, cannot held her culpable as a careless mother. Loving Prem no less, Anju even cares for Dayita's safety and comfort, once she comes to dwell with her in America; hence she overworks risking her intrapartum complications.

Sudha's poignant narration reinforces the fact that motherhood is the sacrifice of happiness for the sake of love for the child. When Ashok whole-heartedly, lovingly, tenderly proposes Sudha to be his wife after her divorce, a new hope overwhelms her; yet when Ashok declares that Sudha's daughter must not stay with the couple, Sudha rejects the proposal pointblank. In spite of loving Ashok and desiring for his love, motherhood becomes her goal, mothering her motive, Dayita her sole treasure; she says: "I find I am hugging my stomach tightly as though Dayita too would slip away otherwise, like Anju's beautiful, elusive Prem" (308). The image of Sudha being empowered by her unborn daughter drives home that motherhood entails not a social empowerment, but a psycho-emotional strength for the woman to battle against all patriarchal forces. She narrates to Anju an imaginative story of a pregnant queen, the girl in her womb threatened to be killed by men with swords, until the foetus saves herself and her mother:

> And she felt something being passed into her hands through the wall of the womb. Looking down, she saw it was a sword, a flaming sword made of light, and then another, one for each hand. Whirling the swords around her head like the Goddess Durga, like the Rani of Jhansi, the queen left the palace, and none dared to prevent her. (309)

The image heralds a positive future wherein motherhood would no longer be an 'institution' that makes womanhood victimized by patriarchy, but an empowering and liberating 'experience' that would crush patriarchy down. The queen visualizes that her twin sister, across the ocean, sends her love for the girlchild. Needless to say, the queen is Sudha and the twin sister, Anju. Failure to be a biological mother after miscarriage, Anju's 'mother-love' for Dayita has not eclipsed.

Dayita is born, and the chubby baby gurgling toothless smiles is showered with mother-love from Gouri, Nalini and Pishi too, reiterating that women's drive is to establish 'primary emotional ties'. When Sudha lands in America with Dayita, Anju is initially reluctant to hold or kiss the baby, lest her 'mother-love' for Dayita would be disloyalty to Prem. Yet her maternal instinct cannot help her control her overpowering tenderness as she holds Dayita in her arms:

> How natural the head feels nestled in the curves of my shoulder. I had promised myself I'd never hold another baby with the arms that belonged to Prem, but this—this is so right. . .

> . I slip an arm around Sudha and support Dayita cautiously with the other. Sudha places her arm under mine, so we're both holding Dayita up. . . Two women who have travelled the vale of sorrow, and the baby who will save them, who has saved them already. Madonnas with child. (346-347)

Motherhood, biological or surrogate, thus becomes a power that nurtures love. Mothering with love and understanding, would make motherhood empowering for women, make them Madonnas—strong enough to battle against detrimental patriarchy.

In *Sister of My Heart,* the mothers evoke Divakaruni's message of motherhood and mothering, the former as an empowering and ennobling 'experience' rather than a detrimental 'institution' and the latter as an all-embracing love, support and sacrifice—for one's biological child or others' whom they are rearing—protecting them, yet allowing them to brandish swords as weapons of self-protection or 'soar away' when needed, if that gives happiness to the child.

Endnote

1. "Time to Heal the Soul" is the title an article written by Chita Banerjee Divakaruni in the Editorial section of the newspaper Deccan Herald under the section "What Mothers Want" on the occasion of Mothers' Day. It was dated 7 May 2016. The link to the page is http://www.deccanherald.com/content/544810/what_mothers_want.html

Works Cited

Beauvoir, Simone de. *The Second Sex.* Trans. Constance Borde and Sheila Malovany-Chevallier. London: Vintage Books, 2011. Print..

Brahmadevara, Sushma. *Image of the New Woman in the Fiction of Chitra Banerjee Divakaruni.* New Delhi: Prestige Books International, 2017. Print.

Chodorow, Nancy J. *The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender.* Berkeley: University of California Press, 1978. Print.

Dadaji, Suryavanshi Pravin. "Immigrant Feminine Experience in the Works of Chitra Banerjee Divakaruni". Diss. Institute of Advanced Studies in English, Pune, Maharashtra, 2013. PDF file.

Divakaruni, Chitra Banerjee. *Sister of My Heart*. Great Britain: Black Swan, 1999. Print.

Domestic Violence Research Centre, Victoria. *'Bad Mothers and Invisible Fathers': Parenting in the Context of Domestic Violence"*. Victoria: DVRC, 2009. PDF file.

Garey, Anita Ilta. "Motherhood". *Encyclopedia of Gender and Society.* Ed. Jodi O' Brien. Vol 2. California: Sage Publication, 2009. Print.

Krishnaraj, Maithreyi. Foreword. *Interrogating Motherhood* By Jasodhara Bagchi. New Delhi and Kolkata: Sage Publication and Stree, 2017. Print.

Nath, Arpana. "Mothers and Daughters: A Study of Selected Fiction by Indian Women Novelists in English." Diss. IIT, Guwahati, 2010. PDF file

Rich, Adrienne. *Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution.* New York: W.W. Norton, 1986. Print.

গোধূলি আলাপ

দেবব্রত গুছাইত
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

বর্ষার দুপুর আকাশ শ্যামময় মেঘে আচ্ছন্ন। মনের মধ্যে দুঃখের তরঙ্গ বয়ে চলেছে তবুও অহনা তৈরি হচ্ছে আনন্দের এক নতুন আশা নিয়ে। অহনার হোম থিয়েটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলছে ধীর গতিতে। সে সেই গতির তালে তালে সেজে উঠছে। আজ অহনার পরনে মিষ্টি হলুদ রঙের বালুচরী সাথে কিছু অর্নামেন্টস। এমন সময় পাশের ঘর থেকে সুবালা দেবী অর্থাৎ অহনার ঠাকুমা বলে উঠল '' ওরে একটু রং চং মেকে নিস কিন্তু।" অহনা সাজতে পছন্দ করেনা তাই আজ তার সাজের মধ্যে আছে চোখে কাজল, কপালে টিপ, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক সাথে খোলা চুল।

বসার ঘর থেকে ইন্দিরা দেবী বললেন '' কি রে মা হলো তোর, ওনারা যে চলে এলো বলে। " হ্যাঁ আজ অহনাকে দেখতে পাত্র পক্ষ আসছে। এমন সময় সুবালা দেবী অহনার ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন-

'' কইল ছুড়ি দেকি কেমন সেজেচিস।"

'' উফ্ ঠাকুমা তোমাকে না কতবার বলেছি দরজায় টোকা বা মুখে সাড়া দিয়ে আসতে"।

'' তুই চুপ কর দেকি বাপু,এমা তুই রং চং মাকিস নি কেন?"

'' ভালো লাগে না।"

'' তা বলি এই বারের পাত্তর পক্ক টাকেও ভাগাবি নাকি লো।"

'' ওমা আমি ভাগাতে যাবো কেন? আমার কিসের দায় পড়েছে।"

'' এই হচ্চে তোদের সমস্যা বাপু। বড়দের কতা তো শুনবিনে আর মুকে মুখে চোপা করবি।"

'' আমার ঘাড়ে কটা মাথা ঠাকুমা যে তোমার মুখে মুখে চোপা করব। আমাকে কেমন লাগছে বলো?"

'' তা বেশ লাগচে তোকে, শুধু একটু রং মেকে নে না তাহলে ফর্সা লাগবে তোকে। দেখবি পাত্তর পক্কর একেবারে পছন্দ হয়ে যাবে।"

'' চুপ করো ঠাকুমা। আমি যেমন তেমনই ঠিকাছি। আর যে আমাকে পছন্দ করবে সে যেন আমাকেই পছন্দ করে আমার রং লাগানো ফর্সা চেহারাকে নয়।"

'' তোদের সাতে মুক লাগানো যায় নে বাপু। একটু কি আপিসে চাকরি করিস তাতে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে নে তোর। তা বলি কত দিন ঘরে বসে থাকবি? বে থা কি করবি নে? কত দিন মা বাপের ঘাড়ে বসে খাবি? একটু যদি রং লাগাস তো কি হবে শুনি? যদি কপাল করে এবারের টা তোকে পচন্দ করে নেয় তো আমি তোর বে দেকে শান্তিতে

চোক বুজতে পারতুম।"

" দেখ ঠকুমা একটা কথা বলি , আমি এক স্বাধীনচেতা মানুষ। নিজে চাকরি করে উপার্জন করি। তাই আর যাই হোক খাবার খোঁটা দেবে না। আর রইলো তোমার রূপের দেমাক, কই ছোট পিসি তো খুবই সুন্দর দেখতে। ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে ছিলে তো। কোথায় গেল সেই ছেলে?

এমন সময় অহনার মা ইন্দিরা দেবী অহনার ঘরে এসে বললেন।

" কী হচ্ছে কী তোমাদের ঠাকুমা নাতনীর মধ্যে? আমি বাইরে থেকে শুনতে পাচ্ছি। কই অহনা মা? তৈরি তুই চল ওনারা এসে গেছেন বসার ঘরে অপেক্ষা করছেন।"

" দেক বৌমা তোমার মেয়ে কে ঠিক করে কতা কইতে বল। একটু রং মেকে যেতে কয়েচি ব লে তোমার ছোট ননদ রত্নার কতা কয়ে আমাকে খোঁটা দিলে। তা তুমিই বল খারাপ কিচু কয়েচি আমি। তোমারই বা কতদিন এই ধিঙ্গী মেয়ে কে ঘরে বসিয়ে রাকবে শুনি। ওই তো সন্দে হতে না হতে আপিসে যাই সেই সকাল বেলায় ফেরে, বুঝিনে বাপু রাত্তিরেতে কোন আপিস খোলা থাকে। তা বলি পাড়ার লোকের কতায় কান রাকো বাপু।"

" ছোট মুখে বড় কথা বলছি মা কিছু মনে করবেন না। আমার মেয়েকে পাড়ার কেউ মানুষ করেনি। আমি আমার একমাত্র মেয়েকে মানুষের মত মানুষ করতে পেরেছি সেটাই আমার কাছে অনেক, ওর রূপ নিয়ে আমার কোন দুঃখ নেই। একটা মানুষ যখন জন্মায় সে তার রূপ, গুন, সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য জেনে জন্মায় না। আর সৌন্দর্য রূপ, যৌবন এসব তো ক্ষণিকের অতিথি তাই না মা, সেটা তো আপনি রত্নার ক্ষেত্রেই দেখলেন। থাক সে সব কথা চল অহনা দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

' মা আমার খাবার আর টিফিনটা তৈরি রেখো এসব মিটে গেলে আমি অফিসে বেরিয়ে যাবো।"

" ঠিকাছে তুই এখন চল"।

তাড়াতাড়ির মধ্যে দিয়ে ইন্দিরা দেবী অহনাকে নিয়ে বসার ঘরে গেলেন। পেছনে পেছনে রাগে গজ গজ করতে করতে সুবালা দেবীও গেলেন। অহনার ঘরে লাইটের আলো, পাখার হাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত উপভোগ করছে।

আজ অহনাকে দেখতে এসেছে রঞ্জন বাবু ও তার ছেলে কুশল। রঞ্জন বাবু কষ্ট করে মা হারা ছেলেটিকে মানুষ করেছে। কুশল এক অতিসাধারণ, সাধাসিধে, ছিমছাম ছেলে। পেশায় অধ্যাপক, সদ্য কিছু মাস হল কুশল একটি কলেজে চাকরি পেয়েছে। বসার ঘর জমজমাট পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে ঘরের লোকজন। আড্ডা জমানোর জন্য রয়েছে রকমারি মিষ্টি, কোল্ড ড্রিংস, চা-কফি, নানারকমের মুখরোচক খাবার। এমন সময় ইন্দিরা দেবী অহনাকে নিয়ে এলেন। অহনার মুখ লাল কিন্তু মনে ভয়। তার মা তাকে বসতে বললে সে ধীরে ধীরে গিয়ে চেয়ারে বসে। অহনার বাবা আদিত্য বাবু বললেন -

" এই হল আমার একমাত্র মেয়ে অহনা। "

রঞ্জন বাবু বললেন-

" তা বেশ নাম। আর এই হল আমার একটি মাত্র ছেলে কুশল।"

বেশ কিছুক্ষন আলাপচারিতার পর আদিত্য বাবু বললেন -

‘‘ তা রঞ্জন বাবু মেয়ে আপনাদের পছন্দ হেয়েছে?’’

‘‘ দেখুন আদিত্য বাবু আমি এই বিষয়ে নেই। আমার ছেলের যদি পছন্দ হয়ে তাহলে আমারও পছন্দ। জানেনই তো সব এই যুগের ছেলে মেয়ে, ওদের পছন্দ মতামতের তো দাম আছে। তা কুশল তোমার কি মত?

‘‘ হ্যাঁ বাবা আমার মত আছে। ’’

রঞ্জনবাবু বললেন-

‘‘ তাহলে আদিত্য বাবু আমার ও মেয়ে পছন্দ হয়েছে। ’’

এমন সময় সুবালা দেবী রসিকতা করে অহনা কে বললেন-

‘‘ কি লো ছুড়ি এবার তুই বল তোর পচন্দ হয়েছে তো? দেক দিকিনি তোর ব র কে পুরো চান্দের মত দেখতে হইসে।’’

সম্মতির কথা শোনা মাত্রই অহনার মনের মধ্যে চাল দুঃখের তরঙ্গ স্তিতি হতে লাগলো, এক নতুন আশা আলোকিত হতে শুরু করল। ইন্দিরা দেবী ছুটে গিয়ে ঠাকুর ঘরে কেঁদে উঠলেন। এবার আদিত্য বাবু বললেন -

‘‘ তা দুজন দুজনের তো কিছু কথা থাকতে পারে, যা মা ওকে নিয়ে ওপরে যা নিজের মধ্যে একটু কথা বলে নে।’’

ওপরে অহনার ঘরে এসে অহনা আর কুশল দুজনে বসেছে। বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। ক্ষণিকের জন্য দুই দৃষ্টি মিলিত হল। অহনা বলে উঠল -

‘‘ আপনার কি আমাকে সত্যিই পছন্দ হয়েছে?’’

‘‘ কোন সন্দেহ আছে আপনার?’’

‘‘ না ঠিক তা নয়। আসলে আমি তো খুব একটা সুন্দর স্মার্ট নই তাই’’।

‘‘ আপনি তো খারাপ দেখতেও নন যে আপনাকে পছন্দ হবে না। আপনার মধ্যে যে স্নিগ্ধতা , আপনা হাসিতে কথাতে যে লাবণ্যময়তা রয়েছে সেটা তো আপনার অজান্তে আপনার হৃদয়কে দ্বিগুণ সুন্দর করে তুলেছে। ’’

কথাটা শুনে অহনা মনে মনে এক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। এমন সময় হঠাৎই অহনার হোম থিয়েটারে গান বেজে উঠলো -

‘‘ আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাব।

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব।’’

Electron Phonon Interaction in Different Lattice Models

Debojyoti Dan
Faculty, Department of English

Abstract

The study of electron phonon interaction in the field of condensed matter physics is of great interest among scientists for recent years. In this paper we basically studied different electron phonon interaction models and study there band structutes, effective mass and different correlation functions regarding polaron physics in different special extentions of the lattice. We have also developed some numerical techniques to study the properties of polarons in different models.

Our study is us follows

• Study of Holstein model for onsite coupling only

• Extend this model in special extend to see how different properties of the polaron differs

• Considering breathing mode models

• Numerical computation for the band structutes and effective mass for the polarons

• study of different corellation functions including quasiparticle weight, average phonon number in polaron ground State rind drudes weight using computational techniques

The methodology involves Vatiational exact diagonalization method and lanczos algorithms for computing polaron band structutes and ground state energy in different lattice models.

PART 1

Introduction

In this part we will discuss some basic ideas of condensed matter physics. Firstly we will focus on tight binding Hamiltonian and its representation in direct and reciprocal space and after that we will focus on our main topic Holstein Hamiltonian and other extended models. After that we will focus on polaron problem. Polaron formation as a consequence of electron-phonon coupling occurs many branches of physics in general rind condensed matter physics in particular including charge carriers in colossal mangneto-resistance materials end in superconductors. In this paper we will mainly focus the most simplified model. Holstein model and then will discuss extended Holstein model, extended breathing mode model and by that we will calculate the band structure of a typical solid lD crystal of dimers. After getting the band structure we can calculate different corellation functions like effective mass, average phonon number in ground state, quasiparticle weight and drude weight for polarons. While doing so we will be using some numerical methods like, exact diagonalization and lanczos method which will be discussed in the next section.

1.1 Phonons

Phonons ere quasiparticle that represent the collective vibrations of atoms (in our case dimers) within a 1-dimensional lattice. According to the quantum description energy of lattice vibration is quantized and that quanta of lattice vibration energy is called phonon. As more than one phonon can occupy a state then they are bosonic particles.

1.2 Mathematics

1.2.1 Operators and Bases

Consider a lattice with N sites labeled by the positions rj (j = 1, ..., N) .We can express the state of the lattice in terms of the number of particles at each site:

Occupation number representation : |n1, n2,…..nN)

We define creation and annihilation operators in position space that creates and annihilates a particles in j^{th} lattice site:

$$\hat{c}_j^\dagger|n_1,...,n_j,...,n_N\rangle = \sqrt{n_j+1}|n_1,...,n_j+1,...,n_N\rangle$$

$$\hat{c}_j|n_1,...,n_j,...,n_N\rangle = \sqrt{n_j}|n_1,...,n_j-1,...,n_N\rangle$$

1.2.2 Commutation and Anticommutation Relations

The creation and annihilation operators for fermions satisfy the anticomniutation relations as

$$\left\{\hat{c}_i,\hat{c}_j^\dagger\right\} = \delta_{ij}$$

$$\{\hat{c}_i,\hat{c}_j\} = \left\{\hat{c}_i^\dagger,\hat{c}_j^\dagger\right\} = 0$$

and for bosons satisfy commutation relations given by

$$\left[\hat{a}_i,\hat{a}_j^\dagger\right] = \delta_{ij}$$

$$[\hat{a}_i,\hat{a}_j] = \left[\hat{a}_i^\dagger,\hat{a}_j^\dagger\right] = 0$$

1.2.3 Creation and Annihilation operators in momentum space

In momentum space the creation and annihilation operators for fermions [bosons] cm be written as fourier transforms as

$$= \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j} e^{i\mathbf{k}.\mathbf{r}_j}\hat{c}_j^{\dagger} \qquad [\hat{a}_{\mathbf{k}}{}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$ Ze'“’"*fiJ] $_j$

$$\hat{c}_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j} e^{-i\mathbf{k}.\mathbf{r}_j}\hat{c}_j \qquad [\hat{a}_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j} e^{-i\mathbf{k}.\mathbf{r}_j}\hat{a}_j]$$

We can invert this relations to get

$$\hat{c}_j{}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}.\mathbf{r}_j}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger} \qquad [\hat{a}_j{}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}.\mathbf{r}_j}\hat{a}_{\mathbf{k}}^{\dagger}]$$

$$\hat{c}_j = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}.\mathbf{r}_j}\hat{c}_{\mathbf{k}} \qquad [\hat{a}_j = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}.\mathbf{r}_j}\hat{a}_{\mathbf{k}}]$$

1.3 Tight binding model

Consider a system of free ,non-interacting fermions. The Hamiltonian of the system in momentum space is given by

$$\hat{H}_{free} = \sum \epsilon_{\mathbf{k}}{}^{free}\hat{c}_{\mathbf{k}}\hat{c}_{\mathbf{k}}^{\dagger}$$

where

$$\varepsilon_k^{free} = \frac{p2}{2m} = \frac{h2¿2}{2m}$$

is the non-relativistic despersation relation of the electrons. We can express the Hamiltonian in position space using above equations as

$$\hat{H}_{free} = \frac{1}{N}\sum_{i,j}\sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}}^{free} e^{i\mathbf{k}.(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}\hat{c}_i{}^{\dagger}\hat{c}_j$$

$$= \tfrac{1}{N}\sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}}$$

Define t_{ij} =

$$\frac{1}{N}\sum_{i,j}\sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}}^{free} e^{i\mathbf{k}.(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)}\hat{c}_i{}^{\dagger}\hat{c}_j$$

the Hamiltonian looks like

$$\hat{H}_{free} = \sum t_{ij}\hat{c}_i^{\dagger}\hat{c}_j$$

Let's now consider the case where these non-interacting fermions live on a Bravais crystal lattice with a potential well located at each of the lattice sites. Note that these potential wells will change the energy dispersion relation of the fermions, so tij will also change too; we will refer to this new parameter me the hopping amplitude tij. The fermions will now tend to become more localized to the lattice sites and it will be harder for a fermion to "hop" to sites that are far away.

In Tight-binding approximation we take

$t_{ij} = \begin{cases} -t \\ 0 \end{cases}$ for i and j are nearest neighbours otherwise

using this prescription the tight binding Hamiltonian can be written as

PART 2

Different Models regarding Electron-Phonon

Interaction

2.1 General Hamiltonian of the system

Our system of interest is a *I D* linear lattice consisting of identical atoms with lattice constant n = 1.

A general Hamiltonian describing the interaction of a single electron with lattice degrees of freedom

$$H = T + H_{ph} + H_{e-ph}$$

where

$$T = -t\sum_{(i,j)}(\hat{c}_i^{\dagger}\hat{c}_j + h.c)$$

is the tight binding part of the Hamiltonian where i and j are the nearest neighbors

$$T = -t\sum_{(i,j)}(\hat{c}_i^{\dagger}\hat{c}_j + h.c)$$

are the electronic creation and annihilation operators at lattice site i. This describes the nearest neighbor hopping of the electron from one lattice cite to another, h, c is the hermitian conjugate. Phonona are taken to be dispersionless Einstein mode with frequency ϖ

2.2 Holstein model

2.1.1 Molecular crystal model

Holstein model is a linear chain of diamers and how this phonons corresponding to this lattice vibrations interacts with the electrons passing through it. When an electron paases through it, it attracts the positively charged ion cores and as a result it distorts the lattice.

The electron-phonon term in this model is given by

H• ——— *y, zlz;(:; + a1)*

λ is called the interaction strength and is taken to be positive. This part describes the interaction of a single spinless electron onsite interaction with optical phonons. The electron phonon coupling term is important because as electron moves through the lattice it interacts with the ion ooma of the crystal and as the lattice is not rigid the cores starts to vibrate in the vicinity of electrons. The lattice vibration energy is quantized and known as phonons, so this is mainly a many body problem where electron interacts with multiple phonons.

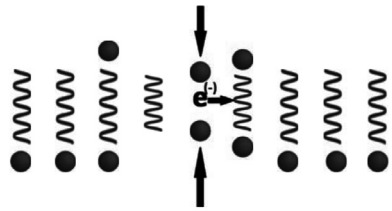

Flg. fl.1: Interaction of electrons with lattice degree of freedoms

2.1.2 Basis generation of Hilbert space

A complete set of basis for many-body Hilbert space can be written as

$$|M\rangle = |j; \dots, n_{j-1}, n_j, n_{j+1}, \dots\rangle$$

This represents electron sitting at site j and nj phonons at j'h lattice site. We can define an initial state, taken to be electron sitting in site j with no phonons anywhere else. Then we can generate other states by operating Holstein Hamiltonian (Nh times) on the initial state. At each atep new states will be generated but they are not all independent. These states and all of their translations on an infinite lattice are included in the variational space. If a basis state can be generated in more than one way, only one copy is retained. All nonzero matrix elements of the Hamiltonian between retained basis states are included and call the number of independent states generated M after operating Hamiltonian Nh times.

2.1.3 Holstein Hamiltonian matrix and band structure

After generating the basis we can write the Holstein Hamiltonian in this basis. Here is the matrix for

Nd —— 2 as n 5 » 5 matrix

	—2tcos(to)	—*I*	0	0	0
	—*I*	*w*	—*te* ,,o	—*ie*''	— *h*
H —	0	—*ie*'''	*w*	0	0
	0	— te*'*o	0	w	0
	0	-2A	0	0	2w

where n is lattice constant.

After getting such a matrix for large value of Nd we can diagonalize the matrix to get the eigenvalues using numerical methods developed afterwards. This eigenvalues when plotted for different k values we get the band structure of holsters model.

2.2 Extended Holstein Model(EHM)

The interaction term in this model is given by

$$H_{e-ph} = g\omega \sum f_j \hat{c}_i^{\dagger} \hat{c}_i (\hat{a}_{i+j} + \hat{a}_{i+j}^{\dagger})$$

P.4 El ‘I without onsite coupfing (*f0*)

where q is a dimensioiiless parameter and the spatial dependence in electron phonon coupling is given

$$f_j = \frac{\Theta(M - |j|)}{}$$

by

(j*+1)a

where ñf th the cutoff by which we can control the coupling, as the number of nearest lattice site j increses for a particular site i the coupling strength decreses. When df = 0.o the coupling i8 valid only at ,y — 0 , means at i” site , which is the so called Holsters model (on5ite coupling). Increasing the value of SJ we can study extended models with long range interactions i)(ñ/ — 1.o)J = 0, -1, ii)(5f — 2.5)a — 0, -1-1, A2, iii)(df — 3.5)j — 0, -1-1, -i-2, -1-3. The relation between q, in and A is given by

9’

“ 2fw

2.3 EHM without onsite coupling (EHMO)

The Hamiltonian describing the electron plionon interaction without the onsite coupling (i.e there is no internction at electronic site) is given as

$$H_{e-ph} = g\omega \sum g_j \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i (\hat{a}_{i+j} + \hat{a}_{i+j}^\dagger)$$

agnin p is n dimensionles.s parnmeter

$$g_j = (1 - \delta_{j0}) f_j$$

such that when J = 0(onsite coupling) interaction vanishes.

2.4 Extended Breathing Mode Model(EBM)

Here the electron pliolioli coupling takes the following form

$$H_{e-ph} = g\omega \sum g_j \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i (\hat{a}_{i+j} + \hat{a}_{i+j}^\dagger)$$

but now *gj* is oIi odd function unlike EHSI where gy xvas even. So 9o is zero. We can write

$$g_j = (1 - \delta_{j0}) \chi_j f_j$$

The coefficients χj are just signs in our case mainly i) χj =j/J , describing a case where there is overall attraction between the electron and the other ions in the lattice. We call this the "EBM+" ii)yj = describing an overall repulsion between electron and ions. We call this "EBM" iii)Xi - I this doesn't

give rise to anything new. This is the old EHhI model without the onsite coupling described above.

2.5 Methodology

2.5.1 Variational exact diagonalization

The variational exact diagonalization method is a well established method to deal with the polaron(one electron) and bipolaron(two electrons) problem. In the context of polaron problem we generally take an initial state usually chosen to be the zero phonon state. We then operate the Hamiltonian operator Np times on this basis state to generate other states. After each operation new states will generate but all will not be different, some states will repeat because of the translational invarience. Only one copy of each state will be stored. This algorithm is easy and simple to use but many times it results accuracy is not that good for large variational space in very essential calculations. So we will also consider some better computation methods.

2.6.2 Lanczos Algorithm

The formulation of the Lanczos algorithm presented in the following produces an orthonormal basis along with the elements of a tridiagonal matrix, for a given sparse matrix in hand. For a given Hamiltonian operator and normalized initial state |up) (in our case the initial state is the zero phonon state), we can generate new states by the following recursion relations

$$\alpha_k = \langle u_k|H|u_k\rangle, \qquad \beta_{k+1} = \sqrt{\langle u_k|(H-\alpha_k)(H-\alpha_k)|u_k\rangle - \beta_k^2}$$

with

$$|u_{k+1}\rangle = \frac{1}{\beta_{k+1}}[(H-\alpha_k)|u_k\rangle - \beta_k|u_{k-1}\rangle]$$

for ñ = 0, 1, 2, ... and = 0 and initial state |u9).The HnmiltonianH in tliL orthonormal basis L tridiagonal rind giveli by

>0 d[0 0

$$H = \begin{matrix} 0 & \beta_2 & \alpha_2 & \beta_3 \\ 0 & 0 & \beta_3 & \alpha_3 \end{matrix}$$

Al >l J2 0

The mnin advantage of the Lanczos tridingonnlization is its very low memory requirements. The input consists of the first basis vector |u9) and the operator rules for the recurrence relations. The orthonorinal ba.sis is generated along with the matrix elements {ni, Qt} and needs to be stored only if necessary for further calculations. Once the Hamiltonian has been brought into tridiagonal form, its eigenvalues can be determined by standard methods.

2.6 Results and Computations

2.6.1 Band structure

Aker making holstein hamiltonian for a particular k value we can use lanczos algorithm to tridiag- onalize it and computing it’s eigenvalues. Repeating this process for all possible values of k ’K we plot this vnlues w. r. t the k values we get the btind structure of holstein model (Fig: 2.2). The energy eigenvalue at k —— 0 for A = m = 1 is E’(Ł 0) = —2.469684723929.(coniputed nunierically for

h — 11)

Next ze analyse the polaron band sŁructure for EIO’I3, EIDJS, EI 17, EHM0, and EBM+ mod- eIs (Fig:2.3) at A = 1 for three oscillator frequencies, at m = 3 (anti-adiabatic. T 1), w = 1 (intermediate,t = 1), and m=0.2 (adiabatic, < 1). As the polaron energy dispersion relation is

2.Y Regatta and ComputatJons

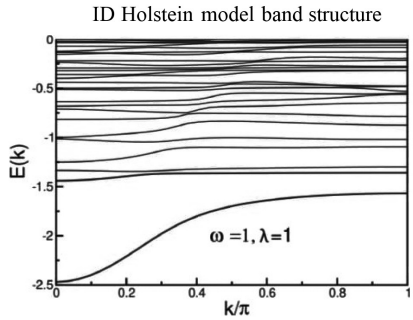

Flg. 2.2: Ground and excited states energy eigenvalues(these A; 0) are plotted as a function of k/r for A = w = 1,

Nu 9 and *II* 1185

an even function of k we can fit this band structures using cosine Fourier series for three different oscillator frequencies (in = 3, in = 1, in = 0.2) as

•.na.

*(k)——.Z i —°•••O•(^)

We get a very good fit with the Variational exact diagonalization method results for np = 9 with this coefficient values as listed below for difierent models and the corresponding plots are given after thnt

Models	tt	tz	t2	t4
EHM-3	0.ti485	0.0164	0.0075	-0.IXI27
EHM-5	0.6ií78	0.0328	-0.0031	0.0015
EHM-7	0.6590	0.0332	-0.0013	-0.0001
EHM0-3	0.4350	0.1101	-0.0092	-0.0034
EHM0-S	0.4997	0.0993	-0.0080	0.0039
EHM0-7	0.5034	0.1082	-0.0118	-0.0035
EBM-1—J	0.4514	0.óitl3	0.0119	-0.thJ25
EBM+-5	0.5274	0.0100	0.0140	-0.0034
EBM+-7	0.5317	0.01ií3	0.0116	-0.0030

Table 2.k: Vain+s of some effective transfer integrals for different models, A 1,in 3

Figure 2.3 compares the polaron dispersions of three di8erent modes (EHM, EHMO and EBM+) for three different spatial extent of the e-ph interaction (3, 5 and 7). In the antiadibatic regime (the upper row), the EHM polarons (red dotted line) have the largmt bandwidth. The ERM0 bands (solid black line) have lower bandwidth in the antiadiabatic regime as compared to its EHM and EBM+ (blue daabed-dotted lin‹s)

counterparts. Both EBM0 and EBM+ bandwidths are very weakly sensitive to the spatial extent of e-ph coupling.

10 Different ***Models*** regarding Electron-PJionon fnteraction

Modelo	ti	t2	tQ	t4
EBM-I	0.2348	0.020T	0.0109	-0.0023
ERM-5	0.2373	0.0371	0.0038	0.0141
EBM-7	0.2371	0.0389	0.0061	0.0027
EHM0-3	0.1352	0.1011	0.0104	-0.00G2
EI1M0-5	0.1674	0.0930	-0.0167	0.fDb7
E1iM0-7	0.1685	0.1058	-0.0150	-0.0076
EBM+-3	0.1333	0.0156	0.0154	0.fD30
EBM-I—5	0.1718	0.0030	0.0140	0.0010
EBM+-7	0.1764	0.0070	0.0133	0.tXD7

‘I b1e 3.3: Value of scaae effi€ctive tnuzsfer ititegtals Ibr dlffereat ozodela, A == 1, w - 1

Modele	ti	t2	t3	t#
EHM-I	0.0281	-0.0033	0.0020	-0.0tEB
EHM-5	0.0340	-0.0038	0.0023	-0.0009
EHM-7	0.0358	-0.0036	0.0024	-0.0000
EHM0—3	0.0198	0.0168	0.0008	—0.0006
EHM0-5	0.0321	0.0144	0.0002	-0.0011
EHM0—7	0.0338	0.0179	—0.0007	—0.0014
EBM-I—3	0.0019	0.0001	0.0001	0.0tXlI
EBM-1—5	0.0072	—0.0003	0.0001	0.0000
EBM-1—7	0.0089	0.0005	0.0002	0.0000

3nble fl.9: Values of rime afiective transfér integrate for différent models, A = 1, w = 0.2

2.6.2 Effective mass

After we have the relation between F(k) vz k we c:o:n compute the effective mas of the polarons by

$$\frac{m_0}{m^*} = \frac{1}{2t}\frac{d^2E}{dk^2}\bigg|_{k=0}$$

where rn* is the effective mass of polaroos. rug is the eBéctive mass of free electron. The second derivative is computed in the vicinity of k —— 0 . Variation of effective mas as a function of coupling strength is plotted at Fig. 2.4 for all extented models for different values of w = 0.1(top row) and w = 0.2(bottom row).

It's seen that effective mass of polarons in EBM model increses so rapidly aa A croeess a particular mlue.

2.6.3 Study of other correlation functions

To see the difference between different models in different coupling regime we study some other norellation functions. The quasiparticle weight factor is defined as

$$Z(\mathbf{k}) = |\langle\psi(k)|c_k{}^{\dagger}|0\rangle|^2$$

gives the free electron component of polaron wavefunetion. f(k)) is the polaron ground state, |0) is the vaccum atate. This quantity describes how much the polarons deviates from free electron. The average phonon number is given by

$$N_p(k) = \sum\langle\psi(k)|\hat{b}_i^{\dagger}\hat{b}_i|\psi(k)\rangle$$

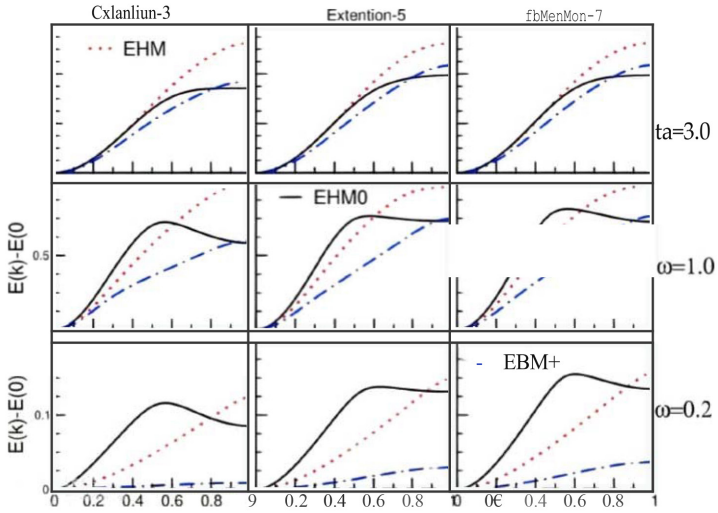

Flg. 2.8: The polaron dispersions for difierent extended models at A = 1.0 at three different oscillator frequencies. The top row shows the polaron lmn‹Js at w = 3.0 (antiadiatetic), middle row at w = 1.0 (intermediate), and the bottom row at w = 0.2 (adiabatic). The left column ahows the results for EHM3 model, middle column reprennte EHM5, and the right met column for EHM7 model. The red dottml lines are for the EHM model, black slid line represent the EBM0, and blue dashed dotted lines are the breathing mode roults (EBM+).

this gives the average phonon numbers at the polaron ground state. Drudes weight (*D*) Ln different regime is defined by introducing a phase factor to the hopping integral (t —+ te'>) and then finding out the response in electric current

$$D — \left.\frac{\partial^2 E_0(\eta)}{Q\ 2}\right|_{\eta=0}$$

D(0) is the drude weight of an electron in the lD lattice. Fig: 2.5, Fig:2.6, Fig:2.7 shows different correlation functions at different values of ϖ(3, 1, 0.2) as a function of coupling strength. In all the figures some features are common. Firstly as electron phonon coupling strength increases the electronic component of polron wavefunction in ground state (quasiparticle weight) decreases, average phonon number in the ground state and effective mass also increases as coupling strength increases.

2.7 Conclusion and Future plans

In summary, we have done a variationnl approach for Solving the single polaron problem in different coupling regimes. We first discussed different interacting models regarding electron phonon coupling and these band structutes. We've also saw some eorellation functions in order to conclude their dependence on weak coupling and strong coupling limits. In future we will do the came things for bipolaron problem. Bipolaron formation occurs when two dressed up electrons (polarons) form a hound atate due to their mutual attraction, typically facilitated by their interaction with phonona in crystal lattice. Understanding bipolaron is crucial in studying charge transport and electron-lattice interaction in various condensed matter systems.

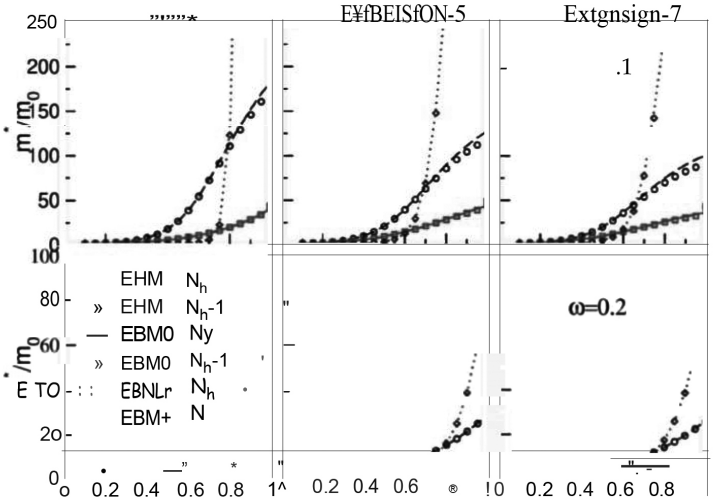

Fig. 2.4: The top row are the results for w = 0.1 and the bottom row are for w = 0.2. The lnft hand column shows the results of throe diferent extended models conaiderml, where the extension considered is upto 3 site, the middle column contains the results with extension upto 5 aitea and the right hand column are for extension upto 7 aites. The black daahod lines ahoe's the EHM results with Nu number of shells, where Nu ñ maximum number of shell considered for that apecifllc model. Black circles shows the EHM roults with N» I number of shells. The rel solid linos show the EHM0 results with Nd number of shells and rel squares shows the EBM0 results with Nz 1 number of shells. The blue dotted line show's the EBM+ mults for Nh number of shells and blue diamond are for Nx 1 number of shrill».

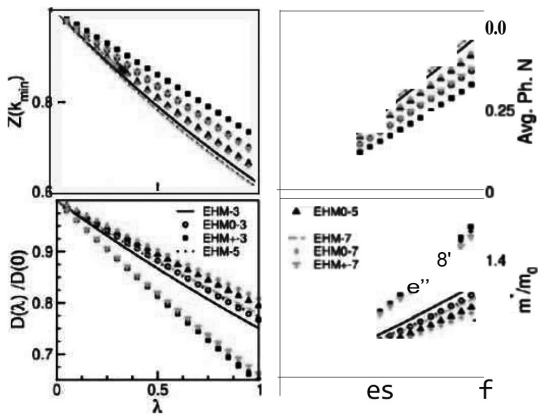

Fig. 2.5: Different correlation function at ϖ= 3 as a function of λ. The top left panel shows the ground stole quasi-particle weight (fi(£qi»)), the top right shows the ground state average phonon number, the bottom left shows the Drude weight, and the botom right shows the ground state effective mass of the polaron. Black solid line denotes the correlation functions for EHbt-8, black citclo for EHMt1-3, black eqn fat EBM+-3, hlue dotted line for EHht-s, blue upper triangles fur EHMO-S, hlue pltts for EBM+-5, cyait dashed line for E1HM-7, cyan star for EHMO-7, and cyan lower triangles for EBM+-7.

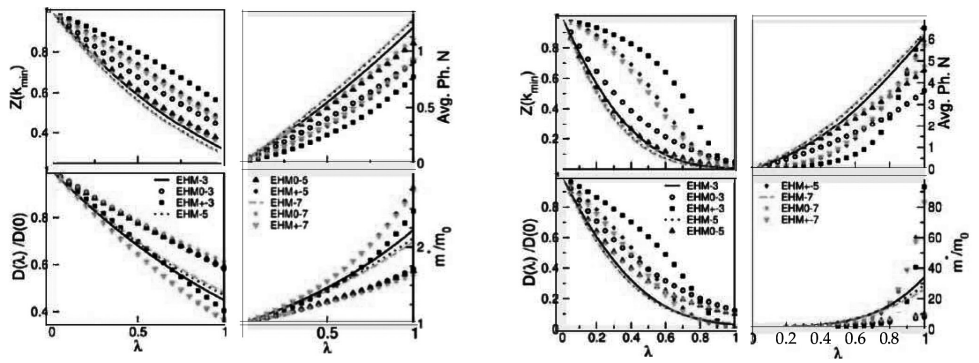

Fig. A.1: Caption

Flg 2.6: Different correlation functions for m=1

References

- J. Bonca, S.A. Truginnn and I. Batistic, Pliys, Rev. B 6ß, 1633 (1633)
- Ku, Li-Chung: Trugmnn S.A; Bones J, Volume Gli, issue 17 (2002)
- h(Chnkrnborty ,S S. Nnrnyan,V R.,und 61 Berciu, Phys.Rev.B 106, 035133 (2022)
- Y Wnng ,Z Chen ,T Shi ,B Moritz ,Z Shen and T P. Devereaux , Phys. Rev. B 127, I97ßß3 (2021)

National Education Policy-2020: Issues and Challenges

Iswar Tudu
Faculty, Department of Commerce

Abstract:

Education is the foundation stone of the nation as it plays a powerful role in the growth and development of the country and its citizens.

National Education Policy, 2020 (NEP-2020) is one of the important educational phenomenon for which India was eagerly waiting. NEP 2020 is the first education policy of the contemporary century which replaces National Policy on Education (NPE), 1986. It brings many fundamental changes in education system and teacher education too. The National Education Policy is a comprehensive reform of education in India at all educational levels and stages. The policy is a comprehensive framework for elementary education to higher education as well as vocational training in both rural and urban in India. One of the changes is the change in structure of education system the change in teacher education also. The main aspect which has been taken into consideration by the Government that no one will be forced to study any specific language and the medium of instruction will not be shifted to any local or regional language. All these issues are discussed in the paper for implementation of all the various policies which mentioned in national education policy 2020.

Key words: NEP-2020, Higher Education, Challenges, Aims of NEP 2020

1. Introduction

The New Education Policy (NEP) 2020 had been introduced in India in January 2022. It was a comprehensive reform aimed at transforming the education system in the country. The policy was approved by the Union Cabinet in July 2020. However, keep in mind that there might have been updates or changes since then. Here are some key highlights of the New Education Policy 2020:

1.1 Features of NEP-2020:

Holistic and Multidisciplinary Education: The policy emphasizes a shift towards a more holistic and multidisciplinary approach to education, promoting the integration of arts and sciences.

Flexible Curricular Structure: NEP 2020 advocates for a flexible curricular structure that allows students to choose subjects across disciplines and offers a wide range of electives.

Early Childhood Care and Education (ECCE): Focuses on the integration of early childhood care and education, recognizing the importance of the early years in a child's development.

Vocational Education: The policy emphasizes the integration of vocational education from the school level, aiming to make students more skill-oriented and job-ready.

Assessment Reforms: Changes in the assessment system, moving away from rote learning and encouraging

continuous and comprehensive evaluation. NEP 2020 suggests a shift towards a more competency-based assessment.

Technology Integration: Promotes the use of technology in education, including online resources, digital classrooms, and e-learning tools.

Teacher Training and Professional Development: Focuses on improving the quality of teacher training programs and continuous professional development to enhance teaching standards.

Multilingual Education: Encourages a multilingual approach, promoting the use of regional languages as a medium of instruction while also ensuring proficiency in English.

Higher Education Reforms: Introduces changes in the higher education system, including the establishment of a single regulatory authority (Higher Education Commission of India), increased emphasis on research, and flexibility in degree structures.

Equitable and Inclusive Education: Emphasizes the importance of inclusive education, with a focus on catering to the needs of students from diverse backgrounds and abilities.

Financial Support and Scholarships: Aims to make education more accessible by providing financial support and scholarships to deserving students.

National Research Foundation (NRF): Proposes the creation of the NRF to foster a research culture and innovation in the country.

1.2 Highlights of NEP-2020

1. School Education:

• The policy proposed a 5+3+3+4 structure for school education, replacing the existing 10+2 system.

• The foundational stage (ages 3-8) was divided into three years of pre-school (ages 3-6) and classes 1-2 (ages 6-8).

• The preparatory stage (ages 8-11) and middle stages (ages 11-14) were included in the new structure.

2. Higher Education:

• The NEP aimed to bring flexibility in higher education by allowing students to choose a combination of subjects and follow a multidisciplinary approach.

• The integration of vocational education into mainstream education was emphasized.

3. Board Examinations:

•Board examinations were proposed to be made easier, focusing on testing core competencies rather than rote memorization.

• The policy aimed to introduce a new assessment methodology with a focus on formative and competency-based assessment.

4. Languages:

• The policy advocated for the promotion of multilingualism and proposed that students learn at least two languages in addition to their mother tongue.

• The use of the mother tongue or local language as the medium of instruction was encouraged in schools.

5. Technology Integration:

• Emphasis was placed on the integration of technology in education, including the use of online resources, e-learning, and digital tools.

6. Teacher Training:

• The NEP proposed changes in teacher training programs to enhance the quality of education. Continuous professional development for teachers was also highlighted.

7. Higher Education Institutions:

•The policy recommended the establishment of a single regulatory body for higher education, known as the Higher Education Commission of India (HECI).

8. Research and Innovation:

•The NEP aimed to promote research and innovation in higher education institutions and create a conducive environment for academic and research activities.

1.3 Aim of NEP-2020:

The National Education Policy (NEP) 2020 in India has several overarching objectives aimed at transforming the education system to meet the needs of the 21st century. Some of the objectives are mentioned:

Universalization of Education: Strive for the universalization of education from preschool to secondary level with an emphasis on increasing enrolment, reducing dropout rates, and ensuring quality education for all.

Equitable and Inclusive Education: Promote inclusive education to address disparities based on socio-economic status, gender, and geographical location. The policy aims to ensure that all students have access to quality education, regardless of their background.

Vocational Education and Skill Development: Integrate vocational education and skill development into the mainstream curriculum to make students more employable and to align education with the needs of the industry.

Flexibility and Choice: Introduce flexibility in the curriculum and allow students to choose a diverse range of subjects based on their interests and aptitudes.

Technology Integration: Harness the potential of technology to improve teaching and learning methods, promote digital literacy, and enhance the overall educational experience.

Research and Innovation: Promote a culture of research and innovation in educational institutions, encouraging both students and educators to contribute to knowledge creation and application.

Teacher Training and Professional Development: Enhance the quality of teacher education and professional

development programs to ensure that educators are well-equipped to implement innovative teaching methodologies.

These objectives collectively aim to create a more dynamic, inclusive, and responsive education system in India. It is important to note that successful implementation of these objectives requires collaboration among various stakeholders, sustained effort, and periodic reviews and adjustments based on evolving needs and challenges.

2. Object of the study:

The main objectives of this paper are:

1. To comprehend the NEP 2020 concept.

2. To know the benefits of the policy.

3. Must be aware of the concerns and challenges that the government faces in implementing the policy.

3. Methodology of the study:

The research method has been done by documentary analysis. In this study I have collected information from secondary sources like Internet (i.e., website), journals, Articles, Various Project Reports.

4. Literature review:

1. Dr. Ruchi Rani (2022) concluded her paper that the NEP 2020 lays emphasis on making the education system holistic, flexible and aligned to the needs of 21st-century education. However, in order to accomplish all these goals, we must overcome all the execution challenges in a sustained manner for years to come.

2. Rachna Soni (2022) she said that an efficient implementation can make a policy a huge success and on the other hand, if the implementation is not good, it can be a huge disaster. The NEP 2020 may look good on the paper but it is much more complicated in a Real-world environment.

3. Anamika Tiwari and Shubhda Pandey (2021) mentioned that Higher education, with its emphasis on academic study, often produces graduates who have few or no income.

4. Bele (2023) carried out of a research paper "National Education Policy 2020: Challenges & Opportunities in Higher Education in India", the purpose of this paper is to analyses the potential and problems that India's National Education Policy 2020 presents for higher education. Researchers, academics, and policy makers will benefit from this paper's insight into the NEP policy.

5. Soni (2022) conducted on "Challenges and issues in national education policy 2020", The researcher will discuss the essential areas that are still lacking, the complexity, and problems associated with implementing the numerous policies outlined in the National Education Policy 2020 in this essay.

6. Rajib Santra and Suman Basu (2023) it is urgently necessary to enhance money in order to reorganize the educational system and bring it up to par with international standards in order to accomplish the NEP's overall objectives. This NEP has made it possible to implement the necessary adjustments in the educational system and has given opportunities for systemic change.

5. Issues and challenges:

While the National Education Policy (NEP) 2020 in India is aimed at bringing about comprehensive reforms in the education system, there are several challenges and issues associated with its implementation. Some of these include:

Implementation at the Ground Level: One of the primary challenges is the effective implementation of the policy at the grassroots level. Translating policy objectives into actionable measures in schools and colleges across the country requires a coordinated effort and resources.

Teacher Training and Capacity Building: The success of the policy relies heavily on the quality of teachers. Adequate training programs and capacity-building initiatives are essential to equip teachers with the skills needed to implement the new pedagogical approaches and technologies outlined in the policy.

Integration of Vocational Education: Integrating vocational education into the mainstream curriculum requires collaboration with industries and businesses. Ensuring that vocational courses align with industry needs and provide meaningful employment opportunities is crucial.

Technological Infrastructure: The successful integration of technology into education requires robust technological infrastructure. Many schools and institutions, especially in rural areas, may lack the necessary resources for effective technology adoption.

Transition Period Challenges: Transitioning from the existing education system to the proposed structure outlined in NEP 2020 may face resistance and difficulties. It requires careful planning and support during the transitional period to minimize disruptions.

Multilingual Education: Promoting multilingual education while maintaining proficiency in English and other languages can be challenging. Balancing the use of regional languages with the need for proficiency in global languages may require careful planning and execution.

6. Conclusion :

From the above discussion we come to know that how NEP 2020 is going to helpful for our nation in India for the youth students. The New Education Policy 2020 is an enforceable step by the government to achieve the goal of providing quality education and having a skilful, talented, and make professional students. This goal should be achieved within 2030. Its targets at making the education system are flexible, multidisciplinary and equitability. But for implication there have some challenges are shown such as lack of proper training of teacher, Infrastructure in sufficient, etc. This NEP has made it possible to implement the necessary adjustments in the educational system and has given opportunities for systemic change.

7. Reference:

1. Rachna Soni (2022) "CHALLENGES AND ISSUES IN NATIONAL EDUCATION POLICY 2020"- Volume: 04/Issue: 03/March-2022
2. Dr. Ruchi Rani (2022) "National Education Policy-2020: Issues and Challenges" Volume 10 ~ Issue 2 (2022) pp.: 06-09
3. Rajib Santra and Suman Basu "National Education Policy 2020: Opportunities and Challenges for India's Higher Education".
4. MOHAMED SAIF "A STUDY ON ISSUES AND CHALLENGES OF NEP 2020 IN HIGHER EDUCATION"-
5. Anamika Tiwari, Shubhda Pandey(2021) "Study of NEP 2020: Issues, Approaches, Challenges, Oppurtunities and Criticism" Volume: 18 / Issue: 3 Pages: 566 - 570 (5)
6. Rajib Santra and Suman Basu (2023) "National Education Policy 2020: Opportunities and Challenges for India's Higher Education" Volume 5, Issue 4, July-August 2023.

প্রেম সবার হয় যেন,
প্রেমবিলাসবির্বত কী এবং কেন

কৌস্তভ যোদ্দার
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

তুমি 'প্রেম' চাও ?

নাকি 'খুন' চাও !

প্রেমের গন্ডি পেরিয়ে তুমি—

'প্রেমবিলাসবির্বত' ছড়াও।

মানবসহ সমস্ত জীব সৃষ্টির জন্ম লগ্ন থেকেই ''প্রেম'' আছে। সেটা নর-নারীর হোক বা গোষ্ঠীর। 'প্রেম' আছে। বর্তমানে যা আদিখ্যেতা বা show off-এর নামে বাইরে দেখনদারি থাকলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। আদিম যুগে প্রয়োজন ছাড়া, একান্ত জীবন রক্ষার তাগিদ (খাওয়া-আত্মরক্ষা) ছাড়া নৃশংসতা ছিল না, খুন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আমরা একে অন্যকে আঘাত করে, খুন করে (দৈহিক বা মানসিক) এক অদ্ভুত আনন্দ খেলায় মেতেছি, কিন্তু এতে মোটেই প্রকৃত আনন্দ নেই। ''আমোদ'' আছে বটে, তবে ''নির্মল আনন্দ'' নেই। যা আছে তাহলে হিংসা, আক্রোশ, ঘৃণা। প্রেমবিলাসবীর্বতই একমাত্র পথ যা আমাদের ধর্মের জিহাদ, অহং জিহাদ, ঘৃণার জিহাদ প্রভৃতি কে দূরে সরিয়ে মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে এনে, করাতে পারে মানবতার সাথে মোলাকাত।

''প্রেম বিলাস'' অর্থাৎ প্রেম জনিত বিলাস। সংস্কৃত ''বিবর্ত'' অর্থাৎ পরিবর্তন, রূপের পরিবর্তন। প্রেমকে আমি যে চোখে দেখছি সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং বাস্তব জীবনের প্রেমের এক নৈঃস্বর্গিক জগতে প্রবেশ। ''চৈতন্যচরিতামৃতে'' খুবই সংক্ষিপ্ত একটি অধ্যায় ''প্রেম বিলাসবির্বত''। কিন্তু এর বিচরণ গোটা বাংলা সাহিত্যে বিশাল ও ব্যাপক। সেই ''গীতগোবিন্দ'' থেকে ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'' হয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীতে সমরেশ বসুর সাহিত্যে এবং বিভিন্ন গান সহ একাধিক জায়গায় এই ''প্রেম বিলাস বির্বত'' র ছাপ পড়েছে। আমরা সে ছাপের কথা পরবর্তীতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আসুন তার আগে একটা ছবি দেখে নিই-

পরমাত্মা । যমুনা নদী। কৃষ্ণ জীবাত্মা । মায়া নদী। রাধা

বড় আমি । সমাজ। ছোট আমি

তুমিত্ব । পরিবার। আমিত্ব

প্রেমিকত্ব । রাধার শাশুড়ি ননদ স্বামী। প্রেমিকাত্ব ।

অহম চেতনার টিলা পাহাড়।

রায়, রামানন্দের কাছে শ্রী চৈতন্য কৃষ্ণ তত্ত্ব ও রাধা তত্ত্ব শোনার পর উভয়ের বিলাসমহত্ত্ব শুনতে চান, তখন রামানন্দ রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সর্বোত্তম বিকাশ প্রেমবিলাসবির্বতের উদাহরণ স্বরূপ একটি স্বরচিত গান শোনান-

''পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল।

অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।।

না সো রমণ না হাম রমণী।।

দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।।

এ সখি সো সব প্রেমকাহিনি।

কানুঠামে কহবি বিছুরহ জনি।।

না খোঁজলু দূতি না খোঁজলু আন।

দুহঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ-বাণ।।

অব সো বিরাগে তুঠ ভেলি দূতি।

সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি।।''

গানের বক্তব্য এইরকম—নয়নের পলক পড়তে-না-পড়তেই প্রথম রাগের উৎপত্তি হল। এটি মঞ্জিষ্ঠা রাগের বৈশিষ্ট্য। কালক্রমে এই রাগ বৃদ্ধি পেল। রাধিকা জানাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর আত্মবোধ লুপ্ত হয়েছে। উভয়ের মনোবাসনা যেন পিষ্ট হয়ে অভিন্ন হয়ে গেছে। কে পুরুষ, কে নারী- তা তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। শ্রীরাধার অনুরোধ, সখী যেন এই প্রেমকাহিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানান। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে দূতী বা অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়নি। প্রেমে মধ্যস্থতা করেছিলেন স্বয়ং কন্দর্প। এখন অবশ্য পরিস্থিতি ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগ ভুলেছেন। তাই প্রয়োজন পড়েছে দূতীর। রাধিকার জিজ্ঞাসা, সুপুরষের প্রেমের কি এমনই রীতি?

অপরপক্ষের বিলাস জনিত আনন্দ কিভাবে বৃদ্ধি পাবে, সেটাই প্রেম বিলাসবির্বতের একমাত্র বিষয়। অর্থাৎ ''আমি''র থেকে ''তুমি''র প্রাধান্য, আমার ''আমি''কে তোমার ''তুমি''তে বিলীন করে দেওয়া। যখন ''গীতগোবিন্দম''এ প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ বলেন-

''স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহিপদপল্লবমুদারম।''

—আমার দেহে যত গরল আছে, যত বিষ আছে সেই সব তুমি মাথা মোড়ানোর (ন্যাড়া করা) মত মুড়িয়ে দিয়ে তোমার পদ্মের মতো পা আমার বুকে রাখো। ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে''র ''বৃন্দাবন খন্ডে''ও কি ধ্বনিত হয়নি এই সুর?

''মদন গরল খন্ডন রাধা মাথার মণ্ডন মোরে।

চরণপল্লব আরোপ রাধা মাথার উপরে।।'

মদন সহ যাবতীয় গরলকে খণ্ডন করে তোমার ''চরণপল্লব'' আমার মাথার উপরে রাখো।

আজকের দিনের প্রেমিক কৃষ্ণরা আত্মসম্মানের দোহাই দিয়ে এ কথা বলেন কিনা সন্দেহ রাধা, রুপা, মালতিবালার মতো প্রেমিকা পাওয়াও দুঃসাধ্য বটে। কারণ কৃষ্ণ হতে যোগ্যতা লাগে, মালতিবালা হতে গেলে গোটা জীবনকে বাজি রাখতে হয়, রুপা হতে তুমুল ধৈর্য লাগে, রাধা হতে গেলে সব কিছুকে ছেড়ে ''এ দেহ সমর্পিলো''; প্রেমিক কৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করতে হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে চন্ডীদাসের রাধা যখন বলে—

''বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।

.... দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল।।

এ সব দুঃখ কিছু না গণি।

তোমার কুশলে কুশল মানি।।'

পদটিতে রাধার হালকা অভিমানের সুর আছে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে-আমি যে দুঃখ পেয়েছি তাতে আমি কিছু মনে করিনি, কিন্তু ''তোমার কুশলে কুশল মানি''তোমার ভালো থাকায় আমি ভালো আছি। এই যে ''তুমি''কে প্রাধান্য! বৈষ্ণব পদাবলীর প্রায় সব পদেই এই ''আমি''র থেকে বেশি ''তুমি''র প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেছে। ঘরের বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বৃষ্টিতে ভিজছে, কিন্তু রাধিকা ঘরের মধ্যে নিবিড় স্বামী সঙ্গে থেকেও কৃষ্ণের জন্য কষ্ট পাচ্ছে। আসলে এ তো দোঁহের আত্মবিলীন হওয়া।

''আমার পরান যাহা চায়

.....তুমি সুখ যদি নাহি পাও

যাও সুখের সন্ধানে যাও

...তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও

আমি যত দুখ পাই গো''

রবীন্দ্রনাথের একাধিক কাব্য-কবিতা-গানে তথা রবিন্দ্র সাহিত্যে সমালোচকরা লক্ষ করেছেন ''ছোট আমি'' থেকে ''বড় আমি''র দিকে যাত্রা। আচ্ছা এই বড়ো আমি কে? এই বড় আমি হল-অন্তরের মহৎ সত্তা। আর ছোট আমি হলো, যাবতীয় বন্ধনে আবদ্ধ, হিংসা-ললুপতা-আক্রোশ-কাম-ক্রোধ ইত্যাদিতে ভরপুর সত্তা; যে আমাকে ভালো কাজ, মহৎ কাজ, সৎ

কাজ করতে অবিরাম বাধা দিয়ে চলেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে লক্ষ্য করা গেছে এই ''ছোট আমি'' কে পেরিয়ে ''বড় আমি''র দিকে যাত্রা। আচ্ছা, আমরা যদি কৃষ্ণ''কে ''বড় আমি'' ধরি, তাহলে কি খুব একটা ভুল হবে?

বুদ্ধদেব বসুর ''রাত ভর বৃষ্টি''তে নয়নাংশু, জয়ন্ত ও মালতির যে সম্পর্ক তাতে নয়নাংশু ও মালতি, স্বামী-স্ত্রী, তাদের একটা সন্তানও আছে। জয়ন্ত নয়নাংশুর বন্ধু। কিন্তু প্রায় সময়ই মালতি জয়ন্ত র সাথে সঙ্গম করে। নয়নাংশু বাড়ি ফিরে কোনদিন দেখে মালতির ব্লাউজের ঠকটা সেভাবে লাগানো নেই, লাগানো থাকলেও উল্টো পাল্টা, সায়াটা কোনদিন উঠে থাকে হাঁটুর উপরে। নয়নাংশুর বুঝতে বাকি থাকে না এই বিছানায় তার আসার আগে কি কি হয়েছেল তারপরেও নয়নাংশু সেই বিছানাতে মালতির সাথে শুয়ে ঘুমায়, এবং সঙ্গম করে। সমরেশ মজুমদারের ''কালবেলাতে'' মালতিবালা অফিসের কলিগের জন্মদিনে ভাগে পাওয়া সামান্য কেকের অংশও বাড়িতে এনে পঙ্গু হওয়া স্বামীর সাথে ভাগ করে খেতে চায়। সমরেশ বসু ''ষষ্ঠ ঋতু''গল্পে কেষ্টাভিমানী গান করে, দেহ ব্যবসা করে, মেয়ে রাধাকে মানুষ করেছে। গান গাওয়ার সূত্রে তার আলাপ হয় গগন নামক স্ত্রী পুত্রহীন এক লোকের সঙ্গে। গগন বলে সে কেষ্টাভিমানীর সঙ্গে থেকে খোল বাজাতে চায়। কেষ্টাভিমানী ও আপত্তি করে না। কেষ্ট এতকাল ভেবে এসেছে তার শরীরের পরেই গগনের লোভ তাইতো মাঝে মাঝেই বলেছে মরে গেলে হাড় ক খনা চিবোস'। সময়ের স্রোতে কেষ্টর বয়স বাড়ে, কদর কমে। ওই যে কথায় আছে-'পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হ'য়ে যায় ক্ষয়,/প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়'-(দুজন, জীবনানন্দ দাশ)। রাধা তখন যৌবনা, সবাই কেষ্টর মেয়ে রাধার মুখে গান শুনতে চায়। রাধা একদিন কেষ্টকে একা রেখে এক নাগরকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর কেষ্ট গগনকে ডাকে। গগন ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসে। রান্না হয়। খাওয়া হয়। ঘরের দরজা বন্ধ হয়। জানালা বন্ধ হয়। বাতি কমানো হয়। তারপর গগনের প্রশ্ন-'গাইবে না?'

কেষ্টর প্রশ্ন—''শোবে না?'

গগন জানায় সে ওটার জন্য তার কাছে আসেনি। তারপর কেষ্টর সুরে ষষ্ঠ ঋতুর গান উঠে আসে। প্রেম মিশে যায় প্রেমবিলাসবীর্বত এ। আসলে দুটি পোড় খাওয়া হৃদয়ের মিলন ছাড়া তো প্রেম সম্ভব নয়।

''ওহ আয়ে ঘরমে হমারে খুদাকী কুদরৎ হ্যায়

কভী হম উনকো কভী অপনে ঘরকো দেখতে হ্যায়।''—মির্জা গালিব।

(উনি এলেন আমার ঘরে, কী লীলা ঈশ্বরের

কখনো দেখি তাঁরে, কখনো ঘরকে আমার।)

এই ''উনি''কোন ''উনি''? যিনি আমার ঘরে এলেন ঈশ্বরের লীলায়- তারপর থেকে ''উনি'' এবং ''আমি' 'কেমন যেন গুলিয়ে গেল!

কিংবা মির্জা গালিব যখন বলেন—

''জিন্দেগি ইয়ু ভি গুজার হী যাতী

কিউ তেরা রাহ গুজার ইয়াদ আয়”

জীবন তো এমন সহজ ধারায় কেটে যেত, কেন যে তোমার পথের কথা মনে পড়ল!

এ পথ কোন পথ? এও কি তবে প্রেমবিলাসবীর্বতর পথ! মনের মানুষের সাধনার পথ।

‘‘বুড়া জো দ্যাখান মে চলা, বুড়া না মিল্যা কোয়ে

যো মুন খোজা আপনা, তো মুঝসে বুড়া না কয়ে”—কবীর

(আমি কুটিলকে খুঁজলাম একজনের সাথেও দেখা হলো না, তারপর নিজেকে খুঁজলাম আমি কুটিলকে খুঁজে পেলাম।)

আসলে এই কুটিলের বাস তো আমাদের মধ্যেই, সে তো আমাদের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করে।

‘‘তুমি জানো নারে প্রিয়

তুমি মোর জীবনের সাধনা

...তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি

মনে আপন জেনেছি

তুমি বন্ধু আমার মন মানো না”—বিজয় সরকার।

এই ‘‘তুমি” তো কৃষ্ণত্ব, বড় আমি। আর এই ‘‘বড় আমি” বা ‘‘আমার হৃদয়ের অন্তরতম আমি”ই তো আসলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনা। এই ‘‘আমি” কে উপলব্ধি করতে গেলে অনেক বেদনার সমুদ্র পেরোতে হয়। আমার ‘‘আমিত্ব” যেদিন তোমার ‘‘তুমিত্বে” মিশবে, তোমার ‘‘তুমিত্ব” যেদিন আমার ‘‘আমিত্বে” মিশবে সেদিনই তো হবে প্রেম বিলাস বিবর্তের সার্থকতা। আমার ছোট আমি যেদিন যাবতীয় বেড়াজালে র গন্ডি পেরিয়ে বড়ো আমি তে পৌঁছাতে পারবে তখনই হবে প্রেমবিলাসবীর্বতর জয়।

মরমী বাউল সাধকেরা, বারবারই দেহের মধ্যেই তো খুঁজেছেন ঈশ্বর-আল্লাহ-গড, দেহবাদ-ভক্তিবাদ-সুফিবাদকে। ফকিরেরা তো ফিকির খুঁজেছেন নিজেকে নিঃস্ব করে, শূন্য করে-বিলিয়ে দেওয়ার। আপনি এবার একটা রাধা কৃষ্ণের প্রতিমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ান। দেখবেন কৃষ্ণ আপনার বাম দিকে এবং রাধা আপনার ডানদিকে পড়ছে। আচ্ছা আমরা যদি আমাদের দেহের বামদিককে, হৃদয়ের অবস্থানের দিককে ‘‘কৃষ্ণসত্তা”, এবং ডানদিককে ‘‘রাধা সত্তা” বলি; আর দুই স্তনের মধ্যবর্তী নদীর মত অংশকে ‘‘মায়া নদী” বলি... আর আমাদের যাত্রা এই ডান দিক থেকে মায়া নদী পেরিয়ে ওপারের (বামদিকে) হৃদয়ের কাছে... ঠিক যেমনটা রাধা শাশুড়ি-ননদ পাড়া-প্রতিবেশী-স্বামী সবার গঞ্জনা সহ্য করে ওই যমুনা পেরিয়ে ওপারে গেছিল; যেখানে কৃষ্ণ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ কান্ডারী সেজেছে ওপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমাদের মধ্যে শুভবোধ এবং শুভ চেতনাই পারে ওপারে (বুকের বাম পাশে) পার করতে; একথা যদি দাবী করি তাহলে কি অত্যুক্তি হবে?

অহং চেতনার টিলা পাহাড় কে সরিয়ে যদি জগতকে, পরিবেশকে একটু দেখি হয়তো তাতে অনেক বেশি আঘাত সহ্য করতে হবে, রোষের শিকার হতে হবে আক্রমন সহ্য করতে হবে যেমনটা চৈতন্যদেব কে করতে হয়েছিল- 'মেরেছো কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না' ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-হাসি-ঠাট্টা-রোষ- আক্রমণ এর পরেও যদি প্রেমকে। বড় আমি কে/ কৃষ্ণ কে আঁকড়ে ধরা যায়ল

''সখিলো

বৃন্দাবনকো দুরুজন মানুখ

পিরীত নাহিক জানে,

বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত

হমার শ্যামক নামে?'

-ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী/১৪, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(সখিরে বৃন্দাবনে র মানুষ প্রেম জানে না. বৃথাই আমার কৃষ্ণের নামে নিন্দা রটায়।)

আপনার চারপাশের মানুষজন প্রতিমুহূর্তে আপনাকে অপমান করার, খুঁত ধরার, খোঁটা দেওয়ার, অসম্মান করা, আপনার দুর্বলতা কে চিহ্নিত করে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ... এসবের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তাতে হয়তো তারা আমোদ পাচ্ছে খানিক, কিন্তু প্রকৃত নির্মল আনন্দ পাচ্ছে না। আপনি যদি ওই স্রোতে শরীর না ভাসিয়ে, একটু প্রেম ছড়ান; তাহলে কিন্তু পরিবর্তন সম্ভব।

''ঘৃণা সংক্রমক। কিন্তু ঘৃণার থেকে ভালোবাসা আরো বেশি সংক্রমক।'' (আব্দুল কাফি) সত্যিই তো তাই। আমরা ঘৃণা না ছড়িয়ে যদি ভালোবাসা ছড়াই তবেই তো হবে মানবতার সাথে মোলাকাত। মনুষ্যত্বের জয়-জয়কার। প্রেম-ভালোবাসার মহারৎ।

আধুনিক কালে দেশের মানুষদের মধ্যে যে ধর্মের জিহাদ বানী (ও হিন্দু, আমি মুসলিম কিংবা আমি মুসলিম ও হিন্দু পারস্পরিক এই যে সুড়সুড়ি) মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, মাথা চাড়া দিচ্ছে হিংসা লোলুপতায় ভরা চাপা আক্রোশ, নিজের অহং চেতনার দায়ে তিক্ত তিক্ত হতে হতে নষ্ট হচ্ছে হাজার হাজার সম্পর্ক; হয়তো সে সম্পর্ক টা একটা sorry বললে হতে পারতো মধুর-মধুরতর। কিংবা আত্মসুখের বলিদানে-আত্ম গরিমার আহ্বানে শিকার হচ্ছে লাখ লাখ মধ্যবিত্ত -নিম্নবিত্ত, প্রতিবাদের মেরুদন্ড কে যেখানে সুচারু উপায়ে করা হচ্ছে অক্ষম, মানবতা যেখানে পিষ্ট হচ্ছে ঢেঁকির গরাদে; কবির, চৈতন্য, চন্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথ, গালিব দের লেখা কি জাগাতে চায়না সেই মানবতা বোধ কে!

আচ্ছা যদি গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সহ যাবতীয় কৃষ্ণ কথার শ্রীকৃষ্ণকে আমার হৃদয়ের অন্তরতম আমি/ পরমাত্মা/ বড় আমি এবং বুকের ডানপাশকে ছোট আমি/রাধা/জীবাত্মা ধরি, আর রাধার (জীবাত্মার) যাত্রা বুকের মাছ বরাবর নদী (মায়া নদী, যমুনা নদী) পেরিয়ে ওপারে র কৃষ্ণের কাছে। পরমাত্মার কাছে/বড়ো আমি র কাছে এবং ''আমার অন্তরতম আমি'' সঙ্গে ''ক্ষুদ্র আমি''র মিলনকে ই যদি প্রেমবিলাসবীর্বত বলি; তাহলে কি খুব একটা ভুল হবে!?

‘জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতির ফলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা’

মধুমিতা খান, প্রিন্স বিশ্বাস

অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ

সারসংক্ষেপ

শিশুশ্রম হল একটি সামাজিক ব্যাধি। শিশু শ্রমিকরা প্রধানত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। এটি শিশুদের মানসিক সামাজিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতি করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কোন দেশের উন্নয়নে শিশুশ্রম অন্য তম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ উন্নত দেশে পরিণত না হওয়ার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা শিশুশ্রম। ২০১১ সালে ভারতের জাতীয় আদমশুমারিতে দেখা গেছে যে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী মোট ৫৫৯.৬৪ মিলিয়ন শিশুদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১০.১ মিলিয়ন। যদিও ভারতে ২০১৬ সালে শিশুশ্রম নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইনে বলা হয় ১৪ বছর বয়সী শিশুদের দিয়ে যেকোনো শারীরিক কাজ করানোকে শিশুশ্রম বলছে। শিশুশ্রমের পিছনে অনেক কারণ লক্ষ্য করা যায় যেমন দারিদ্রতা বেকারত্ব জনসংখ্যার বিস্ফোরণ পারিবারিক আয়তন নিম্ন পারিবারিক আয় পিতা মাতার নিরক্ষরতা ইত্যাদি। পরিবারই একটি শিশুর প্রথম শিক্ষক। পরিবার শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার পারিবারিক কারণেই একটি শিশু শ্রমের শিকার হয়। এই গবেষণামূলক কাজটি নদীয়া জেলার রানাঘাট-২ নম্বর ব্লকের শিশুশ্রমে পিছনে পরিবারের ভূমিকা নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটি ‘‘বর্ণনামূলক জরিপ’’ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশু শ্রমিকদের উপর বৃহৎ পরিবারের আকার, পিতা-মাতার সাক্ষরতার হার, এবং নিম্ন পারিবারিক আয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং ফলাফলের ব্যাখ্যার জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে।

শব্দকোষ শিশু শ্রম, দারিদ্র্য, পরিবারের আকার, পারিবারিক আয়, পিতামাতার শিক্ষা।

ভূমিকা

শিশুশ্রম একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা যা একটি জাতীর ও দেশের ধারাবাহিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। শিশু শ্রমিক শিশুরা বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবারের হয়। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে পরিবারের অভিভাবকেরা (বাবা মায়েরা) তাদের সন্তানদের কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। এই সকল শিশুরা কৃষিকাজ, গৃহভিত্তিক পরিচারিকা, কারখানায়, খনিতে, হোটেলে, দোকানে, পরিবহন গাড়িতে ইত্যাদি জায়গায় কাজ করে। ভারতের সংবিধানে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে নির্বিশেষে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এদেশের সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেবার কথা বলা আছে। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের ২৪ তম অনুচ্ছেদে পরিষ্কার বলা রয়েছে ১৪

বছরের নীচে কোন শিশুকে কোন কারখানা, খনি বা কোন বিপদজনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। ভারতের ১৯৮৬ সালের শিশুশ্রম রোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি হয়। এই আইনে বলা হয়, ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন ব্যক্তিদের শিশু বলে চিহ্নিত করা হবে। সাধারণত শিশুশ্রম বলতে শিশুদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে সমাজের অন্ধকার ছায়ায় নিয়ে আসাকে বোঝায়। এটি শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকারক এবং মানসিক, শারীরিক সামাজিক, নৈতিক ভাবে বিপদজনক।

শিশু ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার এবং বলা চলে আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ২০১১ সালের আদমশুমারি থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, ভারতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১০.১ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৫.৬ মিলিয়ন ছেলে এবং ৪.৫ মিলিয়ন মেয়ে। ২০১৯ সালে শৈশব সূচকের তৃতীয় প্রান্তেভারতের অবস্থান ছিল ১০০০টির মধ্যে ৭৬৯তম। ১৯৭৬ সালের ২৪মে, ''সেভ দ্য চিলড্রেন'' (গ্লোবাল চাইল্ডড রিপোর্ট, ২০১৯) এ এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৩৪৩৭৫ জন।

একটি শিশুর জন্মের পর পরিবারই হলতার প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী, যেখান থেকে সর্বোত্তম শিক্ষা ও সংস্কৃতি অর্জন করে সমাজে নিজেকে গড়ে তোলে, তাই আমরা বলতে পারি শিশুর জীবনের প্রথম সামাজিকিকরণের কারিগর হল তার পরিবার। পরিবার মানে রক্তের সম্পর্কের মানুষের ঐক্য। একটি পরিবার তাদের সন্তানের জন্য প্রথম শিক্ষক, তারা তাদের সন্তানদের ভাষা দক্ষতা, আবেগ, ইতিবাচক আচরণ এবং মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। অতএব, একটি শিশুর বিকাশে একটি পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আবার, অনেক সময়ে শিশুশ্রমের পিছনে পরিবারই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্বল্প আয়ের বড় পরিবারগুলিতে প্রায়ই শিক্ষার সুবিধার অভাব, নিরক্ষরতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পিতামাতার অজ্ঞতা ইত্যাদি শিশুশ্রমের প্রধান কারণ। দারিদ্রতা এই সমাজের বড়ো অভিশাপ, সমাজের পিছিয়ে পড়া অবিভাবকরা মনে করেন যে সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার চেয়ে কাজে ঢোকা বেশি দরকার।

সাহিত্যের সম্পর্কিত পর্যালোচনা

১. এম.সি. নাইডু এবং কে. দশরথ রামাইয়া (২০০৬), একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন যার শিরোনাম রয়েছে 'ভারতে শিশু শ্রম একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ' শিশুশ্রম সম্পর্কে বর্ণিত এই গবেষণাটি আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রেই শিশুশ্রম বন্ধ করাযাচ্ছে না। এই সমীক্ষায় শিশুশ্রমের জন্ম দেওয়ার প্রধান কারণগুলি বেকারত্ব, দারিদ্র, অশিক্ষা, স্বল্প পারিবারিক আয়, ভবিষ্যতের প্রতি অসচেতনতা, শিক্ষার সুবিধার অভাব, শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের মনোভাব বর্ণনা করা হয়েছে। সেকেন্ডারি ডেটা ব্যবহার এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৭১ (শিশুশ্রমিক ১০,৭৩৫,৯৮৫ জন), ১৯৮১ (শিশুশ্রমিক ১৩,৬৪০,৮৭০ জন), ১৯৯১ (শিশুশ্রমিক ১১,২৮৫,৩৪৯ জন), শিশুশ্রম সমাধানের বিভিন্ন নীতিমালা অনুযায়ী শিশু শ্রমিকদের (১০-১৪) বয়সের রাজ্যভিত্তিক বণ্টন আলোচনা করুন। কর্মী, তারা হল NAECL. (১৯৯৪), ILO (১৯৯৬), নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৬১

২. সুমিত শর্মা (২০১৬), একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন যার শিরোনাম 'ভারতে শিশুশ্রম' এই গবেষণাটি প্রধানত শিশুশ্রম এবং মানবাধিকারের জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। শিশুশ্রম ভারতে একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর। এই অধ্যয়নটি বর্ণনামূলক জরিপ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য secondary ডেটা ব্যবহার করাহয়েছে। এই গবেষণাপত্রে বর্ণিত শিশুশ্রম অনেক কারণের উপর নির্ভর করে।

এখানে শিশুশ্রমের কিছু শ্রেণীবিভাগ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিশুশ্রম মূলত আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, দারিদ্রের উপর প্রভাব ফেলে। শিশুশ্রম বন্ধ করার জন্য কিছু মূল পয়েন্ট সুপারিশ এবং কিছু আইন নিয়ে আলোচনা করাহয়েছে। সেগুলি হল শিশুশ্রম (নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, শিশু আইনের জুভেনাইল জাস্টিস (কেয়ার অ্যান্ড প্রোটেকশন), শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন, কারখানা আইন, খনি আইন ইত্যাদি। এবং শিশুশ্রম সমস্যার কিছু সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. অনিল কুমার চৌধুরী (২০০৩) শিরোনামের একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছেন 'শিশুশ্রম এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব' এই গবেষণাটি প্রধানত শিশুশ্রমের সঙ্গে বর্ণিত এবং এটি অর্থনৈতিক প্রভাবযুক্ত। শিশুশ্রম ভারতে একটি গুরুতর সমস্যা যা অর্থনীতিক ভাবে শিশুশ্রমের ব্যাপকতাকে প্রাধান্য দেয়। মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা জেলার পঁচাত্তরটি পরিবারের পারিবারিক সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের উপর এই গবেষণাটি সর্বোত্তমভাবে শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমীক্ষায় শিশুশ্রমের আয় সহ পরিবারের আয় এবং শিশুশ্রমের ভিত্তিতে আয় বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যরা পরিবারের আকার অনুসারে দারিদ্র্যের ঘটনা খুঁজে পাচ্ছেন। এই সমীক্ষায় পারিবারিক সাক্ষরতার হারও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কীভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিশু শ্রমের প্রভাব পড়বে।

উদ্দেশ্য

১. শিশুশ্রমের পরিবারের আকারের প্রভাব খুঁজে বের করা।

২. অবিভাবকদের সাক্ষরতা শিশুশ্রমের কারণ কিনা তা খুঁজে বের করা।

৩. শিশুশ্রমের পারিবারিক আয়ের প্রভাব খুঁজে বের করা।

গবেষণার প্রশ্নাবলী

১. শিশুশ্রম পরিবারের বড় আকারের প্রভাব কি?

২. শিশুশ্রমের পিতামাতার সাক্ষরতার হারের প্রভাব কী?

৩. শিশুশ্রমের উপর পারিবারিক আয়ের প্রভাব কী?

সমগ্রক

সমীক্ষাটি সম্পন্ন করার জন্য নদীয়া জেলার রানাঘাট ২ নম্বর ব্লক এর অন্তর্গত ৬০টি নিম্নবিও পরিবারকে সমগ্রক বা Papulation হিসাবে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতিঃ এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার জন্য, এখানে (গবেষণায়) বর্ণনামূলক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক তথ্যের জন্য সাক্ষাৎকারের সময়সূচী তৈরি করা এবং নির্দিষ্ট কিছু পরিবার থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রেকর্ড, জার্নাল, বই এবং অন্যান্য সরকারী তথ্যগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার রানাঘাট-২ ব্লকের বিভিন্ন স্থান থেকে ৬০টি শিশুশ্রমিকের নমুনা নেওয়া হয়েছে। পরিবার

থেকে শিশুশ্রম বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ করার জন্য ডেটা সঠিকভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং একটি পরিসংখ্যান টেবিলের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে গ্রাফ এবং পাই চার্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

ফলাফল ও আলোচনা

বর্তমান গবেষণায়, সাক্ষাৎকারের সময়সূচী থেকে তথ্য সংগ্রহ করাহয় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়।

উদ্দেশ্য নং-১ শিশুশ্রমে পারিবারিক আকারের প্রভাব খুঁজে বের করাঃ

সারণি নং ১

পরিবারের আকার বৃদ্ধি শিশুশ্রমের প্রধান কারণ দেখানো হয়েছে।

পরিবারের আকার সংখ্যা	শিশুশ্রমিকের সংখ্যা	শিশুশ্রমের শতকরা হার
৪ বছর পর্যন্ত	৫ জন	৮.৩৩%
৫-৮ বছর পর্যন্ত	২২ জন	৩৬.৩৮%
৯-১২ বছর পর্যন্ত	১৮ জন	৩০%
১৩-১৬ বছর পর্যন্ত	১১ জন	১৮.৩৩%
১৭এ বছর এবং তার উপরে	৪ জন	৬.৬৭%

১নং সারণিতে দেখানো হয়েছে যে, শিশুশ্রমের সর্বাধিক সংখ্যা ৫ থেকে ৮ জন সদস্যভূক্ত পরিবার এবং সর্বনিম্ন শিশুশ্রম ৪ এবং ১৭ এবং তার বেশি পরিবারের সদস্যদের জন্য। সুতরাং, পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, পরিবারের আকার শিশুশ্রম বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সবসময় পরিবারের আকার বৃদ্ধির সাথে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়বে। আবার দেখা যায় যে, বৃহৎ পরিবারের কারণে, যে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভালো মানের শিক্ষা দিতে পারেন না, তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল ছেড়ে দেয় এবং সংসারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ে। আরও ভালোভাবে বোঝানোর জন্য প্রাপ্ত তথ্য থেকে একটি গ্রাফ তৈরি করা হয়েছে, যা শিশুশ্রমের পরিবারের আকারের প্রভাবকে দেখায়।

শিশুশ্রমে পরিবারের আকারের প্রভাব

উদ্দেশ্য নং-২

শিশুশ্রমে অভিভাবকদের সাক্ষরতার হারের প্রভাব খুঁজে বের করা

সারণি নং ২শিশু শ্রমের পিতামাতার সাক্ষরতার হারের প্রভাব দেখানো হয়েছে।

পড়তে ও লিখতে পারে	শিশুশ্রমিকের সংখ্যা	শিশুশ্রম শতাংশ
পিতা এবং মাতা উভয়	২ জন	৩.৩৩%
শুধু বাবা	১৩ জন	২১.৬৭%
শুধু মা	৩ জন	৫%
পড়তে ও লিখতে পারে না	৪২ জন	৭০%

সারণি নং-২, দেখানো হয়েছে যে সকল শিশুদের বাবা-মা লিখতে-পড়তে পারেন না, সেই পারিবারের শিশুশ্রম ৬০-এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২জন। যে পরিবারগুলোতে শুধু বাবা লেখা-পড়া জানে, সেই পরিবারগুলিতে শিশুশ্রম ৬০-এর মধ্যে ১৩ জন। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, যে সকল পরিবারগুলিতে মায়েরা পড়া-লেখা জানে সেই পরিবারে শিশুশ্রম সবথেকে কম। সুতরাং, গবেষনায় পর্যবেক্ষণ করে জানা যায় যে পিতামাতার সাক্ষরতার হার শিশু শ্রমের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায়, শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ মা-বাবার নিরক্ষরতা। আরও ভালো ভাবে গবেষনাটি বোঝার জন্য প্রাপ্ত তথ্য থেকে একটি পাই-চার্ট তৈরি করা হয়েছে, যা শিশুশ্রমের পরিবারের আকারের প্রভাব দেখায়।

উদ্দেশ্য নং-৩ ঃ শিশুশ্রমিকের পারিবারিক আয়ের প্রভাব খুঁজে বের করা।

সারণি নং-৩ ঃ শিশুশ্রমিকের পারিবারিক আয়ের প্রভাব দেখানো হয়েছে।

পারিবারিক মাসিক আয়	শিশুশ্রমিকের সংখ্যা	শিশুশ্রম শতাংশ
৪ হাজার পর্যন্ত	৩৮ জন	৬৩.৩৪%
৪-৬ হাজার	১৮ জন	৩০%
৬-৭ হাজার	৩ জন	৫%
৮ হাজারের উপরে	১১ জন	১,৬৭%

সারণি নং-৩, দেখানো হয়েছে যে শিশুশ্রমের অন্যতম প্রধান কারণ হল পারিবারিক আয়। গবেষনায় পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে পরিবারগুলি অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় রয়েছে, একমাত্র সেসই পরিবারগুলিতে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেশি। তারা ঠিকমতো তিনবেলা খেতে পায় না, তারা জীবনধারনের জন্য খুব কঠিন জীবনযাপন করছে। তাই তাদের সন্তানেরা বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিদিনই নানা কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। তথ্য অনুযায়ী, ৬০টি পরিবারের মধ্যে ৫৬টি পরিবারের শিশুশ্রমিকের পারিবারিক আয় ৬ হাজারের কম। এর মধ্যে ৩৮জন শিশুশ্রমিক পরিবারের আয় ৪ হাজার টাকার নীচে। এই কারণে শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে শিশুশ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। আরও ভালো ভাবে বোঝার জন্য প্রাপ্ত তথ্য থেকে একটি পাই-চার্ট তৈরি করা হয়েছে, যা শিশুশ্রমের পারিবারিক আয়ের প্রভাব দেখায়।

উপসংহার

শুরু থেকেই শিশুশ্রমের সমস্যা সমাজে বেশি প্রভাব ফেলে এবং এই কারণে কোনো দেশের প্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এরমতোধে কোন কারণই শিশুশ্রমের সাথে জড়িত। অনুসন্ধানের ভিত্তিতে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শিশুশ্রমের পিছনে পরিবারের আকার, পারিবারিক প্রেক্ষাপট, পারিবারিক আয় এবং পারিবারিক শিক্ষার প্রভাবের পাশাপাশি শিশুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে। তাই একটি শিশুর শিশুশ্রমিকে পরিণত হবার পিছনে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর জীবন গঠন, শিক্ষা প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার তাই শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে পরিবারকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। শিশুশ্রম একটি সামাজিক বাধা যা শুধু পরিবারকে নয়, সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ কোনো শিশু যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য পরিবারের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Government of West Bengal, (GoWB), Department of Labour (GoWBL) (2007a), Labour in West Bengal 2006, Kolkata.
2. Das, L. (1996). Economics of Child Labour in Orissa a case study of Puri District. Shoodganga. Edmonds, E. V., & Pavchnik, N. (2005). Child Labour in the Global Economy.
3. Journal of Economics Perspectives, 199-220. Gupta, N. K. (2015). CHILD LABOUR IN INDIA:ABRIEF STUDY OF LAW AND ITS IMPLECATION.
4. International Journal of Advanced Research in Manegement and social sciences. Islam, M. N. (2020), Child Labour History, Process, and Consequences.
5. Research Gate, Kaur, J. (2019). Child Labour in India :Caueses, Impacts and Preventive Measures. Interna tional Journal of 360 manegement Review, 163-167.
6. Irnistitute of Development Studies Kolkata (IDSK) and Pratichi Trust (2006), Manab Unnayaner Pathe(in Bengali) (Towards Human Development): A Presentation of the Discussion, IDSK, Kolkata.
7. Bose, A.B. (2003), The State of Children in India, New Delhi, Manohar (see particularly Ch.4) pp.220-265.
8. National University of Educational Planning and Administration (NUEPA) (2007), District Report Cards, 2005-2006, Elementary Education In India: Where Do We Stand, Vols. I-II, (Compiled by Arun C. Mehta), NUEPA, New Delhi.
9. https://eisamay.com/nation/childlabour/articleshow/70217916.cms#google vignette

Authors Details:

1. Madhumita Khan, Assistant Professor (HOD), Dept. of Education, Naba Ballygunge Mahavidyalaya, Kolkata 700042.
2. Prince Biswas, State-Aided College Teacher (SACT-I), Dept. of Education, Naba Ballygunge Mahavidyalaya, Kolkata 700042.

কলেজের স্মৃতি

মনীষ মন্ডল

স্নাতক, ইতিহাস বিভাগ

তিন বছর আগের কথা, যখন আমি প্রথম নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে পা রাখি। যেহেতু কলেজে প্রথম দিন নতুন জায়গা, নতুন বন্ধু ফলে একটু ভয় অবশ্যই পেয়েছিলাম কিন্তু আসতে আসতে সব কিছু যেন পরিচিত হয়ে উঠতে লাগল ক্ষনিকেই। ছোট্ট, কিন্তু বেশ পরিপাটি ক্যাম্পাসটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তখনও জানতাম না, এই জায়গাটা আমার জীবনের এক বড় অংশ হয়ে উঠবে এবং এই জায়গাটার প্রতি আমার এক গভীর ভালোবাসা জন্মাবে।

প্রথম দিন

প্রথম দিনটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। কলেজে প্রবেশ করে অপরিচিত বন্ধুদের সাথে কার কোন বিষয় আছে এই নিয়ে কথা বলতে বলতে কখন যে আমরা ভালো বন্ধু হয়ে উঠলাম তা বুঝতেই পারলাম না।

এর পর ক্লাসে প্রবেশ করলাম, ইতিহাস অনার্সের ক্লাস। ছিল ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকার ক্লাস। তার সাথে আম্মা মাদের আলাপ হলো প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, মেধা এবং বিশেষ করে তার পড়ানোর পদ্ধতি আমাকে ক্রমেই মুগ্ধ করেছিল। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে আমি বুঝে গিয়েছিলাম, আমার এই যাত্রা অসাধারণ হতে চলেছে। কলেজের প্রথম দিন ভুলবো কি করে, সে ভোলার নয়।

নতুন বন্ধু

আমাদের ব্যাচ ছিল ছোট, কিন্তু প্রতিটি বন্ধুর সঙ্গে ছিল আলাদা আলাদা স্মৃতি। প্রথম বর্ষে ইতিহাসের বিভিন্ন শাখা নিয়ে চলত আমাদের দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক। কে কখন কী বলত, সেই সব মজার মুহূর্তগুলো আজও মনে পড়ে। বিশেষ করে লাইব্রেরির সেই নিরিবিলি কোণ, যেখানে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাতাম, বইয়ের পাতায় হারিয়ে যেতাম। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো সময়গুলো ছিল আমার কলেজ জীবনের অন্যতম সেরা অংশ। অনিকেত, তন্ময়, পূজা, বর্ষা;তাদের সঙ্গে ছিল প্রতিদিনের আড্ডা, পড়াশোনা, আর ছোট ছোট অভিজ্ঞতা।

প্রথম বর্ষ

প্রথম বর্ষ ছিল মজার আর উত্তেজনাপূর্ণ। তখন আমরা সবেমাত্র কলেজ জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শিখছিলাম।

ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ক্লাসগুলো ছিল যেন এক একখানি রোমাঞ্চকর যাত্রা, যেখানে আমরা অতীতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতাম। ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে এনে তারা আমাদের সামনে জীবন্ত করে তুলতেন নানা ঘটনা, চরিত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি। সর্ব ক্ষেত্রে তারা সমগ্র দিক দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিল, সেটি কোনো জটিল প্রশ্নই হোক কিংবা প্রজেক্ট।

একে একে আলাপ হলো শিক্ষাবিজ্ঞান ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সাথে। তারাও যেন কোথাও না কোথাও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ও মেধার দ্বারা শিক্ষা দানে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষে এসে কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের সাথে আমাদের সম্পর্কগুলো আরও দৃঢ় হয়েছিল,তারাও আমাদের ভুল ত্রুটি গুলো দেখিয়ে দিত ও ভুল ত্রুটি গুলো সংশোধন করার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করত। দ্বিতীয় বর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় পাঠ্যসূচি তে থাকায়, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সাথে আমার পরিচয় হয়, তারাও বহু দিক থেকে আমাকে শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করেছিল। পরীক্ষার সময় তারা আমাদেরকে বিশেষভাবে সাহায্য করত। আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে, তারা পথপদর্শক হিসাবে তারা আমাদের পথ দেখাতো।

প্রিয় স্থান

কলেজের লাইব্রেরিটা ছিল আমার অন্যতম প্রিয় স্থান। সেখানে আমরা অনেক সময় কাটাতাম, পড়াশোনা করতাম, আর মাঝে মাঝে আড্ডাও দিতাম। লাইব্রেরির নিরিবিলি কোণে বসে বই পড়া ছিল এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। সেখানেই প্রথমবার জেনেছিলাম, কিভাবে বইয়ের পাতায় হারিয়ে যাওয়া যায়। লাইব্রেরিয়ান ছিলেন আমাদের খুবই প্রিয়, তিনি সবসময় আমাদের সাহায্য করতেন এবং নতুন নতুন বইয়ের সুপারিশ করতেন।

তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় বর্ষে এসে গবেষণার কাজ শুরু করলাম। বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ঘুরে বেড়ানো,অধ্যাপক-অধ্যাপিকার কথা মত কাজ করা; এসব ছিল দারুণ অভিজ্ঞতা। একবার ভারতীয় জাদুঘর ও আলিপুর জেল মিউজিয়াম একটি গবেষণামূলক ট্রিপে গিয়েছিলাম, যা ছিল এক না ভোলার মত স্মৃতি। সেইখানে আমরা অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম এবং মিউজিয়াম এর অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম। এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে আরও জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছিল।

শেষ বর্ষে এসে মনে হয়, সময়টা কত দ্রুত কেটে গেল। আজ যখন কলেজের করিডোরে হেঁটে যাই, প্রতিটি দেয়াল, প্রতিটি ঘর যেন আমাকে গল্প বলে। আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে এই মহাবিদ্যালয়। সেই সময়ে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছিল। পরস্পরের সাহায্যে আমরা একে অপরকে আরও ভালভাবে বুঝতে শিখেছিলাম।

স্মৃতি ও বিদায়

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় শুধু এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি আমার দ্বিতীয় বাড়ি। এখানকার প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে কিছু না কিছু শিখিয়েছে, নতুন করে গড়ে তুলেছে। প্রতিটি প্রাঙ্গণ, প্রতিটি ক্লাসরুম, প্রতিটি বন্ধু আজও আমার মনে জায়গা করে আছে। যখন এই কলেজ ছেড়ে যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব অসংখ্য মধুর স্মৃতি, যা সারাজীবন আমার হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। যদিও মেধাবী ছাত্র ছিলাম না ক্লাসে, তবুও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের কাছ থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ অর্জন করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

আমার কলেজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি বন্ধুত্ব, প্রতিটি শিক্ষা আমাকে এক অনন্য ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছে। নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয় আমাকে শুধু পড়াশোনার জ্ঞান নয়, জীবনের প্রকৃত অর্থও শিখিয়েছে। আমার কলেজ জীবনের এই স্মৃতিগুলো সারাজীবন আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে, আমাকে প্রেরণা জোগাবে, আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন দিগন্তের দিকে।

এই প্রবন্ধটি নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। এই কলেজটি আমাকে যেভাবে গড়ে তুলেছে এবং এই কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা যেভাবে শিক্ষা গ্রহণ ও বিশেষ করে প্রকৃত মানুষ হতে আমাকে সাহায্য করেছে আমি তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। আশা করি, ভবিষ্যতে আমি এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে জীবনে আরও বড় হতে ও অনেক কিছু অর্জন করতে পারব।

অর্কিড

মৌমিতা কর্মকার
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

''আজকাল এমনই দিন পড়েছে সবাই সবার নিজের জীবন নিয়ে এতই ব্যস্ত যে নিজের পরিবারের লোকের মনের খবরই রেখে উঠতে পারে না কেউ'' পেপারে একটি মেয়ের আত্মহত্যার ঘটনা পড়ছিল সুরেশবাবু। মেয়েটি কেন আত্মহত্যা করেছে জানা যায়নি, তাই আপন মনে কথাটি বলে উঠলো সুরেশবাবু। সুরেশবাবু গড়িয়া এলাকায় নিজের বাড়িতে বসবাস করেন। আজ সাতমাস হল চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্ট হয়েছেন্ স্ত্রী মারা গেছেব দু'বছর হতে চলল। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে মুম্বাইতে, সেও মুম্বাইতে থাকে। বছরে একবার ছুটির সময় আসে কিন্তু সপ্তাহে একদিন বাবাকে ফোন করে। তিনতলা বাড়িটায় সম্পূর্ণ একাই থাকতেন সুরেশবাবু। সঙ্গী বলতে বাড়ির রান্না ও টুকটাক কাজ করার জন্য একজন বেতনভুক্ত পরিচারিকা, কিছু হিসাব নিকাশের বই ও কিছু গল্প-উপন্যাসের বই।

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর সুরেশবাবুর এক অদ্ভুত নেশা এসে চেপেছে। সারাদিন কিভাবে কাটাবে এই ভাবতে ভাবতে যখন তিনি অস্থির তখন হঠাৎ মনে হল ছোটবেলা থেকে গাছ খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু কখনো সেইভাবে করা বাগান তৈরি করা হয়ে ওঠেনি তার, তাই হঠাৎ ইচ্ছা হল এখন বাগান তৈরি করবেন। তিন-চার মাস হয়েছে বিভিন্ন রকম ফুলগাছ বাড়িতে লাগিয়েছেন। রক্তকরবী, কাঠগোলাপ, স্থলপদ্ম, বিভিন্ন রকমের গোলাপ, জুঁই আরও কতরকম গাছ। বাড়ির বাইরের সামনের দিকটা বেশ অনেকটাই কাজে লাগিয়েছেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে টিফিন করে সারাদিন বাগান পরিচর্যা করা, নিয়ম করে খাওয়ার খাওয়া, বিকালে একটু হাঁটতে বেরোনো, আর রাতে ঘুমানোর আনে নিয়ম করে এক ঘন্টা বই পড়ে রাত ১১টায় ঘুমিয়ে পড়া, এই হয়ে উঠলো তার রুটিন সকালে পেপারে দেখেছিল আজ সোজারথ, মেয়ে ছোটো থাকতে তাকে নিয়ে যেতো রথ দেখাতে, বড় হওয়ার পর তার আর দরকার পড়েনি। তাই ভাবলেন এবারের রথটা ঘুরে আসবেন, দেখেছেন প্রচুর গাছও পাওয়া যায় কিছু, গাছ কেনাও যাবে। বিকালে বেরোলেন রথ দেখতে। রথ দেখে গাছ দেখার কেনার সময় একটি দোকানে হঠাৎ একটি গাছের দিকে তার নজর সবার পড়ে, গাছটির সবুজ রঙের সরু দেহ থেকে সাদা রঙের থোকা থোকো ফুল ঝুলে রয়েছে। সাদা রঙ তার এমনিতেই খুব প্রিয় এবং এমন গাছ তার বাড়িতে নেইও। দোকানদারের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন গাছটি একপ্রকার 'অর্কিড' প্রজাতির, অন্য গাছের সঙ্গে এই গাছটিকেও তিনি নিয়ে নেন। বাড়ি ফিরে গাছগুলিকে সেইদিনের মত সেই ভাবেই রেখে দেন। পরেরদিন সকালে গাছগুলিকে পরিচর্যার সময় তিনি খেয়াল করেন অর্কিড গাছটির ফুলগুলি থেকে হালকা একপ্রকারের গন্ধ বের হচ্ছে। তিনি গাছটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করলেন। কিছু গাছ বাগানের টবে লাগিয়ে বারান্দায় রখেন, কিন্তু কিন্তু অর্কিডটিকে তিনি টবে লাগিয়ে বসার ঘরের এককোনায় রাখলেন। গাছটি তিনি সামান্য দামে পেলেও গাছটির সৌন্দর্য ও গন্দ আসতে আসতে তাকে মুগ্ধ করছে। গাছটি লাগানোর সময় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন। এই প্রকারের ফুল তিনি আগে কখনও দেখেননি।

পরেরদিন তিনি অনুভব করেন গাছটির ফুলগুলি থেকে বেরোনো গন্ধটা যেন সারাঘর ভরপুর করে রেখেছে, ঠিক যেমন ভেজা মাটির সঙ্গে জুঁই ফুলের গন্ধ মিশে গেলে যেমন হয়। গাছটি যতদিন যেতে থাকে ফুলগুলির গন্ধ যেন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ছোটবেলা থেকেই তার লাইফ সাইন্সের বইয়ের প্রতি অত আগ্রহ ছিল না তাই অর্কিডের প্রজাতি সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। মাধ্যমিকের পর থেকে কমার্সের ছাত্র হয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাই ছোটোখাটো আইডিয়াটুকুও তার ছিল না কিন্তু হঠাৎ এমন একটি গাছ পাওয়ার পর তিনি গাছটির নাম জানার জন্য অর্কিড সম্বন্ধীয় একটি বই কিনে আনে কিন্তু সেখানেও নির্দিষ্ট গাছটি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত কোনো নাম বা ছবি খুঁজে পান না। কিন্তু তিনি এটুকু সিদ্ধান্তে আসেন যে এটি 'জিমনাবেনিয়া কনোনসিয়া' প্রজাতির হতে পারে। সাদটির সম্বন্ধে তার মেয়েকেও তিনি জানান। এদিকে দিন যত বাড়তে থাকে গাছটির ফুলের গন্ধগুলি আরো প্রখর থেকে প্রখরতর হতে থাকে। শুধু বসারঘরের মধ্যেই গন্ধটা আগে আবদ্ধ থাকত কিন্তু দুই-তিনদিন ধরে গন্ধটা রাতে তার শোয়ার ঘর পর্যন্ত আসতে থাকে। গাছটির প্রতি দিনদিন তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আগে দিনে কিছু সময় তিনি টুকটাক কাজ, বিকেলে ঘুরে-বেড়িয়ে সময় কাটাতেন। কিন্তু কিছুদিন ধরে তিনি সারাদিনই যেন গাছটির চারপাশে ঘুরতে থাকেন বেশি।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে যায় তা তার মনে হতে থাকে ফুলের গন্ধটা যেন অতি তীব্র তার শোবার ঘর জুড়ে গন্ধটা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। শোবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে তিনি বোঝেন শুধু শোবার ঘরে নয়, সারা বাড়ি যেন ফুলের গন্ধে ময়-ময় করছে। তিনি বসার ঘরে চলে আসেন, ফুলের গন্ধটা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু এক সপ্তাহ আগে গাছটি আনার সময় যে ফুলগুলি ফুটেছিল তা আর ঝড়েনি। গন্ধটা তার এতই ভালো লাগে যে তার মনে হতে থাকে গন্ধটা তার সমস্ত মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ সেখানেই বসে থাকতে থাকতে কখন যে চোখ লেগে গিয়েছিল তিনি বুঝতে পারেন নি। সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠেন তখন শরীর অনেকটা দুর্বল মনে হয় তার, মাথাটাও কেমন ব্যথা করছে। তিনি ভাবেন পরিচালিকা এক সপ্তাহের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি গেছেন তাই হয়তো ঠিকঠাক খাওয়া-দাওয়া না হওয়ার জন্য হয়তো এমন হচ্ছে। পা হঠাৎ গাছটার দিকে চোখ পরতে তিনি দেখেন গাছটির সাদা ফুলগুলিতে লাল ছোপ ছোপ কিছু দাগ দেখা দিয়েছে। কোনোরকমে সারাদিনটা কাটান, সেদিন রাতে নিজের ঘরে শুতে ইচ্ছা করে না তার। তিনি একটা জিনিস খেয়াল করেন সন্ধ্যের পর থেকেই ফুলের গন্ধট যেন আস্তে আস্তে তীব্র হতে থাকে। কালকের মত আজও সারা ঘরময় ফুলের গন্ধটা যেন খেলা করতে থাকে। তিনি গন্ধে বিভোর হয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। পরদিন যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে অনেক বেলা হয়ে গেছে। আজ যেন তার আরো দুর্বল মনে হয়, বমি-বমি ভাবও মনে হয়, মাথাটাও কেমন ঘোরাচ্ছে। ফুলেগুলির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখেন কাল যে লাল ছোপ ছোপ দাগ দেখেছিলেন তা যেন আজ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। সোফা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না তাই তিনি সারাদিন সেখানেই শুয়ে থাকেন, সারাদিন কিছু খানও না, বিকালের দিকে হঠাৎ ফোন আসে, ফোনটা সামনের টেবিলে পড়ে আছে কিন্তু সেটা তোলার ক্ষমতটুকুও যেন তার মধ্যে নেই। বড় বড় অক্ষরে স্ক্রিনে মেয়ের নামটা উঠে এসেছে কিন্তু আগে যেরকম মেয়ের ফোন আসলে একটা আগ্রহ অনুভব করত আজ যেন সেটাও তিনি করছেন না। তার বিরক্ত মনে হচ্ছে। তিনি সেখানেই শুয়ে থাকেন, তার মনে হতে থাকে তার মস্তিষ্কের সমস্ত শিরা যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে, তিনি ভাবতে থাকনে, তিনি কিছু মনে করতে পারছেন না—সব, সব ভুলে যাচ্ছেন তিনি।

সুরেশবাবুর মেয়ের ফোন পেয়ে দুদিন পর সকালে পরিচালিকা আসেন। আধাঘন্টা ডাকাডাকি করার পরেও যখন ভিতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পায় না তখন আশেপাশের লোককে ডেকে আনে। সবাই মিলে ডাকাডাকি করার পরও কোনো লাভ না হওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে বাড়িতে প্রবেশ করে সারা ঘর খুঁজে বসার ঘরে এসে দেখে এক বৃদ্ধের কুঁকড়ে যাওয়া নিধর দেহ সোফার ওপর শুয়ে আছে, সারা শরীর কেমন সাদা হয়ে রয়েছে, রক্ত শূন্য হলে যেরকম হয়, ঠিক তেমন। সারা শরীরের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, সারা ঘরে চুরি বা ডাকাতিরও কোনো চিহ্ন নেই। শুধু তার সামনের টেবিলে একটি গাছ রাখা। গাছটির সরু সরু ডাল থেকে রক্তবর্ণের ফুল ফুটে রয়েছে।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায় শরীরে রক্তশূন্যতার অভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে। এদিকে মেয়ে জানায় বাবার একমাত্র ডায়াবেটিস ছাড়া কোনো রোগ ছিল না, রক্তাল্পতা তো নয়ই।...

ভূতান্বেষী বরদা

নীলাব্জ মুখার্জী
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উচ্চারিত হলেই বেশির ভাগ মানুষের প্রথমেই যার কথা স্মরণে আসে তিনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী। তার ঠিক পরেই আসে তাঁর ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাস কিন্তু এই অবিস্মরণীয় রচনাগুলোর বাইরে তাঁর অন্যতম সৃষ্টি হলো একত্রিশটি অলৌকিক গল্প। কিন্তু এদের মধ্যে বিশেষভাগে উল্লেখযোগ্য সেই গল্পগুলো যাদের কথক তথা চরিত্র, নিবেদন পক্ষে অনুঘটক হলেন 'বরদা' নামের এক পুরুষ।

১৯১৫ সাল মাত্র ষোলো বছর বয়সের কিশোর শরদিন্দু তাঁর জীবনের প্রথম সাহিত্য লেখা শুরু করেন। গল্পটির নাম 'প্রেতপুরী'। এই গল্প থেকেই 'বরদা'র পথ চলা শুরু বলা যেতে পারে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি প্রথম কাল্পনিক চরিত্র হল 'বরদা', 'প্রেতপুরী' গল্পে 'বরদা'র আবির্ভাব ঘটে, 'সূর্যাস্তের পর শ্রাবণের বৃষ্টি আগে চাপিয়া আসিয়াছিল, আমরা কয়েকজনে ক্লাবের একটা ঘরে জড়োসড়ো হইয়া বসিয়াছিলাম। আলোটা টেবিলের ওপর নিস্তেজ ভাবে জ্বলিতে ছিল, এমন সময় ছাতা মাথায় দিয়া প্রায় ভিজিতে ভিজিতে বরদা আসিয়া উপস্থিত হইল আমাদের মধ্যে একজন তাহাকে সম্ভাষণ করিল, আয়াহি বরদা বাবু", এই থেকে শুরু 'বরদা'র পথ চল। তাকে নিয়ে মোট চোদ্দটি গল্প লেখেন। যথা—প্রেতপুরী, রক্ত-খদ্যোত, টিকটিকির ডিম, মরণ-ভোমরা, অশরীরি, সবুজ বোমা, বহুরূপী, প্রতিধ্বনি, আকাশবাণী, দেহান্তর, নীলকর, মালকোষ, মরণ-দোল, ব্যোমকেশ ও বরদা।

বরদার গল্পের পটভূমি হল বিহারের মুঙ্গের, মুঙ্গেরের বাঙালি সমাজ ও আরো ভালো করে বলতে গেলে সেই বাঙালিদের ক্লাব যার সদস্য বরদা ও গল্পের কথক।

মুঙ্গেরে বরদার সম্পন্ন পরিবার। তার কিছু পৈতৃক কিছু জমিজমা ও কয়েকখানি বাড়ির উপস্বত্ব ভোগ করেন। তার পরিবারে স্ত্রী, মা, দাদা, ছোটভাই পাঁচু ও শ্যালকদের উল্লেখ পাই। আছে পোষা কুকুর খোক্কসও। বরদা বিএ পাশ করেছেন। স্ত্রীর প্রতি সে অনুরক্ত, রবীন্দ্র সংগীত, বৈষ্ণব পদাবলী আর সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের যে ভক্ত, অবসরকালে তিনি প্রেততত্ত্বের চর্চা করে থাকেন, বরদাকে তার বন্ধুদের চেয়ে আলাদা করেছেন তার অলৌকিকের প্রতি আগ্রহ ও গল্প বলার মুনশিয়ানা।

অজিতের মুখ দিয়ে শরদিন্দু যতই বলান, 'ভূতান্বেষী বরদাবাবুর সঙ্গে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল', অলৌকিকের প্রতি বরদার আগ্রহকে 'ভূতের অন্বেষণ' বলা চলে না একেবারেই। এই আখ্যাটা বরং অনেকটা 'সত্যান্বেষী' শব্দবন্ধের উল্টোদিকে পাল্লা ভারি করার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয়। ১৯২০-৩০ এর দশকের গ্রাসাচ্ছদের ভাবনাহীন

ভদ্র বাঙালি যুবক বরদার অবসরকালীন চর্চায় মঁপসার গল্প যেমন ঢুকে পড়ে, তেমনই ঢুকে পড়েছে প্রেততত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব নিয়ে তার যে ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে ('বহুরূপী' গল্পে এস্টোপ্লাজমের তত্ত্বের অবতারণা থেকে) বোঝা যায় যে নেই ধারণা পাশ্চাত্য স্পিরিচুরালিজমের তত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বরদার গল্পে তার বন্ধুদের অবিশ্বাস ও বরদার অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস হেয় করার মানসিকতা এই সংঘাতেই প্রতিফলন।

বরদাকে 'ভূতাগ্রহী' ও 'ভূতোৎসাহী' বললে এবং সত্যের কিছুটা কাছাকাছি যাওয়া যেতে পারে। বরদার 'ভূতজ্ঞান'-ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রেততত্ত্বের পাশ্চাত্য থিওরির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ধারণা, কিন্তু সে ভূতের সন্ধান পেলেই ছুটে যায় না সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার জন্য। আধিভৌতিক সমস্যার উপশমের জন্য তার ডাকও পড়ে না। আর সে ক্ষমতাও তার নেই। আধা-বৈজ্ঞানিক তদন্ত করে অতিলৌকিক ঘটনাকে চিরে ফেড়ে দেখার চেয়ে তা দিয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরার দিকেই বরদার বেশি আগ্রহ। আর আগ্রহ বেশ রসিয়ে সেই গল্প বলায়। বরদা আদতে আড্ডাবাজ বাঙালির প্রতিনিধি, তার স্বক্ষেত্র হল ক্লাবঘরের আড্ডা।

সাধারণ মানুষের মতোই বরদার বন্ধুরাও ভূতে বিশ্বাস করে না এবং বরদার গল্প বলাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরদার গল্প ফাঁদার টেকনিক হল, 'গোড়াতেই চমকপ্রদ একটা কথা বলিয়া শ্রোতাদের হতবুদ্ধি করিয়া দেয়, তারপর শ্রোতারা সামলাইয়া উঠিবার আগেই গল্প শুরু করে, তখন আর তাহাকে থামাইবার উপায় থাকে না।' (নীলকর)

বরদার গল্পগুলিকে নিছক ছেলে ভুলানো ভূতের গল্প কখনোই নয়। সেগুলির অধিকাংশই তার বলা নিজের অভিজ্ঞতার গল্প (প্রেতপুরী, দেহান্তর, টিকটিকির ডিম, সবুজ চশমা, মরণ-দোল, নীলকর, মালকোষ) কিছু অন্য কারোর অভিজ্ঞতার কাহিনি (রক্ত-খদ্যোৎ, মরণ-ভোমরা, অশরীরী), কিছু আবার তার বন্ধুদের সরাসরি হতে থাকা অভিজ্ঞতা (বহুরূপী, প্রতিধ্বনি, আকাশবাণী, ব্যোমকেশ ও বরদা)। অতীন্দ্রিয়ের মায়ালোক পেরিয়ে সেগুলিতে বারবার উঠে এসেছে সম্পর্কের টানাপোড়েন, মনের অন্তঃস্থলের অন্ধকার ছায়া। 'দেহান্তর' বা 'নীলকর'—এ যেমন অলৌকিকের উদ্ভাস ঘটে অবদমিত যৌন কামনার কারণে, 'অশরীরী' তেমনই ভূতের গল্পের আড়ালে একটি নিটোল রোমান্টিক প্রেমকাহিনি 'রক্ত-খদ্যোৎ'-এ মুঙ্গেরের স্থানীয় 'মিথ'-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ভয়ের আবহাওয়া। এতে 'মরণ-ভোমরা'-এ আর 'টিকটিকির ডিম'-এ আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য শরদিন্দু প্রেতলোকের বাসিন্দা হিসেবে মানুষের পাশাপাশি পশু-পতঙ্গের কাজে লাগিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল গল্পগুলির অপূর্ব নাটকীয় গুণ। 'মালকোষ' কিংবা 'সবুজ চশমা' গল্পে গল্পবস্তু যাকে বলে, তা না থাকলেও গল্প বলার মুনশিয়ানায় যে নাটকীয়তা আরোপিত হয়েছে তাতেই কাহিনিগুলি অসাধারণ সুস্বাদু হয়ে উতরে গিয়েছে। 'ব্যোমকেশ ও বরদা' কাহিনির শেষে ব্যোমকেশ ধরে ফেলে বরদার বর্ণিত ভূত আসলে অপরাধীই, যুক্তিবাদের জয় হয়, কাজেই গোটা কাহিনি জুড়েই বরদার জন্য বরাদ্দ থাকে দ্বিতীয় স্থান।

অবশেষে বরদাকে আমরা 'ভূতান্বেষী' বলবো নাকি একজন গল্প বক্ত বলবো সেটা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। তবে, আমরা যারা বরদার অনুরাগী শ্রোতা-পাঠক, আমরা তার মাথায় কী আছে তার ধার ধানি না, আমরা আমরা তার মনে দানা বেঁধে উঠতে থাকা আপাত অসম্ভব গল্পগুলো শোনার জন্য দাবী জানাতেই পারে।

পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়ানোর উপায়

প্রিন্স বিশ্বাস,
অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ

আমরা বড়োরা বাড়ির ছোটদের প্রায়ই বলে থাকি মনদিয়ে পড়তে অথবা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে। আঙ্ক সলে পৃথিবীর বেশির ভাগ শিশুদের পড়াশোনা করতে মন চায় না। একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিদিনই নিয়ম করে বেশ কয়েক ঘণ্টা পড়াশোনা করতে হয়। আবার অনেকের পড়লেও মনে থাকে না। আবার অনেকে দীর্ঘ সময় ধরে পড়ায় মনোযোগ রাখতে পারে না। যারা মনকে কেন্দ্রীভূত করে দীর্ঘ সময় একনাগাড়ে পড়াশোনা করে নিঃসন্দেহে তারা একাডেমিক পরীক্ষায় কিংবা চাকরির ক্ষেত্রে সফল হবেন। বাস্তবিক অর্থে একজন সফল ছাত্র ও একজন ব্যর্থ ছাত্রের পার্থক্য এখানেই। পড়াশোনায় দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখার কিছু বৈজ্ঞানিক উপায় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

শিশুকে ইলেকট্রনিক গ্যাজেট থেকে দূরে রাখুন

ইলেকট্রনিক ডিভাইস বিশেষ করে মোবাইল ফোন বর্তমানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মস্তিষ্ক খুব বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। ফেসবুক, ইউটিউ ব্যবহারকারীরা কোনো বিষয়ে বেশিক্ষণ মনোনিবেশ করতে পারেন না। কিছু ক্ষেত্রে তা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। দীর্ঘসময় পড়াশোনা করতে চাইলে শুরুতেই ডিভাইস দূরে রেখে সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে অফলাইনে থাকতে হবে, যাতে মনোসংযোগে কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটে। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ফ্রি না থাকলে পড়াশোনায় দীর্ঘক্ষণ মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়।

লক্ষ্য স্থির করুন

একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ঠিক করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পড়ার পরিকল্পনা করতে হবে। প্রয়োজনে একটি দীর্ঘ লক্ষ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যেমন- আগামী ছয় মাস পর যদি কোনো পরীক্ষার তারিখ থাকে এবং লক্ষ্য থাকে যদি সম্পূর্ণ সিলেবাস শেষ করা। তবে প্রথমেই সম্পূর্ণ সিলেবাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, আমাকে প্রথম সপ্তাহে এই এই টপিক পড়ে শেষ করতে হবে। লক্ষ্যের প্রতি অবিচল না থাকলে পড়ায় মনোযোগ ধরে রাখা যাবে না।

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করা

খাদ্যাভ্যাস একজন ছাত্রের মনোযোগ বৃদ্ধির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাঙ্ক ফুড ও অতিরিক্ত তেলে ভাজা খাবার বর্জন করা ও সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ করা শরীরের জন্যও উপকারী। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মৌসুমি ফল খাওয়া শরীরের জন্য খুবই উপকারী। দীর্ঘসময় পড়াশোনা করার জন্য আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ও পরিবর্তন নিয়ে আসতে হয়। তা ছাড়া অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ শরীরে ক্লান্তি ও ঘুম ঘুম ভাব সৃষ্টি করে। পড়ার টেবিলের পাশে জলের বোতল নিয়ে বসলেও ভালো।

প্রয়োজনীয় সবকিছু হাতের কাছে রাখা

পড়তে বসার আগে সব কাজ শেষ করে ও প্রয়োজনীয় সবকিছু পাশে রেখে তারপর পড়াশোনা করা উচিত, যাতে আর বারবার উঠতে না হয়। যেমন কেউ পড়তে বসল হঠাৎ করে মনে হলো তার কাছে নীল কলম নেই, এরপর সে এই কলম সংগ্রহ করার জন্য আবার টেবিল ছেড়ে উঠে গেল। এভাবে বারবার পড়া ছেড়ে উঠলে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে। আবার নতুন করে পড়া শুরু করতে হয়।

পড়ার পরিবেশ তৈরি করা

কোন খেলা খেলতে গেলে যেমন খেলার স্থান উপযুক্ত হতে হয়। তেমনি পড়ার জন্য, প্রয়োজন পড়ার পরিবেশ। দীর্ঘসময় পড়ার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা চাই। পড়ার স্থানটি কোলাহল মুক্ত ও জঞ্জাল মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এর পাশাপাশি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ও থাকা দরকার। পড়ার টেবিলটি গোছানো হলে পড়ায় মনযোগ দেওয়া সহজ হয়। পড়তে শুরু করার আগেই কী কী বিষয় পড়া হবে, তা ঠিক করে সেসব বিষয় হাতের কাছে রেখে পড়া শুরু করতে হবে।

চাই পর্যাপ্ত ঘুম ও শারীরিক ব্যায়াম

প্রত্যেকের দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা ঘুম শরীরের জন্য অত্যন্ত দরকারি। বর্তমানে অতিরিক্ত ইলেকট্রনিকস ডিভাইস ব্যবহার করার কারণে দেরি করে ঘুমানোর একটি অভ্যাস ছাত্রদের মাঝে প্রবল আকার ধারণ করেছে। মস্তিষ্ক ঠান্ডা রেখে দীর্ঘসময় পড়াশোনার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম দরকার। রাতে কোনো কারণে ঘুমের বিঘ্ন ঘটলে আমাদের উচিত অন্য কোনো সময় ঘুমিয়ে শরীর ঠিক রাখা। চিকিৎসকদের মতে, ঘুমের অভাব মানুষের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয়। শারীরিক ব্যায়ামও একজন মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। বিশেষ কারে ঘুম থেকে ওঠার পর কিছু হালকা এক্সারসাইজ শরীরকে সারা দিন চনমনে রাখতে পারে। এর পাশাপাশি যদি খেলার সুযোগ থাকে তাহলে তা করা উচিত। খেলাধুলা মানুষের মস্তিষ্ক চাঙ্গা রাখে, যা পড়াশোনা করার জন্য খুবই দরকারি।

টেবিলে বসার অভ্যাস করা

দীর্ঘসময় পড়াশোনা করা একটি অভ্যাসের ব্যাপারও বটে। হঠাৎ করে এ অভ্যাস রপ্ত করা যায় না। বলা হয় যে, নতুন কোনো অভ্যাস রপ্ত করার জন্য টানা ২১ দিন সে নতুন অভ্যাস অনুযায়ী চলতে হয়। ২১ দিন কোনো কিছু টানা করলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। শুরুতে পড়াশোনায় মনযোগ আসে না।মনযোগ না আসলেও টেবিল ছেড়ে ওঠা যাবে না। বই বা পড়ার বিষয়বস্তু নিয়ে টেবিলেই বসে থাকতে হবে। একসময় তা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং পড়ায় মনঃসংযোগ তৈরি হবে। বিখ্যাত অনেক লেখকেরাও ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিলে কিছু না লিখে বসে কাটিয়েছেন। এটা শুধু মনের একাগ্রতা তৈরি করার জন্য।

নিয়মিত সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করা

নিয়মিত সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করার মাধ্যমে মনকে কেন্দ্রীভূত করা যায় এবং একাগ্রতা বাড়ে। শিশুদের নিয়মিত ধ্যান, যোগা, নামাজ পড়া বা অন্যান্য ধর্মের হলে নিজ নিজ উপায়ে প্রার্থনা করা উচিত। পড়াশোনার পাশাপাশি ধর্মীয় প্রার্থনা যে কোনো ব্যক্তির মনে প্রশান্তি তৈরি করে, যা দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনায় সহায়ক।

R. K. Narayan's Malgudi: A Fictitious Town located in Colonial History

Pritha Chatterjee
Faculty, Department of English

Introduction:

R. K. Narayan (October 10, 1906 – May 13, 2001) is unquestionably one of the most well-known Indian authors writing in English. He is one of those lucid, discerning storytellers whose stories inevitably make their way to Indian school text books. Any academic course in Indian literature in English is practically unimaginable without at least one of his novels. Moreover, with the Hindi version of the screen adaption of *The Guide* in 1965 attaining a cult stature, and also the abiding popularity of the television series, "Malgudi Days," in the late 1980s, R. K. Narayan became a familiar name in almost every Indian middle class household of the last century far beyond the limits of academic and literary readership. Besides, in comparison with two of his most significant and absolutely brilliant contemporaries, Mulk Raj Anand (December 12, 1905 – September 28, 2004) and Raja Rao (November 8, 1908 – July 8, 2006), whose names are almost always uttered in the same breath with that of his own, Narayan is also the most pleasantly readable. The dignified simplicity of his language, which is generally considered to have an Indian "twang", the easy-going, humorous style of his writing and the graphic depiction of common, ordinary characters and their otherwise mundane lives, punctuated with sudden dramatic encounters and experiences, make him one of the most widely-read and beloved English authors of India. Above all, after more than two decades of his death well into this twenty first century of glamour and dazzle he is still fondly remembered by his readers as the creator of Malgudi, or, more precisely, as 'the old man of Malgudi', the small fictitious town in the southern part of India, which emerged during the colonial period and continued to thrive in post-Independence era.

Malgudi – R. K. Narayan's Locus Standi:

R. K. Narayan is surely not the only writer to create a fictional space to accommodate his own creative insights into and representations of human life. In this regard he is commonly clubbed with writers such as William Faulkner, Thomas Hardy, Arnold Bennet and Gabriel Garcia Marquez. But, in spite of this apparent similarity, all these writers are very different from one another in their respective authorial intention behind creating such a space. For example, Marquez utilizes his fictitious setting of Macondo to deploy his own brand of magic realism to address the absurdity of Latin American existence; whereas, Hardy's Wessex novels, steeped in a strong regional flavor, offers a starkly realistic representation of rustic, working class life of south-western England which intrigued the contemporary Victorian readership. Even in the context of Indian literature in English, Narayan's immediate coeval Raja Rao too employed this strategic tool of an imaginary setting in *Kanthapura* (1938). But, while Rao's Kanthapura, a fictional village in south India, becomes a transcendental utopian space of solidarity subsumed in Gandhian idealism, R. K. Narayan's Malgudi remains embedded in the mundane history and geography of a rather obscure part

of southern India from the late colonial era of the 1930s to the arrival of globalization in the 1990s. This very historicity of Malgudi adds to its dynamism which enables Narayan to locate all but one of his fifteen novels and most of his short stories, with all their varied appeals, in and around Malgudi.

Malgudi – A Semi – Urban Town in the South of Colonial India:

R. K. Narayan's first novel *Swami and Friends* was published in 1935 introducing the readers for the first, time to this invented space called Malgudi, a small town, situated somewhere around the Madras Presidency and the Princely State of Mysore in British India. It means that even if we can never vouch for the exact geospatial location of this fictional town on the cartographic image of our country, we can definitely identify the temporal space occupied by Malgudi in the colonial history of India. Malgudi has no space, but it has time. It is of profound import that among all the graphic depictions of the town, the small station of Malgudi would become one of the most iconic illustrations with its unassuming platform by the railway track. For the railways were, perhaps, the singular predominant pan Indian trope of British imperialism and colonial modernity. Malgudi is, therefore, similar to most of the not so old semi-urban towns which got alienated from the vast expanse of the rest of the rural agrarian country by dint of an inherently truncated form of westernization, yet could not transform into fully developed orderly urban spaces because of persistent colonial exploitation. The railway track here signifies this dichotomy of westernization and exploitation, connection and alienation.

Apart from the railway station the two other iconic structures of Malgudi, namely the Albert Mission College and the statue of Sir Frederick Lawley, are also imposing symbols of the British rule in India. Sir Frederick Lawley, a nineteenth-century British Architect, who created the town of Malgudi by combining a few villages, can easily be seen as a fictional recreation of Arthur Lawley who was the real governor of Madras in 1905. We all know that all the major colonial towns of India, Calcutta, Madras, Bombay and New Delhi, were founded in a similar fashion by early colonial adventurers or architects. In this regard the origin of Malgudi is identical with all of these cities.

The second formidable edifice of Malgudi, the Albert Mission College, exemplifies the pedagogical aspect of the empire. In the Albert Mission school little children like Swami are regularly taught the larger than life achievements of the early colonial explorers and adventurers like Vasco da Gama and Christopher Columbus who changed the history of the world. The innate absurdity of this colonial education system is particularly underscored in the tragic tale of Iswaran. He stoically endured every humiliation for years to pass the Intermediate examination. Instead of earning respect from his class mates for his unflinching tenacity, Iswaran was treated 'as a sort of thick-skinned idiot'. Finally, when he accomplished the impossible task and passed his examination, he, perhaps, lost the very purpose of his life and in a state of hallucinatory stupor killed himself by drowning in the river Sarayu.

The Map of Malgudi:

We do not have Malgudi on the map. But that does not mean that Malgudi has no map of its own. The old-fashioned pictorial map of Malgudi, as it used to be before the independence, is, however, also a work of fiction and a cartographical one. It was Dr. James Fennelly of New York's Adelphi University who compiled the map as an illustration to a scholarly article written by him entitled "The City of Malgudi as an Expression of the Ordered Hindu Cosmos". He read the article in the American Academy of Religion

in 1978. Whether we agree with his argument as evinced in the title, it goes without saying that the map is an extremely useful guide to the socio-historical scenario of the town. Even R. K. Narayan himself was impressed with the work to such extent that, with the consent of Fennelly of course, he published it in the front of his 1981 edition of *Malgudi Days.*

Now, if we have a close look at the map, we can see the Albert Mission College, the Ishwara temple, the Welcome restaurant, Palace Talkies, the cinema hall of the town. Following Charles Nicholl (2011), if we can imagine ourselves walking west along the Market Road, we will pass by Dr. Pal's Tourist Bureau, the local office of the *Madras Daily Messenger*, and then the statue of Sir Frederick Lawley, the former British Governor, after whom the Lawley Extention housing project is named. The river Sarayu flows to the north of the town somewhat securing the physical margins of the urban space. For near the river there is a village of the untouchables, where Gandhi stayed on a visit to Malgudi in 1937. There is also the Sunrise Picture Studios, where Mr. Sampath, the printer, made an unfortunate venture into the film industry. At the northern end of the town beyond the river rise the Mempi Hills, with tigers and forests and hidden temple-caves.

The map is quite interesting as there is nothing there which is redundant or which does not have a bearing on the emergence of Malgudi as an essentially colonial town. The river Sarayu with a mythical name alluding to the legendary kingdom of Ayoddhya and the exotic and wild Mempi Hills are not mere natural embellishments. These are the material exigencies. The very fact that Malgudi is located at the bank of a river implies an agricultural past of the region. May be, there are still farmers tilling their lands at the outskirts although gradually receding with the advance of the town. In *The Guide* published in 1958 just a decade after the independence we get a flitting nostalgic glimpse of how life was simpler for an older generation who lived in a primarily agrarian society infused with traditional culture. Raju's father had a little grocery shop where farmers on their way home stopped to chat about the weather and crops. Raju also remembers that as a child he went to sleep every night listening to the folk tales and the stories from the *Ramayana* and the *Mahabharata* which his mother knew by heart.

The Mempi Hills too speak of a more ancient, wild and ascetic history of mankind with its tigers and hidden caves. In the time of the stories, however, the Hills attract the attention of archeologists and tourists generating employment for people like Raju as guides. The hunting of man-eaters from the forest also adds to the thrill and adventure of an otherwise humdrum town life.

As the map suggests, Malgudi is not a static space. It evolves with time following the convoluted course of history. As A. Hariprasanna (1994) in *The World of Malgudi: A Study of R. K. Narayan's Novels* rightly observes, Malgudi "lives and grows and develops from novel to novel, from the early thirties to the early nineties." (Hariprasanna 23)

The People of Malgudi:

R. K. Narayan had probably had a deeper understanding of the impact of the British colonial rule in India than he is generally credited for. India's natural and human resources continued to be exploited for the industrial expansion of England and, except for some small industries catering to British commerce, India's own industrial growth was stunted. Agriculture also suffered. With the iron fist of the colonial extortion on the one hand and the burden of the western ethos, artificially superimposed on the feudal base of the Indian agrarian society, on the other, resulted in the emergence of the hybrid forms of towns and villages

with the inhabitants caught between the contradictory pulls of tradition and modernity. Malgudi is a typical example of such a hybrid town which carries all the symptoms of an uncalled for surgical transplantation in its body. It has its doctors, lawyers, English teachers as well as astrologers. In Malgudi there are characters with rather unconventional occupations as well. For example, Raju is a tourist guide who later becomes an event organizer. But the traditional sweet vendors, small shack owners and even money lenders are also to be found. These people, however, are having a hard time to cope with the changing times. Some of them are even devising ingenious methods to keep their business running.

Unlike Rao's kathapura, a thoroughly traditional village stratified in terms of caste, Narayan's Malgudi, a hybrid town, is apparently drawn by class. This class consciousness is prevalent even among the children of Malgudi. In *Swami and Friends*, Swaminathan, the boy protagonist, who never flinches from questioning the absurdities of the adult world, cannot help observing the contrast between the posh locality of Rajam's house and the dingy neighborhood of Keelacheri where he goes looking for the coachman's son. Nevertheless, Malgudi also could not get rid of the evils of the traditional caste system as there are still the untouchables living in the ghetto at the margins of the town.

In Malgudi we find neither capitalists nor proletariat. There are no factories, big or small, around Malgudi. There are small businessmen, agents, shop owners, Insurance and family planning officials, printers, taxidermists, archeologists, circus managers, script writers, actors and petty film makers along with respectable middle class professionals and white collar job holders. None of these people have any direct contribution or even connection with the agricultural or industrial production of the country. They chiefly belong to what is now called as the service sector. The inhabitants of Malgudi are small people of small town or to quote V. S. Naipal, 'small men, small schemes, big talk, limited means'. They constitute the middle class or, more precisely, the petit bourgeoisie of India. Away from the hegemonic conflict between the colonial masters and the bourgeois nationalists during the late colonial era, this bigger chunk of the Indian people was busy trying and making its way up the social ladder. These are the people who occupy a grey and, somewhat, unheroic chapter in Indian history which could only be redeemed by the creative humility which is so natural to Narayan.

Works Cited

Hariprasanna, A. *The World of Malgudi: A study of R. K. Narayan's Novels.* Prestige Books, 1994.

Naipaul, V.S. "The Master of Small Things". *Time Magazine,* June 11, 2001, https://time.com/archive/6952556/the-master-of-small-things-2/

Narayan, R.K. *Malgudi Days.* Indian Thought Publications, 2019.
-----The Guide. Indian Thought Publications, 2007.

Nicholl, Charles. "Rereading: R. K. Narayan". *The Guadian,* May 14, 2011, https://www.theguardian.com/books/2011/may/14/rk-narayan-malgudi-south-india

গতি

রাখী সাহা
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

পাতায় পাতায় দুরন্ত গতি,
আবছা আবিল মাখা রাত।
মন কেমনের পারাবারে,
উথাল পাথাল জীবনের কারাগারে,
জাগে প্রকৃতিতে হারানোর বাসনা,
মেঘের খেলায় ডুব দিয়ে চারপাশ আনমনা।
উচ্চ-নিম্ন স্তরগুলো বাতাসে ভাসে,
দলা পাকানো মনের অসুখ উগড়ে আসে।
বর্ষায় ভিজে দুটি কাক প্রেমের স্বাদে মেতে,
হাঁটতে হাঁটতে চোখ চায় সেই দৃশ্যে মেতে,
টুপটাপ বৃষ্টি দেয় তাদের সঙ্গ,
দুনিয়ায় দেখা যায় মুখোশধারীর রঙ্গ।

ঝুম বৃষ্টি

পুরনো পশলা বৃষ্টি আঝোরে
যে ছাতা পৃথিবীর আন্দোলনে হারিয়েছে,
পাওয়া গেছে বন্ধ এক বাক্সে,
প্রয়োজনের তাগিয়ে হাত বদল হয়,
রাস্তা চেনা হয় তার।
বৃষ্টি চেনে শব্দ চেনে।
আশ্রয়ের কাজ করে...
বাতাস এসে ছাতা ভেঙে ফেলে,
জড়ায় এক ভিখারিনীর জীর্ণ আঁচলে,
আঁচল তো নোংরা ধুলো,
বড়ো সাহেব-সুবোর ঘেন্না হয়,
ছাতাটা নিতে চায় না...
এখন বাসস্থান খোলা আকাশের নীচে,
যেখানে অমাবস্যা ভুক চাঁদের উদয়!

কালো সিঁদুর

রাণু অধিকারী
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

সিঁথির টকটকে সিঁদুর মেয়েদের সবচেয়ে বড় সম্মান-প্রতীক বা Status Symbol। এই রাঙা রঙের আড়ালে সধবার জীবনচিত্রটি উনিশশতকের বিভিন্ন নারী লেখিকাদের লেখায় আমরা পেয়ে থাকি। যেমন, রাসসুন্দরী দেবীর 'আত্মকথা' (১৮৭৬)। এই বইটির আলোচনা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছিলেন, ''... কবি বা উপন্যাসিক যে স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, রাসসুন্দরী সেই স্থান হইতে কথা আরম্ভ করিয়াছেন। কোন পুরুষ প্রতিভাবলেও রমনী হৃদয়ের গূঢ় কথার এমন আভাস দিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।' লেখাপড়ার জন্যই লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে হতেও পারে কোনও নারীর—এই অকথিত কথাটুকু বুঝতে চাননি সেযুগের নারী প্রগতিবাদী মানুষ। কারণ তাঁদের মতে রাসসুন্দরী দেবী 'নভেল নাটক পড়িবেন বলিয়া নহে... 'চৈতন্য ভাগবত' পড়িতে পারিবেন বলিয়াই লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ।''

'উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা সাহিত্যে নারীর নতুন ভাবমূর্তি অঙ্কনে ও দাম্পত্য সম্পর্কের নতুন আদর্শ স্থাপনে সাহায্য করে'—এই মন্তব্য করেছেন একজন গবেষক, 'বাঙালী নারী' বিষয়ে গবেষণা করে। এই মন্তব্য সঠিক, কিন্তু সেই 'ভাবমূর্তি পুরুষের স্বার্থে পুরুষের কল্পনার সৃষ্টি, তার সঙ্গে না আছে নারীর বাস্তবের বদ্ধ জীবন-পরিবেশের যোগ, না আছে সেই বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার কোনো পথনির্দেশ। উনিশ শতকের প্রধান উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা প্রায়শই ঘর ছাড়ে, আবার ঘরে ফিরেও আসে, সূর্যমুখী, শৈবালিনী কিংবা ইন্দিরা কিংবা প্রফুল্ল—এইসব স্বইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঘরছাড়া মেয়েদের নানান ছলে-বলে-কৌশলে পুর্নবার ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে কখনও ভোলেন না বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হয়? একবার যে মেয়ে ঘরের বাইরে বার হয়, আর কি ফিরে আসা হয় তার? রামের আদর্শ কি ভুলতে পারে সে যুগের বাঙালি পুরুষ? সীতা তো সেই অর্থেই সমস্ত নারীর আর্কেটাইপ-সতীত্বের গৌরবে গরবিনী সীতার নিজের কোনো ঘর নেই! মেয়ে মাত্রেই চির উদ্বাস্তু, চির-নির্বাসিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সধবার পতিভক্তিই রূপায়িত হয়েছের অত্যধিক। অবশ্য তাঁর কলমে পতিরাও পত্নীপ্রেমে কম যান না কিছু, মাঝে মাঝে শুধু অন্য নারী বিষয়ে 'মোহ' জন্মায়—এই যা। কুন্দননন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রর কিংবা রোহিনীর প্রতি গোবিন্দলালের মনোভাব অভ্যস্ত খাবারের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু-আধটু মুখ বদলানো শুধু, তাঁদের সেই সামান্য বিলাসটুকুর জন্য কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিনীকে প্রাণ দিতে হয়—কিন্তু তাতে কী আসে যায়। ভ্রমর তার খুনি স্বামীকে ক্ষমা করেনি, কিন্তু রোহিনীকে পতিতালয়ে পাঠিয়ে গোবিন্দলাল যদি ফিরে আসতেন ভ্রমরের কাছে তবে অবশ্যই তিনি ক্ষমার যোগ্য হতেন, সমস্যা তো শুধু কুন্দনন্দিনী কিংবা রোহিনী বিধবা বলে, কুমারী হলে দুই বিবাহ তো বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কোনো সমস্যা নয়। বরং তার উপন্যাসের নায়িকারা বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে আক্ষেপ জানালেও বহুবিবাহ বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করেনি। ইন্দিরার জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, ''যাহারা বলে বিধবার বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নাহলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষমানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তি তত্ত্ব বুঝিবে কি? দেবী চৌধুরানী প্রফুল্ল হয়ে ফিরে গিয়ে ঘাটে বাসন মাজতে বসল, 'কেহ জানিল না তাহার অক্ষর-পরিচয় আছে। গৃহধর্মে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নাহি।' প্রফুল্লর সংসারে সতীন সমস্যা নেই, সে বলে 'আমি একা তোমাকে ভোগদখল করিব না।' এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মেয়েদের দিয়েই বলিয়ে নিয়েছেন বিধবাবিবাহ বাল্যবিবাহ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রতিকূল কথা। লিঙ্গ রাজনীতির (Gender Politics) এই কি চূড়ান্ত নিদর্শন নয়?

গ্রন্থ ঋণ

১. রাসসুন্দরী দেবীর 'আত্মকথা' (১৮৭৬) ২. দীনেশচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' ৩. রাজশ্রী বসু 'মানবীবিদ্যা'

অন্তিম প্রার্থনা

রীতম পাল
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

লোডশেডিং হলে সমস্ত কৃত্রিমতা নিভে যায়
পথ হারানোর আর কোনো দায় নেই,
মৃত নক্ষত্রের মতো ভেসে থাকি দূরে
মায়াবী জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দেয় আধখানা চাঁদ।
যেন শব্দের মতো মিশে যায় হওয়ার শরীরে,
ভেসে বেড়ায় নিছক কোনো মেঘের মতো
পাহাড়ি কোনো নদী বয়ে গেলে শব্দ হয়!
কিন্তু সম্পর্কের পতনে কোনো শব্দ নেই।
তবুও তোমার শরীর বেয়ে উঠে যেতে দাও
ছাদের ওপর হৃদয়ের মত মস্ত আকাশ,
পূর্ণিমার চাঁদ এখনো কিছুটা রয়েছে।
আবছা আলোর মতো ছুঁয়ে যাবো শুধু
সমস্ত শিরা বেয়ে নেমে আসে শীত।
কথা দিচ্ছি, কোনো শব্দ হবে না!
হওয়ার সঙ্গে মিশে গেছে সময়,
পথ নেই আর, তুমি আছো শুধু
নীচ থেকে খুলে দাও দরজা
উঠে যেতে দাও সিঁড়ি বেয়ে ওপরে।
চিলেকোঠার ছাদে এখনো কিছুটা
আগামীর রাত্রি নামা বাকি আছে।

কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

সাইদা খাতুন
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাণিজ্য বিভাগ

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়কার কথা। তখন আমরা আমাদের প্রধান অধ্যক্ষা মহাশয়ার কাছে কলেজের শিক্ষামূলক ভ্রমণের আবেদন নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেক ভাবনা-চিন্তা করার পর জায়গাটি ঠিক হল—ডুয়ার্স।

পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এই অঞ্চল যা ভূটান-ভারতের যোগাযোগ স্থল, একে আবার ভারতের পূর্ব প্রবেশদ্বারও বলা চলে।

তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা নদী, পর্বতবৃন্দ, সবুজে ঘেরা সৃজনশীল পরিবেশ একদম মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের দিন ঠিক হল ৬-১১ মে (২০২৪ সাল)। অনেক কষ্টে বাবা-মাকে রাজি বারানোর পর মাত্রার তোরজোড় শুরু করলাম। ছাত্রজীবনের শেষকালে এসে এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায়? যাবেই না, এ যেন আমাদের সকলের কাছে একটি বিরাট ব্যাপার! বন্ধুদের সাথে ৪দিন একসাথে মজা করার এইরকম একটি সুযোগ তো আর, জীবনেই পাওয়া যেত না, মেয়েমানুষ, ৪ দিনের জন্য তাও আবার নাকি বন্ধুবান্ধবদের সাথে! বাবা-মার তো কল্পনারই বাইরে। তবুও আমার মা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে যেতে সাহায্য বারেছে।

আমাদের কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা মূলত প্রধান অধ্যক্ষা মহাশয়া যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন, সাহায্য করেছেন, তা বলা বাহুল্য।

আমরা মোট ২০জন ছাত্রছাত্রী এবং ২জন প্রফেসর আমাদের সাথে যাওয়ার কথা ঠিক হয়েছিল। সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষা মহাশয়া মেয়েদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুবই প্রখর দৃষ্টিপাত করেছিলেন। হোস্টেল বুকিং, স্পট ভিজিট, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন।

উৎসাহময় রাত এসে উপস্থিত হল, ৬ মে ২০২৪, বাবা-মাকে ছেড়ে যেতে খুবই খারাপ লাগছিল ঠিকই, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে কলেজ লাইফে শেষ ঘুরতে যাচ্ছি—তার উত্তেজনাটাই আলাদা।

আমরা সময়মতো শিয়ালদহ স্টেশনের জন্য রওনা দিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ছমছমিয়ে বৃষ্টি নেমে গেছিল। সকলে মিলে ওই বৃষ্টিতেও সেল্ফি তোলা, নিজেদের মতো মজা করা কিন্তু আমরা ভুলিনি।

হঠাৎ-ই দেখলাম প্রিন্সিপাল ম্যাম হাতে একহাঁড়ি রসগোল্লা নিয়ে উপস্থিত হলেন আমাদের সি-অফ করতে। সেদিনই ঈশিতা ম্যামের সঙ্গে প্রথম আলাপ। তখন ম্যামকে দেখে এটা ভাবতেই পারিনি উনি আমাদের এতটাই আপন করে নেবেন যে, যখন আমরা ১১ তারিখ শিয়ালদহ স্টেশনে ফিরব, সবচেয়ে বেশি ওনার জন্যই আমাদের খারাপ লাগবে। ভাবতে পারিনি ৪ দিনের পরিচয়ে আমাদের নিজের হাতে করে খাইয়ে দেবেন। ম্যামের হাতে খাওয়াটা আমাদের সমূলর কাছেই সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি হিসেবে থেকে যাবে।

বেজে গেল রাত ৮.৩৫। শিয়ালদহ স্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ঢুকে গেল। আমরা বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে ট্রেনে উঠে উঠে পেলাম। ট্রেনে শুরু হল সুরোজিৎ ও প্রতীমের নাচ। আমাদের সবার সিট বিভিন্ন জায়গায় থাকলেও আমরা

সকলেই একই কর্মপার্টমেন্টে একে-অপরের কোলে বসে-দাঁড়িয়ে, নাচ পান করতে করতে অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে গেলাম। এরপর রাতের খাবার সময় হয়ে এল, আমরা যে যার বাড়ি থেকে। যা খাবার নিয়ে গেছিলাম সব ভাগভাগি করে খেলাম। রাতে হঠাৎ আমার খোঁজ পড়া শুরু হল কেননা আমি আগে ঠিক করেই গেছিলাম, যে ঘুমাবো না, আরও যারা সুমাবে না, তারাও আমার সঙ্গী হল, এবং আমরা সকলে মিলে সারারাত গল্প করলাম, লুডো খেললাম। আমরা ভেবেছিলাম রাতটা খুব ইয়ারকি-ফাজলামি করেই কাটাব, যেহেতু ম্যাম আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, তিনি তাঁর ছাত্র জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ঘটনার কথা আমাদের শোনালেন। রাতের প্রথমদিকটা বেশ ভালোই কাটছিল, হঠাৎ শুরু হল সুপ্রিয় এবং সৌমোদীপের ফাজলামি।

ফ্রায় সকাল হয়েই এল, তখন আর কে ঘুমায়? সকলেই জেগেছিলাম এবং মনোরম প্রকৃতিকে অনুভব করছিলাম। প্রকৃতি যে এতটাই সুন্দর, তা এর আগে কোনোদিনই এভাবে দেখেনি, চোখ জুড়িয়ে সেছিল। সেই চা-বাগান, পাহাড়, নদী দেখ তে দেখতে চলে এলাম মাদারিহাট স্টেশনে। গাড়িগুলি ঠিক স্টেশনের বাইরেই আমাদের অপেক্ষা করছিল। দুপুর দুটোয় পৌঁছে গেলাম আমাদের যুব-আবাস অর্থাৎ হোস্টেলে, আমাদের মেয়েদের আর ছেলেদের দুটো আলাদা আলাদা ঘর ছিল মানে ডরমিটোরি। আমাদের পাশের ঘরটায় ছিল ম্যামের ঘর। দুপুর তিনটেয় স্নান করে রেডি হয়ে দুপুরের খাবার খেতে সকলে চলে গেছিলাম ডাইনিং লাউঞ্জে। প্রথমদিন তবে বেশি কোথাও না—হালং নদী ও আশেপাশের মার্কেট দেখে নিলাম। ঘুরে আসার পর চায়ের টেবিলে বসে চা এবং পকোড়া খেতে খেতে বেশ আড্ডা হল, তারপর শুরু হল আনতাক্ষরি, আরও বিভিন্ন গেমস সেখানে আমাদের ঈশ্বরস্যারও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, আমরা সকলেই প্রচুর মজা করেছিলাম। সত্যিই সার ও ম্যামের জন্যই আমরা এতো আনন্দ করতে পেরেছিলাম, ওঁরা যেন আমাদের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন।

৮ মে সকালের জলখাবার সেরে ফেলার পর আমরা রওনা দিলাম রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়ামের দিকে। সেখানে গিয়ে আমরা দেখলাম বিভিন্ন পশুপাখি—যাদের দেহ, শিং, চামড়া এবং ডিম সংরক্ষণ করা হয়েছিল কেমিক্যালের দ্বারা, সেখান থেকে বক্সার দিকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। বেশির ভাগ রাস্তাটাই আমরা গাড়ি করে উঠেছিলাম এবং তারপর দুকিলোমিটার ট্রেকিং করে উঠেছিলাম। এটিও একটি অন্যরকম অনভূতি দ্বিল। ট্রেকিং করে উঠতে উঠতেই পাহাড়, ছরণা, জঙ্গল, নদী সব দেখতে দেখতে অনেক ছবি তোলা হল। মানে ছেলেগুলোকে একেবারে পাগল করে দিলাম—ভাই, সৌমোদীপ! এখ ানে একটা ছবি তুলে দে! ভাই, অভিষেক তআমি হেঁটে হেঁটে ট্রেকিং করছি, তার একটা ভিডিয়ো করে দে। কিন্তমানতেই হবে আমাদের যেকটা ছেলেবন্ধু ছিল প্রত্যেকোই আমাদের সুন্দর সুন্দর ছবি-ভিডিয়ো করে পুরো ভ্রমণটা চিরস্মরণীয় করে তুলে দিল। এই সব করতে করতেই দুকিলোমিটার পথ আমরা অনায়াসেই অতিক্রম করে ফেললাম। বক্সার পাহাড়ে পৌঁছে ওখানকার জেল, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তাও দেখেছিলাম। এবার এখানে বিশেষ একটি কথা ছিল—এই যে, ৮ মে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ছিল। বক্সা জেলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে জড়িত তা আমরা সকলেই জানি। তারপর আমরা জয়ন্তী পাহাড়ের দিকে রওনা দিয়েছিলাম, রবীন্দ-জয়ন্তীর জন্যই কিন্তু ৮ মে আমাদের জয়ন্তী পাহাড় ঘোরা হয়েছিল।

তাই এই বক্সা-জয়ন্তী রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঘোরার প্ল্যানটি করা হয়েছিল। হোস্টেলে ফেরার পথে তোর্সা নদীতে নেমেছিলাম। সেখান থেকে চিলাপাতা জঙ্গলের সাফারি করে হোসেটল ফিরলাম। চিলেপাতা জঙ্গল সাফারিতে আমরা একটি বাইসন ও একটি গন্ডার দেখেছিলাম। যথারীতি চায়ের টেবিলে আড্ডা এবং তা রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর দিনটি শেষ হল।

পরেরদিন সকালে আমরা রওনা দিয়েছিলাম ঝালং নদীর দিকে। সেখানে পরিষ্কার টলটলে জলস্রোত দেখে জলের লোভ সামলাতে না পেরে আমরা সকলে জলে নেমে গেলাম, এমন কি আমাদের কেউ কেউ আবার বড়ো বড়ো পাথরের উপর বসে নদী এবং চারপাশের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম। ঝালং থেকে বেরিয়ে বিন্দুর দিকে যাব, হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। চারিদিকে পাহাড়, সাথে বৃষ্টি, উঁচুনীচু ঢেউ খেলানো রাস্তা—এ এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলাম। ভয়ংকর রাস্তা পার হতে হতেই পৌঁছে গিয়েছিলাম রকি আইল্যান্ড। সেখানে কিছুক্ষণ বসে চা-কফি খেয়ে সামসিং-এর দিকে যাত্রা শুরুব করলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি পাহাড়ি রাস্তার ধারে মোমো এবং ম্যাগি পাওয়া যাচ্ছে, ওখনকার লোকাল লোকজন অতি প্রক্রিয়ায় তা তৈরি করে, সেটা আমাদের কলকাতার তুলনায় একটু আলাদা হয়। আমরা লোভ সামলাতে না পেরে মোমো আর ম্যাগি খেলাম, এর সঙ্গে সামসিং-এর সৌন্দর্য তা বলে বোঝানো যাবে না, একদিকে সুন্দর সুন্দর চা-বাগান অপরদিকে পাহাড় এবং চাপরামারি জঙ্গল দেখতে দেখতে আমরা হোস্টেলে ফিরে গেলাম।

দেখতে দেখতে শেষ রাত চলে এল। আমরা মেয়েরা ঠিক করলাম যে আমরা সারারাত ঘুমাবো না। হোস্টেলের বারান্দায় ১২টা নাগাদ শুরু হল কবাডি খেলা, খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার পর ভুক্কর পার্টিরা বেঁচে থাকা চিপ্স-কোল্ড ড্রিংক্স খেয়ে আবার নাচ গান শুরু করল। এই হোস্টেলে কাটানো ওই একটা একটা শেষরাতেই আমি আমার পুরো হোস্টেল জীবন কাটিয়ে ফেললাম। এই মুহূর্তগুলো আমি কোনোদিনও ভুলতে পারব না। দেখতে দেখতে ভোর হল, আমরা জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জন্য রওনা দিলাম। সেখানে গিয়ে প্রথমেই একটি সুন্দর ময়ূর দেখেছিলাম। তারপর তো চারদিকে তাকালেই ময়ূর দেখতে পাচ্ছিলাম। তখনই আমি সব পশুপাখির হিসাব রাখতে শুরু করলাম। সেখানে গিয়ে আমরা পঞ্চাশটি ময়ূর, বারোটি বাইসন, পাঁচটি হাতি, একটি হরিণ ও নানান রকম পাখি দেখেছিলাম যাদের নাম আমার জানা ছিল না।

সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে ভুটানের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে তো আর ও অন্যরকম অনুভূতি অন্য দেশ, অন্যরকম পোশাক-আশাক, অন্য ভাষা যেমন সিনেমায় দেখেছিলাম সেইরকমই হুবহু সব। সেখানে প্রথমে আমরা একটি বৌদ্ধ মঠে, গুম্ফা মঠে গেছিলাম—সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাদের তাদের পড়াশোনার পদ্ধতি এবং ধর্মের উপাচার সম্পর্কে নানা কথা বললেন। তারপর আমরা রওনা দিয়েছিলাম হ্যাঙ্গিং ব্রীজের দিকে, গোটা ভ্রমণে এটিই আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর স্পট। সেখানে নীচে নদী উপরে আকাশ আর আমরা ঝুলন্ত ব্রীজের উপর এগিয়ে চলেছি, তার অনুভূতি বলে বোঝানো অসম্ভব। ফেরার পথে ভুটানের মোমো খেয়ে স্টেশন পৌঁছে গেলাম। স্টেশনে আসতে না আসতেই সবার মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠল। সত্যিই যে মুহূর্তগুলোর সাক্ষী আমরা হয়ে রইলাম, কখনোই ভোলার নয়, কালেজ জীবনের প্রথম এবং শেষ বন্ধুদের সঙ্গে একসাথে ঘুরতে আসার অন্তিম লগ্নে এসে আমরা পৌঁছেছিলাম। আমাদের কারোরই এই মুহূর্তগুলো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। যাইহোক, সকলেই আমরা খুব ক্লান্ত ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি খ াওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কখন শিয়ালদহ স্টেশন ঢুকে গেছিলাম—তা টের পায়নি। খুব মন খারাপ হচ্ছিল চারটে দিন সকলে একসঙ্গে থাকা-খাওয়া-ঘোরা এবং সবচেয়ে বেশি মন খারাপ হয়েছিল ঈশিতা ম্যামের জন্য। এই ডুয়ার্স ভ্রমণটি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে এবং এর জন্য আমি আমি আমার কলেজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। এখানে একটি মানুষের কথা না বললেই নয়—একাধারে বন্ধু হিসেবে ঈশ্বরস্যার কোনো অভাব বোধ হতে দেননি। আমার সকল বন্ধুদের ও এই সফলতার পিছনে অসংখ্য অনুদান রয়েছে বিশেষ করে প্রতীমের।

William Faulkner's *Light in August*
A Discourse on Racial Anxiety in the American South

Dr. Sayantina Dutta
Faculty, Department of English

William Faulkner's fiction depicts the American South, enlarging upon such issues as racial, class, and gender conflicts. In almost all of his novels, he presents the white Southerner's inhuman treatment of blacks through the portrayal of their sufferings. This paper examines Faulkner's novel *Light in August,* focusing on the racial conceptions that shaped the postbellum Southern racial anxieties so vividly depicted in the novel. His work represents one of the richest troves of historically authentic fiction in American literature. The Yoknapatawpha stories span more than a century and a half of history, from 1800 to the 1950s, and they focus on one particular place, Lafayette County, Mississippi, a place whose landscape, people, events, and history all bear strong resemblance to those of the author's imaginary locale. Faulkner took great care to develop a cast of characters, families, landmarks, and folklore, and to envelope them all in a process of change over time. Nearly every work of fiction documents not only the details of ordinary life, especially the speech, its idioms, and dialects, but also the dress, the manners, work, leisure, food, and countless other folk customs.

While speaking about Yoknapatawpha, Robert Penn Warren comments: "The land, the people, and their history – they come to us at a realistic level, at the level of recognition" (qtd. in Doyle 10-11). In his work, Faulkner explores the South's past, raises disturbing questions about it, and, at times, contests some of the fundamental premises on which Southern whites had built their society. He seemed intent on subverting fiction from its historical and social sources. Underlying the gothic grotesque and violence of Faulkner's Yoknapatawpha was a moral tale of universal significance. This was not just about the South, but about the human condition everywhere. Yoknapatawpha was a 'legend' of the South, set in a mythical place with characters whose stories represented universal human predicaments.

The Civil War and Reconstruction shattered the pristine, pastoral world of Southern agrarianism, giving way to materialism, greed, and a general disregard for nature and the human community. In the olden days, there was a South whose virtues rested on closeness to the land and cultivation of the soil. Despite committing the injustices of slavery, the gentry of the Old South were families with a strong code of honour and paternalistic duty, a sense of tradition, family loyalty, and courage. The large majority of the Old South, and the heart of this agrarian society, was the virtuous yeomen class of farmers, the plain folk of the South, who, without great wealth in land or slaves and without education, enjoyed a simple folk community of virtue, also bound by values of family honour. According to Faulkner, the Old South of the

legend is no longer an aristocratic, genteel society; rather, it is a crude frontier where ambitious men of dubious social origin dupe and cast the Indians out of land, clear the forests, break the land, and rapidly raise plantations. White settlers, already having infiltrated the Chichasaw domain trading clothing, shoes, candy, and whiskey with the Indians, now swarm into Yoknapatawpha, disgorging the natives of the land, buying up huge parcels, and converting the former wilderness, full of game and forests, to plantations.

It is a South of savage exploitation of human labour and cruel disregard for human rights, ravaged by reckless abuse of the land. The decline of the Sartoris and Compson families and the ascendance of the Snopeses, in Faulknerian terms, summarize the plot of Southern history. Faulkner is able to create real possibilities for exploring human nature and revealing particular intricacies of social hierarchies in order to expose the origins of oppressive actions by individuals and masses. In a significant departure from the traditions of southern writing, Faulkner wrote narratives that employed a raw, and sometimes brutal, authenticity. His works bring black, white, multi-racial, as well as poor, middle-class, and wealthy characters face-to-face in situations where they at times transgress racial and class boundaries. Faulkner's resulting narratives capture fully the problematic dynamics of the South's segregation history, a time when racial battles were being fought daily, lynching occurred across the South, and Americans in general were suffering from the poverty of the Great Depression. Faulkner frequently portrays individuals in his works who are marginalised or excluded from society, particularly black males and females. Nancy, in the story *That Evening Sun,* Will Mayes, in *Dry September,* and Joe Christmas, in *Light in August,* experience social and cultural ostracism due to their nonconformity to societal norms. In all of these portrayals, including Joe Christmas's depiction, the term 'black' is not merely associated with one's skin colour, but rather it is seen as a social position that is subjectively influenced by wider influences such as language and culture.

Faulkner held deep admiration for his region, but he was consumed by terror as he contemplated the persistent racial struggles that plagued the country. His works predominantly address issues concerning the standing of women in society, as well as the mingling of races and social strata. Joe Christmas, the central figure in the novel *Light in August,* is a very contentious character due to his indeterminate racial origin. Regarding this matter, we can refer to Michael Omi's thoughts on the concept of "racial formation":

> One of the first things we notice about people when we meet them (along with sex) is their race. We utilize race to provide clues about who a person is. This fact is made painfully obvious when we encounter someone whom we cannot conveniently racially categorize – someone who is, for example, racially "mixed" or of an ethnic/racial group with which we are not familiar. Such an encounter becomes a source of discomfort and momentarily a crisis of racial meaning. (126)

The racially indeterminate character of Joe, whether imagined or actual, epitomises the conflict present in the story. He does not conform to any societal group, as he does not belong to either the black or white community; he is of mixed race, commonly referred to as a mulatto. He finds himself in a position where he does not align with any one race or religion. His mixed-race physique embodies and represents a cultural confusion that has the potential to continue causing significant instability. Without a racial identity, individuals are at risk of lacking a distinct sense of self. The character is deeply split and constantly tortured. What's even more perilous is that he is unable to free himself from his internal conflicts, which hold him captive until the very end. Joe's estrangement initiates with "… his social alienation in the orphanage in

which he lives until he is five, and where he is introduced to the concept of being a nigger, the primary name by which the other children refer to him" (Bell 120). It is evident that his partial blackness enables white men to use disparaging language when addressing him, and as a result, he progressively retreats into his own world. The marginalised individual is inadvertently isolated as a result of the condemnation and stigmatisation they experience from the rest of the world. In Joe's case, his own name also contributes to his perception as foreign, which allows him to evade detection: "The strangeness of Christmas's name enables him a literal escape from the totalizing power of social abstraction, as he can be figured only as something foreign…Christmas as a surname fails to register meaningfully within a system of representation in which 'a man's name is…just the sound for who he is" (Bell 118).

Joe Christmas is subjected to violent racial animosity without anyone ever knowing whether he had any black ancestry, including Joe himself. It is conceivable that Faulkner was contemplating the ambiguous inheritance of guilt and responsibility that a young man bears for the actions of his progenitors, and that a white man bears for what may be his black relatives. In addition, he was in search of the significance of race in a society that established clear social and legal divisions among different races, granting white individuals the authority to violate and obscure such divisions. William Faulkner has masterfully crafted a multitude of characters that come to life on the expansive canvas of his works, exuding a palpable sense of reality and vitality. Several of his characters are fashioned after the individuals in his own family. His black characters are very durable and intricately depicted representations of life in the American South. According to Doreen Fowler:

> William Faulkner is the greatest writer the South has produced. In twenty-century American fiction, in capturing the rich variety and disorder of American life, no one else has come anywhere close to the depths of intensity and comprehensiveness of Faulkner's imagination. But if ever an American writer took on a subject filled to overflowing with war, violence, pain, cruelty, exclusion, servitude, impoverishment, racial pride, hatred and resentment of the rest of the country, defeat, deceit, and delusions of everlasting power over others, it was Faulkner. (3)

Joe's situation intimately links the concepts of alienation or otherness. Kevin Bell observes : "Joe's intrusion as a figure of otherness into a social texture of white, masculine homogeneity" (113). The feeling of non-adherence creates a sense of inferiority, and the outcast characters, such as Joe, suffer not only from social alienation but also from inner emptiness. Christmas's self-hatred makes him unbearable to himself, and he lives "a life of perpetual dislocation" (121). He chooses to be mostly isolated, even though he has relationships with other men and inevitably interacts with them. His isolation is a form of defence, as much as a form of individual incapacity to get attached to places or people: "Able to live anywhere, Christmas is also able to leave anywhere, attached to no home and no particular other" (121). His relationship with Joanna Burden exemplifies his distorted nature, as he feels a need to be with her, yet ultimately acts to rid himself of her. He murders the woman, thereby extinguishing any hope of salvation from himself.

Racial stereotyping linked to poverty is a prevalent theme in *Light in August.* The entire social framework of the South was built in order to prevent Afro-Americans' financial emancipation. Underpaid, hard work at the sawmill, performed by Christmas, is referred to as "negro's job at the mill" (Faulkner 17). Trying to send Christmas to the "nigger college [...] so they wont charge you anything," Joanna shows him his

place. For Joanna, "blackness means poverty" (121), and poverty is associated with submissiveness, which is connected to subordination. Christmas's attitude triggers aggression in people because, at every stage of his life, he refuses to submit to anyone. Starting from the moment when McEachern is trying to force Christmas to obey him, to the day of his coming into Mottstown, where instead of acting like a runaway slave, he is walking the streets "like a white man" (133), Christmas expresses his disagreement with his position in the social hierarchy.

The main struggle of Joe Christmas is his conflict between who he is and what he wants, his identity and his desire. The two factors are mutually exclusive. Christmas wants to be treated like a white man, but his uncertain origin makes him socially maladjusted. He is trying to find his way through the racial division of the American South to assimilate into one of the existing communities. However, his attempt to be a part of a black society is doomed to failure because his socialization took place with white Southerners. For this reason, he despises black Americans and, thereby, despises himself. His aggression against black people—beating a black prostitute in the barn or aggressive behaviour in the black church—is directed against that part of society that prevents him from feeling like a full-fledged member of the society, which is all he wants:

> There were people on these porches too, and in chairs upon the lawns; but he could walk quiet here. Now and then he could see them: heads in silhouette, a white blurred garmerited shape; on a lighted veranda, four people sat about a card table, the white faces intent and sharp in the low light, the bare arms of the women glaring smooth and white above the trivial cards.
>
> 'That's all I wanted,' he thought. 'That don't seem like a whole lot to ask'. (49)

Joe Christmas rebels against the social norms that are in force in the American South. This attitude eventually leads to his death, indicating that the main character of *Light in August* is looking not so much for his identity but rather for acceptance of his strangeness by others and that the search is a fundamental part of his existence. His struggle is doomed to failure, and the conformist attitude—acceptance of the white community's values—would be, in his case, a much better choice, as it would give him full civil rights. However, since his adoption by McEchern, Joe Christmas has been fighting for the right to be himself. He does not even do it consciously. It is just a part of his nature, as it is shown in the scene below: "The child was not listening. He was not bothered. He did not especially care anymore than if the man had said the day was hot when it was not hot. He didn't even bother to say to himself, my name ain't McEachern. My name is Christmas. There was no need to bother about that yet. There was plenty of time" (61). Almost thirty years after this incident, Joe still keeps fighting. Christmas is considering a possible marriage with Joanna, which would give him "peace and security to the end of life" (108). But he rejects this possibility because by accepting it, he "would deny all the thirty years that he has lived to make him what he chose to be" (108). In spite of having socialized among white people, he scorns black Americans. On the other hand, despite the traumatic experiences of his early childhood, Joe Christmas has all the makings of a white person. McEcharn, in spite of all his cruelty and callousness, does not care about Christmas's background. He just wants him to adopt his values. Christmas's appearance and the way he speaks do not indicate that he belongs to a different race either. He does not have to aspire to be white because, from the white community's point of view, he is already white. Otherwise, he would not be allowed to be a part of it. From

white Southerners' viewpoint, personality traits are closely associated with racial affiliation, and no one is able to change them. Under such circumstances, the only chance for Christmas to build a positive image of himself is the acceptance of his strangeness by the other members of the white community. He wants to be accepted, regardless of his racial background. Therefore, he always mentions his origin, although this behaviour eventually leads to his death.

Faulkner was a keen observer of his social environment. His understanding of history came from a variety of sources, mostly oral tradition, passed on from elderly aunts, black servants, old men at the courthouse square, and scholars at the university. Faulkner's narratives were also significantly inspired by another often overlooked element of Oxford's history: the lynching of a black man, Nelse Patton, that occurred on the Oxford town square when Faulkner was a boy there. At the time, a furious mob of hundreds of people from the local and surrounding counties gathered to hang Patton long before due process could be employed. The effect of this brutal incident on Faulkner has never been made clear; however, the account of Patton's death deserves a full examination not only for what it says about the racial environment that Faulkner grew up in but also for what it can teach us about Faulkner's writing. In the United States, the colour of one's skin can tell a distinctly violent story, one that is mired in sexual violence or mere physical coercion between white bodies and bodies marked not-white. The notion of trauma and the physical and psychic marks it leaves behind is one applicable to racial oppression. *Light in August* reveals a more complex idea of how the interracial body and its embodied miscegenation can fracture the identity of the beholder. The novel is an image of the conflict between the individual, who strives for his place in society, and the system, in which the struggle is destined to be lost. As the notion of race in this narrative alludes to the disparities among individuals, the book Light in August has a universal dimension that goes far beyond the political and social relations of the American South.

Racism repeatedly extends its poisonous tentacles in broad daylight. It was horrifying to witness in May 2020 how an African American man named George Floyd was gasping for air and writhing in agony as a white policeman's knee crushed his neck in Minneapolis, Minnesota. Within minutes, Floyd passed away. This incident highlights the numerous instances in which black lives have been brutally taken away by police violence in America, despite the fact that "black lives matter" just like any other. The civil rights movement and the American Civil War both fought for equality and dignity for Black people, yet systematic violence and prejudice against them still exist. Racism persists unchecked and occurs everywhere in the world.

While William Faulkner is known for his strong connection to the American South, he can also be considered a universal figure. He possessed a profound comprehension of human suffering and skillfully depicted moments of joy and despair, transcending geographical boundaries and applicable to various regions and historical eras. Unfortunately, the belief in white supremacy and the prohibition of racial discrimination persist in our era. Even in the present day, it is undeniable that the truths he depicted in his writings remain valid: racism continues to persist, and conflicts arising from differences among individuals still occur. The twenty-first century has yet to provide satisfactory answers to problems of tolerance or acceptance, put an end to discussions concerning skin colour, or resolve the issue of extreme poverty. Regrettably, there is no unequivocal solution for the issues of intolerance or starvation. Therefore, Faulkner remains just as relevant in the present day as he was one hundred years ago.

Works Cited:

Bell, Kevin. *Ashes Taken for Fire: Aesthetic Modernism and the Critique of Identity.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

Doyle, Don Harrison. *Faulkner's County: The Historical Roots of Yoknapatawpha.* Chapel Hill: University of North Carolina Press Books, 2001.

Faulkner, William. *Light in August.* New York: Random House Inc., 1972.

Fowler, Doreen, and Ann J Abadie. *Faulkner and Religion.* Mississippi: University Press of Mississippi, 1991.

Omi, Michael, and Howard Winant. *Racial Formation in the United States.* United Kingdom: Routledge, 2015.

A Study on reservation policy for economically weaker sections of India with special reference to socio-economic sections

Soma Chakraborty

Faculty, Department of Political Science

Abstract

This article explore the reservations policy in India, focusing on its socio-economic and political dimensions. The reservations system, designed to address historical injustices and social inequalities faced by marginalized communities, has been a subject of extensive debet and scrutiny. It examins the policy's effectiveness in achieving its goals of social justice and economic upliftment, while also criticism the empiricisms and challenges it faces. This article aims to provide a comprehensive understanding of how reservation policies influence socio-economic disparities and political dynamics in contemporary India. The findings suggest that while the reservation policy has made significant strides in improving access to education and employment for marginalized communities, it also raise questions about its long-term sustainability and the need for policy reforms to address emerging socio-economic challenges.

Key Notes : Back ground of reservation, EWS (Economically Weaker Section)

Introduction

Discussion about reservation system occupy an important place in Indian politics. This article also discuss of this reservation system. This topic discuss the historical background of the reservation system, and purpose of the reservation system. Along with this article mentions the necessity of reservations for socio-economically backward classes and its importance.

Background of Reservations Policy

Discussion about reservation system occupy an important place in Indian politics. The system of reservation existed in India even before independence. Quota system favouring certain caste and other communications existed before independence in several areas of British India. William Hunter and Jyotirao Phule in 1882 originally conceived the idea of caste based reservation system and the British Raj introduced elements of reservation in the Government of India Act of 1909. India got independence from British rule in 1947 and country was divided into two parts India and Pakistan. So when the constituent assembly was forming the constitution of India, social discrimination based on the caste system was big hindrance to equality in society. So the provision of reservation for the society backward classes was introduced in the constitution of India. Reservation were initially introduced for a period of 10 years and only for SCs and STs, but it kept on extending with several change in it. In 1947 there were some major initiatives on favour of the Schedule Castes and Schedule Tribes (SCs and STs) and after the 1980s in favour of OBCs (Other Backward Caste) and in 2019 for poor in the general category. A notable commission in this reservation

context is the Mondal Commission. This commission was formed in December 1978 under the Chairmanship of B. P. Mondal. The commission was formed to determine the criteria for defining India's "Socially and educationally backward classes" and to recommended steps to be taken for the advancement of those classes. In 1980, the Mondal Commission concluded that India's population consisted of approximately 52% OBCs, therefore 27%. government jobs should be reserved for them. The commission has developed eleven indications of social, educational and economic backward and apart from identifying backward classes among Hindus, the commission has also identified backward classes among non-Hindus (Muslim, Sikhs, Christians and Buddhists).

The constitution of India states in article 15(4) "Nothing in (article 15) on in clause (2) of article 29 shall prevent the state from merging any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens of or for the Schduled Casts and the Scheduled Tribes".

Article 46 of the constitution states that "the state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and forms of exploitations :

In this context the Supreme Court of India ruled in 1992 that reservation could not exceed 50% anything above which would violated it ...equal access as guaranteed by the constitution. It thus put a cap on reservation.

On 7th November 2022, Supreme Court of India by a 3:2 verdic in Janhit *Abhiyan vs Union of India* write petition (civil) no. (S) 55 of 2019, upheld the validity of the 103rd constitutional amendment carried out to provide legal sanction carve out 10% reservation for the economically weaker sections from unreserved classes for admission in educational institution and government jobs and held that the 50% cap on quota is not inviolable and affirmative action on economic basis may go longway in eradicating caste based reservation.

It is known about historical context of reservation that how reservation was introduced in India, first caste-based reservation started, but later it was made economically based on the needs of people and society. Otherwise, it was not possible to bring, the economically backward classes into the mainstream of society. Keeping this is mind, reservation has been taken a step further. Now the issue is how important and significant is the reservation for *economically weaker sections*. What is the result of this reservation?

Objective

- To highlight importance of economic based reservation.
- To mention requirements of economic based reservation for economically weaker section in society.

Research Questions :

- How does economic based reservation contribute to addressing socio-economic disparities in society?

What are the specific requirements and criteria for implementing economic based reservations for the Economically Weaker Sections (EWS) in society?

- Importance of Economic Based Reservation (EWS)

A large section of the Indian society is economically weak and this section belongs to the unreserved sections of India. The economically weaker section consists of sections or classes belonging to the unreserved sections of India, whose annual family income is less than 8 lakhs. It is an important document for the upliftment of economically backward classes. It makes breaking down societal, economic and financial barriers easier with better opportunities.

This reservation act not only expanded the scope of affirmative action in India to now include both caste-based and class-based protections. It has evolved from a group-centered approach to a reservation policy that is based on individuals.

Another important point is that this reservation policy expanded India's affirmative action because after independence reservation was considered only as a tool to protect marginalized caste-based communities but this policy has now become a tool to fight economic inequality.

This reservation policy is expected to further accelerate India's positive momentum. It will usher in a new dimension of politics based on meaning social justice.

This EWS certificate provides an opportunity for hopefuls from backward and disadvantaged areas to compete to achieve their academic and financial goals.

Requirements of economic based reservation for economically weaker section :-

Talking about the need of this system of reservations, it can be said that the need of reservation for this economically weaker section is significant in order to tackle the economic disparity that has arisen in India and interms of access to education and employment of economically disadvantaged people. This reservation system has helped to reduce poverty and maintain social mobility in the society. It has also helped in eliminate social inequality. As a result of this reservation system, the classes which were backward due to economic weakness and were moving away from the main stream of the society will be able to come back to the main stream. This is where this reservation system is necessary.

Conclusion

In the context of this short discussion about this reservation policy, it can be said that this reservation policy for the economically backward classes has tried to develop and empower the economically weaker sections of the society, especially women. Along with this, India's finance plays an important role in social development, with public education emphasizing gender equality and the economy that forms the basis of society.

Reference:

Reservation Policy and Scheduled Castes in India, A.K. Vakil, New Delhi 110026, 1985

Reservation Policy in India, Dr. Bijoy Chandra Mahapatra, Dr. Subhansu Ranjan Mahapatra, Research India, 2013

Caste in India : Their Mechanism, Genesis and Development, Bhimrao Ramji Ambedkar, 9 May 1916
Drishti IAS—https://www.drishtiias.com
Byju's—https://byjus.com
https://www.wikipedia.org/
https://jirjs.com

অন্তর মহল

সোমা মুখার্জী
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

বহির্জগতের সাথে লড়াইটা আমরা কমবেশি সকলেই করে থাকি। বলা বাহুল্য , আমাদের জীবনের একটা অংশ হিসেবেই দাঁড়িয়েছে এই লড়াই। কঠোর হয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে হলেও এই লড়াই থেকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করি। অনেক ক্ষেত্রে সফল হই, অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থও হই। আবার কিছুক্ষেত্রে হয়তো পাত্তা না দিয়েই বেড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু লড়াইটা যদি হয় নিজের অন্তর্লোকের সাথে?? তখনও কি আমরা এইভাবেই পাত্তা না দিয়ে বেড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি?? দাঁতে দাঁত চেপে, কঠোর হয়ে বহির্জগতের লড়াইয়ের মতো লড়াই করে নিজের মানসিক শান্তি খুঁজতে চেষ্টা করি??

নাহ.. আমরা তা করি না, করতে পারিনা বা করতে চেষ্টা করিনা, আমরা পালানোর চেষ্টা করি। ভয় পাই আমরা, সৎসাহস হয়না নিজের সম্মুখীন হওয়ার। কারন, আমরা জানি আমাদের ভিতরে থাকা ''অহংবোধ'' আমাদের শেষ করে দিয়েছে। আজ আমাদের জীবনে আমরা যেই পর্যায়ে রয়েছি তার জন্য কোথাও আমরা নিজেরাই দায়ী। আমরা পারি না নিজেদের দোষ দিতে, আমরা পারি না নিজেদের সম্মুখীন হতে। কারণ, আমরা চিরকালই ভেবে এসেছি, আমরা কোনো ভুল করতেই পারি না। হ্যাঁ, আমাদের অহংবোধ তা ই শিখিয়ে এসেছে কি করে নিজের দোষ ত্রুটিগুলো ''ভাগ্যের পরিহাস।''... ''অমুকের দোষ''... ''পরিস্থিতির'' ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে ''পাপমুক্ত'' রাখা যায়। আচ্ছা, কখনো কি একবারও নিজের দিকে ফিরে দেখেছি? কখনো কি একবারও নিজেকে প্রশ্ন করেছি? বা কখনো কি নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো স্বীকার করেছি নিজের কাছে? যে আজ হয়তো আমাদেরই কোনো ত্রুটি ছিল বলেই আজ আমরা এই জায়গায়? আজ নিজেদেরই মানসিক অশান্তি বা মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ আমরা নিজেরাই ??

আসলেই, আমরা নিজেদের নিয়ে আমরা নিজেরা কখনোই ভাবি না। ভাবার সময় হয়তো নেই। কারণ,

আমরা সবসময় অন্যকে নিয়ে ভেবে, অন্যকে নিয়ে চর্চা বা সমালোচনা করেই আমরা নিজেদের সময় নষ্ট করি। 'অমুক ওই সুযোগ আমার দিয়ে আগে পেল কেন?', 'কি করে পেল?', নিশ্চয়ই কোনো ''Source'' আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।। অন্যের বিষয়ে এইসব নেতিবাচক মন্তব্য করে নিজেরাই নিজেদের মানসিক অবস্থা খারাপ করি। মনের মধ্যে এই ভাবনাগুলো কখনোই আনতে চাইনা যে যারা তাদের জীবনে এগিয়ে গেল তাদের appreciate করি বা সাধুবাদ জানাই বা তাদের দিয়ে ভালো কিছু শিখে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করলে হয়তো আমরাও জীবনে এগোতে পারবো। সে বয়সের দিয়ে ছোট হোক বা বড়। জীবনে শেখার কোনো শেষ নেই। সবসময়ই আমরা কিছু না কিছু শিখি। প্রত্যেক মানুষই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী হতে পারে না তা যদি হতো তাহলে বিদ্যালয়

বা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হত না আর আমাদেরও সেখানে যাওয়ার কোনো দরকার পড়তো না। সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই যে নিজেদের মধ্যে ইগো নিয়ে ঘুরে বেড়াই বা প্রত্যেকেই ভাবি যে "I am the best" তা সম্পূর্ণই ভুল ভাবি। ওটা আসলে আমরা আমাদের আত্ম- অহংকারবোধেই ডুবে থাকি। কথায় আছে, Confidence ভালো কিন্তু Over confidence একদমই ভালো না। যা আমাদের পতনের কারণ। আর ঠিক এই চিন্তা-ভাবনাগুলোর জন্যই বোধহয় আমরা নিজেরাই আমাদের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ। আমরা কখনোই ভাবতে পারিনা যে আমরাও অন্যের থেকে কিছু শিখতে পারি। আমরাও যে সর্বদিক থেকে পরিপাটি নই, আমাদেরও প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শেখার মাধ্যমেই নিজেদের জীবনে এগোতে হবে তা আমরা মানতে চাইনা। দিনে ২৪ ঘন্টাই মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় কাটাচ্ছি, ওকে তাকে নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করছি। কিন্তু নিজেকে যোগ্য করে তোলার জন্য, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তা নিয়ে আমাদের কোনোরকম মাথাব্যথা করে না। নিজেদের যোগ্য বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সেইভাবে মানসিক দ্বন্দ্বে রাতের ঘুম উরে যায় না যেইভাবে আমরা 'অমুক সাফল্য কীভাবে পেল তা নিয়ে ভেবে, চর্চা করে মানসিক দ্বন্দ্ব করে রাতের ঘুম উরিয়ে দিই '।।

মনে রাখা উচিত, প্রত্যেকেরই জীবন সংগ্রাম আলাদা। সুতরাং তারা কীভাবে কোন সুযোগ পেল তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে মানসিক অবস্থা খারাপ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। শুধু শুধু সুস্থ শরীর ব্যস্ত করা। যখন অমুকেরা নিজেদের যোগ্যতা বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বহির্জগত বা অন্তর্জগতের সাথে কঠোর লড়াই করছে তখন কিন্তু আমরা দেখতে যাচ্ছি না। তাদের সাথে বা পাশে দাঁড়াচ্ছি না। তাই তাই তাদেরকে নিয়ে ভেবে ক'টা কু-মন্তব্য করা, তাদের ক্ষমতা- অক্ষমতা অর্থাৎ তারা কি পারে বা পারে না সেই নিয়ে চর্চা করাটা নেহাতই নিজেদের ছোটলোক প্রমাণ করা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে করি।।

তুমি পারোনি বা পারছো না সেটা তোমার অক্ষমতা, তোমারই হয়তো কোনো ত্রুটি রয়েছে বা তোমারই নেওয়া কোনো ভুল সিদ্ধান্ত যা থেকেই হয়তো পারছো না তুমি যোগ্য হতে। খামোখা 'ভাগ্য সাথ দেয়নি', 'পরিস্থিতি খারাপ এই বিষয়গুলোর ওপর দোষ দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। তুমি যেমন কাজ করবে জীবনে তেমনই ফল পাবে। সেটা খ ারাপ কাজ হোক বা ভালো।।

আমি জানি, আমি যেই কথাগুলো বলছি বা লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ করছি তা কোনো নতুন কথা বা নতুন ভাবনা নয়। আমরা সকলেই সব জানি, বুছি বা নিজেদের জীবন সম্পর্কে খুব সচেতন। তাই শুধু শুধু এই জ্ঞানগুলোর প্রয়োজন নেই। সবটা আমিও জানি। কিন্তু সব জেনে শুনেও তো আমরা জ্ঞানপাপীর মতোই আচরণ করি বা করে চলেছি প্রতিনিয়ত। নিজেদের শুধরে নিতে পারলাম কই?? সব বুছে শুনেও নিজেদেরকে ঠিক পথে আনতে পারছি কই?? এখনও তাহলে নিজের সাথে নিজের এত দ্বন্দ্ব কেন?? বাইরে থেকে তো আমরা প্রচুর Strong তাহলে ভিতরে ভিতরে এত গুমরে মরছি কেন?? কেন নিজের সাথে এই বোছাপড়া? যেই বোছাপড়ার ভার সামলে উঠতে না পেরে আমরা আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছি??

এইসব প্রশ্নের উত্তর কি আদৌ আছে আমাদের কাছে??

কে উকি দেয় ওই

সুস্মিতা বাহাদুর,
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

যে ডাল ভেঙেছে পূর্বে
তার অংশ রয়েছে বাকি
তবে শুকোচ্ছে আর ঝরছে সব সবুজ।
নভঃ মন্ডলে ছেয়েছে গাঢ়
আঁধার।
নেই তারা নেই চাঁদ নেই নীহারিকার অসংখ্য বিন্দু
কারণ গ্রহণ লেগেছে পূর্বেই।

তাই বর্ণচ্ছটা বিচুরিত হতে পারছে না
আহঃ কি আধার দমবন্ধ হচ্ছে,
রুদ্ধ শ্বাসে চিৎকার দীর্ঘঅক্লান্ত অনুরোধ—
শুনছো ওগো কেউ শুনছো কেউতো আলো জ্বালো
প্রকৃতি না হোক কৃত্রিমও ভালো।

গলা ফাটা চিৎকার আমার হাহাকার ধ্বনি
আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে বারংবার।

আমি সেই ডাল যে ডাল ভেঙেছে পূর্বে শুকিয়েছে আর ঝরছে
সব সবুজ।
হঠাৎই চিকুরে চমকি উঠিল
একি। শুকনো আকাশে কিসের আলো!
নভঃলোকে শোনা গেল নিশিতের শেষে—
বর্ষা হবে হবে সূর্যোদয়
তিনি আসবেন তিনি আসবেন।

নবযুগ

তাবাস্সুম খানম সরকার,
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

পৃথিবীর নিঃশব্দ ভ্রুকুটিতে তথ্য প্রযুক্তির মেলা
কবি সুকান্তের পৃথিবী আজ গরলে পরিণত।
সকল খবর যেন হাতের মুঠোতে,
আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসক্ত সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ-মেসেঞ্জারেই ভিড়
এই সবই ত ভবিষ্যৎ কারিগরদের সংসার
গল্প কবিতা উপন্যাসে নেই কো আগ্রহ!
আসলে তো চ্যাটিং ডেটিং এই মেলে স্বর্গসুখ।

উদ্ভট এ সমাজে কে যে কত সুখী,
বিশাল এক প্রতিযোগিতায় মাতোয়ারা সব জুটি।
তারাই যে হতাশাগ্রস্ত প্রমাণ মেলে সব
হিংসাত্মক বাক্যবাণে ঝাঁজরা কমেন্টবক্স।

টিকটক রীল নিয়েছে কেড়ে প্রায় সকলের মেধা
নিয়েছে কেড়ে সে নারীর লজ্জাভুষণটুকুও।
আজকের এই তরুণ তরুণী বড্ড হাবাগোবা
পৃথিবীর বুকে হানা দিয়েছে সে এক বেহাল দশা।।

উষ্ণতম রাত্রি

থাকতে দাও না
তোমার বক্ষপাজরে
মিশতে দাও না
তোমার রক্তের উষ্ণতায়
মাতিয়ে তোলো
তোমার শরীরের গন্ধে
স্পর্শের গহীনে গ্রহণ করে
নাও আমায়!

রাতের শীতলতায়
মুক্তির বানী
ছড়িয়ে দাও.....
আগুনের শিখার মতোন
জ্বলে উঠুক
মনের খেলাঘর!

গ্রহনের আবদ্ধতায়
বেঁধেছো তুমি আমায়
রক্তের সহিষ্ণুতায়
দিয়েছো তুমি আমায়
অন্য পরিচয়।

কথা রেখো

সুচরিতা দত্ত
প্রাক্তনী, স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

আচ্ছা যদি হঠাৎ শোন,
তোমার প্রিয় মানুষটি হঠাৎ কোন দূর দেশেতে পাড়ি দিয়েছে...
তখন তুমি আসবে তো!
শেষ দেখাটা দেখার জন্যে?
নাকি, তখনও এমন অভিমান করে বালিশ ভেজাবে,
না আমি এই বলে দিলুম তুমি কিন্তু অমনটা করবে না।
তখন না হয় রজনীগন্ধার মালাতে আমাকে সাজিয়ে দিও।
আর আশেপাশে কেউ থাকলে বলো,
এই শেষ যাত্রায় আমায় যেন লাল বেনারসিতে সাজায়।
ঠিক যেমন করে নুতন কনেরা সাজে বিয়ের দিনে।

মনে রেখো;
আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকবো,
দূরের ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রথম তারাটি হয়ে.।
দেখবো তোমায় বিভোর হয়ে।

মনে রেখো;
দেখবো তখন কি করো আমার জন্য।
তখন কিন্তু ফাঁকি দিয়ে চলে যেও না আমায় ছেড়ে,
এতটা কাল ফাঁকি তো দিলে বেশ,
আজ না হয় নাইবা দিলে ফাঁকি।
সেদিন না হয় একটু ভালোবাসার রঙেতে রাঙিয়ে দিও।

মনে রেখো;
শুধু সিঁথি রাঙালেই চলবে না কিন্তু...
কপালে একটা ছোট্ট চুম্বনও এঁকো যতন করে,
সবশেষে কাতর দু-চোখে চোখ রেখে
শুভদৃষ্টিটাও করে ফেল।
আর মনকে বলো কেমন ছিল,
সিঁথি রাঙানোর মুহূর্ত,
কেমন ছিল চুম্বনের স্বাদ!
কথা দিলাম তোমায়...
এ জনমে আর একটুও জ্বালাবো না।

তুমি দেখো;
তোমাকে চিরজীবনের মতো ছুটি দিয়ে,
অনেক অনেক দূরে চলে যাবো।
অনেক তো ফাঁকি দিলে তুমি,
সেদিন না হয় আমি নেবো ছুটি।
তখন কিন্তু কষ্ট পেলে চলবে না
মিষ্টি মুখে মিষ্টি হাসিতে দিতে হবে বিদায়,
এই বলে দিলুম।

প্রতিশোধের রাত

তানিয়া দাস
স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ

মাঝরাস্তাতেই গাড়িটার খারাপ হওয়ার দরকার ছিল। রুদ্রিক রোজ যায় এই পরিস্থিতিতে। চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তির প্রকাশ।

বাড়ি ফিরব কীভাবে? নিজের মনে মনে কথা বলতে থাকে।

চারিদিক অন্ধকার কোথাও কোনও আলো নেই। এমনকি একটি জনপ্রাণী পর্যন্ত নেই। কানে ভেসে আসছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর কুকুরের চিৎকার, তাঁর হঠাৎ চোখ যায় একটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির দিকে। সে অত ধ্যান না দিয়ে চুপ করে নিজের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

এত রাতে গাড়ি ঠিক করার মেকানিক পাবো কোথায়?

ধূর!! ভালো লাগে না।

অনেক রাতও হয়েছে।

তাঁর দিকে ছায়ামূর্তিটি এগিয়ে আসতেই স্পস্ট হয় নারীমূর্তিতে।

হ্যালো! আমি কি আপনার কোনও সাহায্য করতে পারি?

সে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আপনিও আমায় বলতে পারবেন এখানে কোথাও গাড়ি ঠিক করার গ্যারেজ আছে কিনা?

সামনে কিছুটা দূর এগোলে একটা গ্যারেজ ছিল কিন্তু সেটা তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

যা! এবার কী হবে?

সারারাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত কাটাবো।

আরে আপনি একা কেন? আমারও একই অবস্থা, বাড়ি তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু একটা গাড়িও পাচ্ছি না।

রদ্রিকের চোখে মুখে ফুটে ওঠে শয়তানী হাসির রেখা।

একটু জল পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ অবশ্যই।

গাড়ি থেকে জলের বোতল বের করে এগিয়ে দেয় রুদ্রিক।

মেয়েটি জল পান করে। কিছুক্ষণ পর থেকে মেয়েটি চারিদিক অন্ধকার দেখতে থাকে। এইতো ঘুমের ওষুধ কাজ করেছে।

সে গাড়িতে তোলে মেয়েটিকে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকে।

তারপর হঠাৎ করেই নাকে একটা পঁচা গন্ধ আসে।

পিছনে তাকিয়ে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ।

এ কে?

কাকে গাড়িতে তুলেছে?

কুৎসিত কদাকার এক নারী চেহারা। যার সারা শরীরের মাংস খুবলানো, কামড়ের দাগ, আঁচড়ানো, ঠোঁট দুটি ক্ষতবিক্ষত, চোখ দুটি দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

তু-তু-তু তুমি কে?

আমি কে? অট্টহাসিতে হাসতে শুরু করে পিশাচিনীটি।

কিছু মনে পড়ছে?

কী কী কী কী মনে পড়বে?

যদি মনে না পড়ে আমি মনে করিয়ে দিই!

আজ থেকে ছয়মাস আগের অভিশপ্ত রাতটা মনে আছে?

ছয়মাস আগে পার্টি থেকে ফিরছিল রুদ্রিক। সে এতোটাই মদ্যপান করেছিলো যে তাঁর কোনও হুঁশ ছিল না।

রাস্তায় সে একটি মেয়েকে দেখতে পায়।

আমাকে দয়া করে একটু লিফট দেবেন? আমার খুব দরকারী একটা কাজ আছে। আমার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাটা জরুরী।

মেয়েটিকে আপাদমস্তক রুদ্রিক পর্যবেক্ষন করে, এরপর মনে মনে ভাবে—শিকার যদি সামনে থাকে তাহলে সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই।

হ্যাঁ অবশ্যই।

মেয়েটি গাড়ি উঠতেই রুদ্রিক গাড়ি চালাতে শুরু করে।

সে সুযোগ বুঝে অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যায়।

গাড়ি থামান।

আমি নামবো।

না-না, গাড়ি থেকে তোমার তো নামা চলবে না।

গাড়ি থেকে মেয়েটিকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসে।

মেয়েটি তার হাতে কামড় দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলে একটি ইটে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। রুদ্রিক তাঁর দিকে এগিয়ে আসে।

আমায় ছেড়ে দিন। আমি তো আপনার কোনও ক্ষতি করিনি।

না। না। তোমায় ছাড়লে চলবে না। মুখে হাত চাপা দিয়ে এক নরখাদক তার...

তারপর গলা টিপে হত্যা।

মনে পড়লো?

আমায় ছেড়ে দাও।

সেদিন তুমি কি আমায় ছেড়ে দিয়েছিলে?

দাও নি।

তাই আজ তোমার ছাড় নেই।

আজ আমার পালা

তোমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না। সে রদ্রিককে গলাটিপে হত্যা করে, তাঁর সাথে হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়।

প্রতিশোধের পালা শেষ হতেই সে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে থাকে।

GPS Map Camera
Kolkata, West Bengal, India

The Way
AWAKENING

GPS Map Camera
Howrah, West Bengal, India

Inter-college Awareness Programme
on Intellectual Property Rights

নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

২৭ই বোসপুকুর রোড কলকাতা - ৭০০০৪২